আইজ্যাক আজিমভের
সায়েন্স ফিকশন গল্প।৭

BanglaBook.org

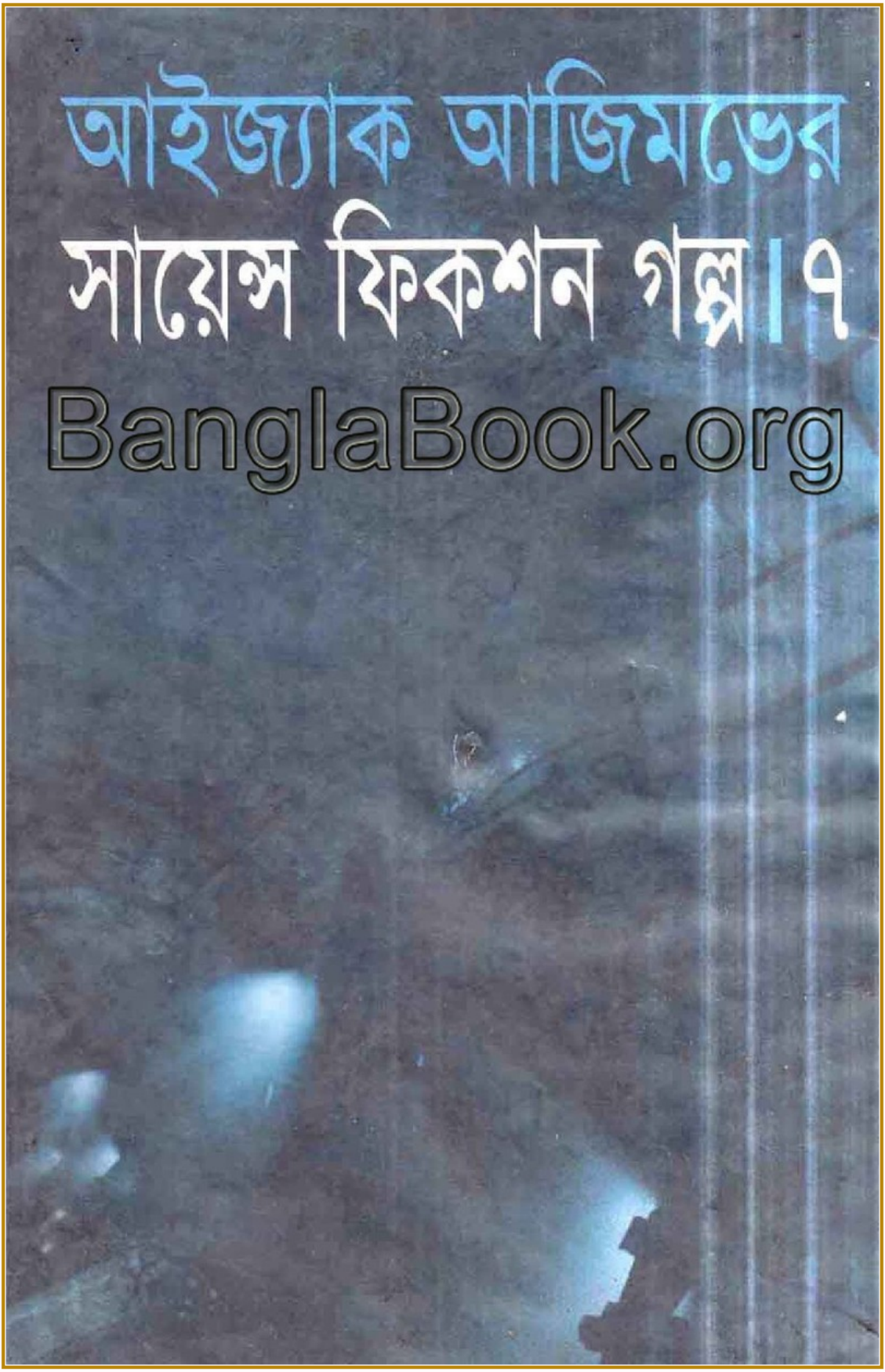

www.BanglaBook.org

আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৭

মূল

আইজ্যাক আজিমভ

সঙ্কলন সম্পাদনা

হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঐতিহ্য

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

ওয়াটার ক্ল্যাপ

'আমি এইভাবে আমাদের মারতে পারেন না. একবার ভেবে দেখুন এতে কিন্তু আপনাদের ক্ষতি হবে বেশি, এমনকি চাঁদের সব ফান্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে !' বললেন বারগেন।

এট এ গ্লেন্স

উপগ্রহগুলোকে যতটা সম্ভব পৃথিবীর মতো করার চেষ্টা করা হয়েছে। পৃথিবীর সমান অভিকর্ষ এখানে তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর মানুষ এখানেও পৃথিবীর মতো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে।

ডেথ সেন্টেনস

ডরলিস জগত হিসেবে চমৎকার। এটা মহাজাগতিক অর্থনীতির শূন্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা বাণিজ্যিক রুট থেকে দূরে, এর অভিবাসী অশিক্ষিত এবং অনগ্রসর, এর ইতিহাস অখ্যাত। এই জগতে প্রাচীন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এটা একটা অস্পষ্ট প্রমাণ যে কোনো আলোকরশ্মি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক আগে ডরলিসকে ধ্বংস করেছে, যা ছিল বৃহত্তর নগরের বৃহত্তর রাজধানী

এছাড়া আইজ্যাক আজিমভের আরো কয়েকটি সায়েন্স ফিকশান গল্প 'আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশান গল্প-৭'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২১/০২/০৭
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সূচি

থিংক	৯
ওয়াটার ক্ল্যাপ	২১
গ্যালি স্লেভ	৪৩
এট এ গ্লেন্স	৮৫
ডেথ সেন্টেনস	১১৩
অথার ! অথার !	১৩৫
এ্যাস্কেপ	১৭৭
ক্রিসমাস উইথ আউট রডনি	১৯০
গ্রীন প্যাচেস	১৯৭
পয়েন্ট অব ভিউ	২১৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

থিংক

ল্যাব কোটের পকেটের ভেতর হাতের মুঠি দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জেনেভিয়েভ রেন'শ'র। তবে সে কথা বলছে শান্ত কণ্ঠে। এই প্রতিষ্ঠানের এমডি রেন'শ।

'ব্যাপারটা হচ্ছে,' বলল সে। 'আমি তো প্রায় রেডি, কিন্তু প্রস্তুতির জন্যে এটাকে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখতে হলে সাহায্যের দরকার আমার।'

জেমস বারকোউইৎজ একজন পদার্থবিদ। জেনেভিয়েভের মতো সুন্দরী ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্যে সে প্রস্তুত। এমনিতে এ মেয়েকে জেনি রেন বলে ডাকে জেমস। আরো গুণকীর্তন করে জেনি রেনের ক্লাসিক চেহারার। বলে, জেনির বিস্ময়কর মসৃণ এবং নিভাঁজ কপালের ওপাশে যে মস্তিষ্ক রয়েছে, অসম্ভব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রয়েছে তাতে। তবে জেমস যাই বলে—সব জেনির অগোচরে। সামনে ভুলেও দুর্বলতা প্রকাশ করে না।

চিবুকে সদ্য গজানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে বুড়ো আঙুল ঘসতে ঘসতে জেমস বলল, 'আমার মনে হয় না—ফ্রন্ট অফিস এতটা সময় দেয়ার মতো ধৈর্য দেখাবে। আমি তো ভাবছি, এই সপ্তাহটা পেরোনোর আগেই ওরা আপনাকে ঠিক কার্পেটের ওপর বসিয়ে দেবে।'

'এ জন্যেই তো আমি আপনার সাহায্য চাইছি।'

নিজের অলক্ষ্যে পলকের জন্যে সামনের আয়নায় দৃষ্টি চলে যায় জেমসের। মনে মনে নিজের ঢেউ খেলান ঝাঁকড়া চুলগুলোর প্রশংসা করল সে।

'অ্যাডামের বক্তব্য কী?' জানতে চাইল জেনেভিয়েভ।

অ্যাডাম অরসিনো চুপচাপ চুমুক দিচ্ছিল কফিতে, এবং জেনেভিয়েভ আর জেমসের আলাপ থেকে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরে নিয়েছিল সে। জেনির কথায় যেন ধাক্কা খেল পেছন থেকে। বলল, 'আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন?'

ভরাট পুরু ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠল অ্যাডামের।

'কারণ আপনারা দু'জন এখানে লেজার মেন হিসেবে আছেন। জিম থিওরিটিসিয়ান এবং অ্যাডাম ইঞ্জিনিয়ার। আমার কাছে এমন লেজার অ্যাপ্লিকেশন আছে, যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। তবে ব্যাপারটা আমি ওদেরকে বোঝাতে পারব না, আপনারা দুজন পারবেন।'

'তা ব্যাপারটা আমাদের আগে বুঝিয়ে দিন না,' বলল বারকোউইৎজ। 'তারপর দেখছি আমরা।'

'ঠিক আছে, আপনারা যদি আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে একটি ঘণ্টা আমাকে দেন, যদি লেজার বিষয়ক সম্পূর্ণ নতুন কিছু দেখে ঘাবড়ে না যান, তাহলে ব্যাপারটা দেখাতে বা বোঝাতে কোনো আপত্তি নেই আমার। তাহলে কফি ব্রেক থেকে চলে আসুন আপনারা।'

রেন'শ'র ল্যাবরেটরির কর্তৃত্ব তার কম্পিউটারের হাতে। তাই বলে এমন নয় যে, তার কম্পিউটারটা অস্বাভাবিক বড় রকমের কিছু। তবে বাস্তবিক এ কম্পিউটার ল্যাবরেটরির সবখানে আছে। রেন'শ কম্পিউটার টেকনোলজিতে জ্ঞান লাভ করে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায়। নিজের কম্পিউটারে কিছুটা পরিবর্তন এনে এবং সম্প্রসারণ করে এমন একটা পর্যায় নিয়ে গেছে, সে ছাড়া আর কেউ স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করতে পারে না ওটাকে।

নিঃশব্দে ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে দুই সঙ্গীর দিকে ফিরল রেন'শ। অস্বস্তি বোধ করছে বারকোউইৎজ। বাতাসে মৃদু একটা কটু গন্ধ পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে। অরসিনোর কুঁচকান নাক বলে দিচ্ছে তার মনোভাবও একই।

রেন'শ বলল, 'আমার এই খুদে প্রচেষ্টা অনেক দিনের আলোতে মোম জ্বালানোর মতো। আপত্তি না থাকলে, আমার লেজার অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখাতে পারি আপনাদের। লেজার রশ্মিতে রেডিয়েশন থাকে সুসামঞ্জস্যভাবে; আর এরই দৈর্ঘ্যের সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোকতরঙ্গ পরিচালিত হয় একই ভাবে. কাজেই লেজারে একদম শব্দ হয় না এবং হলোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হতে পারে। তরঙ্গের আকার পরিবর্তন করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এই রশ্মির মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। আরো আছে, যদি আলোকতরঙ্গগুলো রেডিও তরঙ্গের দশ লাখ ভাগেরও এক ভাগ হয়, তবু একটি লেজার রশ্মি রেডিও রশ্মির দশ লাখ গুণ তথ্য বয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

বারকোউইৎজ কৌতূহলী কণ্ঠে জানাতে চাইল, 'আপনি কী লেজার ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছেন, জেনি?'

'মোটেও না,' বলল রেন'শ 'বরং পরীক্ষিতভাবে পদার্থবিদ এবং ইঞ্জিনিয়রদের কাজ এগিয়ে দিচ্ছি। লেজারের আরেকটা সুবিধা হচ্ছে–বিপুল পরিমাণ শক্তিকে খুবই সূক্ষ্ম একটা বিন্দুতে জড়ো করতে পারে। আবার ছোট্ট বিন্দু থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তিকে ছড়িয়ে দিতে পারে ব্যাপকভাবে. লেজার দিয়ে প্রচণ্ড তাপ এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে চূড়ান্তভাবে সঙ্কুচিত করা সম্ভব এবং এতে একটা নিয়ন্ত্রিত ফিউসন রিঅ্যাকশন ঘটে যেতে পারে—'

'আমি জানি, আপনি তা করেননি এখনো,' বলল অরসিনো। মাথার ওপর থেকে ছড়ান ফ্লোরেসন্ট বাল্বের আলোয় চক্‌চক্ করছে তার টাকমাথা।

'না, করিনি। চেষ্টা করেও দেখিনি এবার শুনুন অল্প মাত্রায় লেজার দিয়ে কী হয়। খুব কঠিন যে জিনিসগুলো রয়েছে। যেগুলো সাধারণভাবে ফুটো করা বেশ ঝামেলা, সেগুলো অনায়াসে ফুটো করা যেতে পারে স্বল্পমাত্রার লেজার দিয়ে. ঝালাই বা হিটট্রিটেও বেশ কাজ দেয় এই লেজার : স্পর্শকাতর কোনো জায়গায় নির্দিষ্ট একটা অংশকে অকেজো করে দিতে হবে, লেজারের তাপ দিয়ে এত দ্রুত তা করা সম্ভব—আশেপাশের অন্যান্য জিনিস সেটা বুঝে উঠতেই পারবে না। তাছাড়া চোখের রেটিনা এবং দাঁতের চিকিৎসায়ও স্বল্প মাত্রার লেজার অত্যন্ত কার্যকরী। এবং দুর্বল সঙ্কেতগুলোকে অসম্ভব নিখুঁতভাবে সবল করে তুলতে নিশ্চিতভাবে সক্ষম লেজার '

'আপনি আমাদের এতকিছু বলছেন কেন, বলুন তো?' জানতে চাইল বারকোউইৎজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই সম্পদগুলো তৈরি করে কীভাবে আমরা নিজস্ব ফিল্ডে লাগান যায়—তার একটা পরামর্শ চাই। আর আমার নিজের ক্ষেত্র তো জানাই আছে আপনাদের—নিউরোফিজিওলজি।'

বাদামি চুলগুলোতে ব্রাশের মতো আঙুল চালাল রেন'শ। হঠাৎ যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।

'কয়েক দশক ধরে,' বলল রেন'শ। 'আমরা মস্তিষ্কের পরিবর্তনশীল সুপ্ত এবং সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ পরিমাপের ক্ষমতা অর্জন করেছি, যা রেকর্ড হচ্ছে ইলেকট্রোয়েনসেফালোগ্রাম বা ইইজি নামে। আমরা পেয়েছি আলফা ওয়েভ, বেটা ওয়েভ, ডেল্টা ওয়েভ, থেটা ওয়েভ। এই ওয়েভগুলোর মাত্রা আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থাকে—এবং সেটা নির্ভর করে চোখ খোলা বা বন্ধ থাকার ওপর। অর্থাৎ সাবজেক্ট জাগ্রত, ধ্যানমগ্ন, না নিদ্রিত—তার ওপর। তবে সব মিলিয়ে খুব সামান্য তথ্য পেয়েছি আমরা।

'সামান্যটা হচ্ছে—আমরা সঙ্কেত পাচ্ছি, দশ বিলিয়ন নিউরন সন্নিবিষ্ট আছে শিবটিং কম্পিনেশনের ভেতর। এটা অনেক দূর থেকে পৃথিবীর অগণিত মানুষের কলগুঞ্জন শোনার মতো একটা ব্যাপার আর কি। আর আমার চেষ্টাটা হচ্ছে, এর মাঝ থেকে আলাদাভাবে একেক জনের কথোপকথন বের করা। কিন্তু সফল হতে পারছি না। এই কলগুঞ্জনের ভেতর থেকে কেবল হালকা কোনো পরিবর্তন আমরা শনাক্ত করতে পারি—যেন বিশ্বযুদ্ধে এবং পরবর্তী উত্থানের সময় গুঞ্জনের একটা তারতম্য ধরা পড়ে। কিন্তু তাও পরিষ্কারভাবে নয়। একইভাবে আমরা মস্তিষ্কের কিছু অসম্পূর্ণ কাজ সম্পর্কে বলতে পারি—যেমন মৃগীরোগ—কিন্তু তাও পরিষ্কার ভাবে নয়।

'ধরুন, এখন যদি মস্তিষ্কে অত্যন্ত পরিমাণ লেজার রশ্মি দেয়া হয় এবং প্রতিটা কোষে ছড়িয়ে পড়ে, একটি একক কোষে পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চারিত হয়ে এত দ্রুত প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন হবে, যা আর কোনো কিছুর মাধ্যমে সম্ভব নয়। এই লেজার রশ্মির প্রতিক্রিয়ার প্রতিটা কোষের সুপ্ত ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে রেকর্ড পরিমাণ পর্যায়ে পৌঁছুবে। তখন আপনারা পাবেন একটি নতুন ধরনের পরিমাপ। যার নাম লেজার এনসেফালোগ্রাম বা এলইজি। এবং এতে তথ্য ধারণ ক্ষমতা থাকবে সাধারণ ইইজি'র চেয়ে কয়েক লাখ গুণ বেশি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারকোউইৎজ প্রশংসা করে বলল, 'আপনার পরিকল্পনাটা সুন্দর। কিন্তু এটা তো নিছক একটা পরিকল্পনা।'

'নিছক পরিকল্পনা নয়, জিম। তারচেয়েও বেশি। আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি এ নিয়ে। প্রথম প্রথম অবসরে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম। শেষের দিকে পুরোটা সময় নিয়ে কাজ করেছি, যা ফ্রন্ট অফিসের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরক্তির কারণও আছে বটে। আমি কোনো রিপোর্ট পাঠাইনি এ নিয়ে।'

'কেন পাঠাননি ?'

'আরে ভাই, প্রথমে তো সমর্থন দরকার। নিজের অবস্থানটা আগে সুদৃঢ় করতে হবে না। নইলে তো এসব শুনে সবাই পাগল বলবে আমাকে।'

একটা পর্দা সরিয়ে একটা খাঁচা বের করল রেন'শ। খাঁচার ভেতর ঝুপো লেজঅলা একজোড়া খুদে বানর। দুটো চোখেই বেদনার্ত চাউনি।

বারকোউইৎজ এবং অরসিনো দৃষ্টি বিনিময় করল পরস্পর।

বারকোউইৎজ নাক চেপে ধরল, 'কিসের একটা গন্ধ যেন পাচ্ছি।'

'কী করছেন এই বানর দুটি দিয়ে ?' জিজ্ঞেস করল অরসিনো।

বারকোউইৎজ বলল, 'আমার যা ধারণা, বানর দুটোর মগজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন উনি। তাই না, জেনি ?'

'প্রাণীর মানদণ্ড বিবেচনা করে নিম্ন পর্যায়ে থেকে ধরেছি কাজটা।' খাঁচা খুলে একটা বানর বের করে আনল রেন'শ। বানরটা অসহায়ভাবে তাকাল রেন'শ'র দিকে। চোখেমুখে বিষণ্ন বুড়োর অভিব্যক্তি।

বানরটাকে চুকচুক শব্দে আদর করল রেন'শ। আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল গায়ে। তারপর আস্তে করে বেঁধে ফেলল একটা বর্মের ভেতর।

'কী করছেন আপনি ?' জানতে চাইল অরসিনো।

'সার্কিট চালু হলে বানরটা নড়াচড়া না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে নিলাম। যেহেতু বানটা এক্সপেরিমেন্টের একটা অংশ, কাজেই এটাকে অজ্ঞান করা যাবে না। বানরটার ব্রেইনে কিছু ইলেকট্রোড ঢোকান আছে। আমার এলইজি সিস্টেমের মাধ্যমে ইলেকট্রোডগুলোকে সংযোগ দিতে যাচ্ছি। এখানে সেই লেজার ব্যবহার করতে যাচ্ছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি। আমি নিশ্চিত, আপনার মডেলটাকে চিনে নিতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন এর বিশেষত্ব।'

'ধন্যবাদ,' বলল বারকোউইৎজ। 'কিন্তু আমাদেরকে খোলাসা করে দেয়া উচিত—আসলে কী দেখতে যাচ্ছি আমরা।'

'খুব সহজ জিনিস। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন শুধু।'

দক্ষ হাতে ইলেকট্রোডের সাথে সংযোগ দিল রেন'শ। কোনো কথা নেই মুখে একটা নব ঘুরিয়ে মৃদু করে দিল ঘরের আলো। কম্পিউটার স্ক্রিনে ফুটে উঠল উঁচু নিচু একটা জটিল রেখা। উজ্জ্বল রেখাটা সোজা চলে যাচ্ছে একদিকে। ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা গেল রেখাটার মাঝে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপ এল। ভিন্ন আকৃতি নিল উঁচু-নিচু বক্ররেখাটা। শেষে, ধীর গতিতে ছোটোখাটো একটা পরিবর্তন এসে একভাবে চলতে লাগল রেখাটা। মাঝেমধ্যে ধাঁ করে বড় বড় পরিবর্তন এসে পাল্টো দিতে লাগল রেখাটার আদল। সবমিলিয়ে যেন অনিয়মিত একটা লাইন এবং নিজস্ব একটা জীবন আছে এর।

'এটা হচ্ছে,' বলল রেন'শ। 'আবশ্যকীয় ইইজি ইনফরমেশন, তবে প্রচুর তথ্য আছে এর ভেতর।'

'বলুন তো,' জানতে চাইল অরসিনো। 'এখানে একক কোষগুলোর কী অবস্থা? প্রতিটা কোষেই কি বিস্তারিত তথ্য আছে?'

'তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে বলব—হ্যাঁ। তবে বাস্তবে নেই। কিন্তু এলইজি পদ্ধতিতে এই তথ্যগুলো একক কোষে আলাদাভাবে স্থানান্তর সম্ভব। এই যে, দেখুন।'

কম্পিউটার কিবোর্ডের এক জায়গায় আঙুল চালাল রেন'শ। অমনি বদলে গেল লাইনটা। আবার বদলাল। রেখাটার ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে এখন প্রায় নিয়মিত তরঙ্গের মতো দেখাচ্ছে। এবং রেখাটা আগু পিছু করছে হৃৎকম্পনের ছন্দের মতো। নেমে এল ছোট ছোট ঢেউয়ে। এবং এখন প্রায় আকৃতিহীন। সবই যেন জ্যামিতিক কোনো সূত্র ছাড়া ঘটছে।

বারকোউইৎজ বলল, 'তার মানে আপনি বোঝাতে চাইছেন, মস্তিষ্কের প্রতিটা বিট একটি থেকে আরেকটি ভিন্ন?'

'না', বলল রেন'শ। 'মোটেও তা নয়। ব্রেইন আসলে বড় বড় একটা হলোগ্রাফিক ডিভাইস। তবে এর ভেতর ছোটো ছোটো শক্তির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদান প্রদান চলে মাইক এই শক্তিগুলোকে ধরে স্বাভাবিক অবস্থায় তোলে। এবং এই বিবর্ধনের মাত্রা বিভিন্ন সময়ে দশহাজার ফোল্ড থেকে এক কোটি ফোল্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

'আচ্ছা, এই মাইকটা কে ?' অরসিনোর প্রশ্ন।

'মাইক ?' ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি দেখাল রেন'শ'কে। লালচে আভা ছড়াল গালে। বলল, 'আমার কম্পিউটারের ডাক নাম এটা। মাঝে মধ্যে ওটাকে এ নামে ডাকি আমি খুব সতর্কতার সাথে প্রোগ্রাম করে থাকে মাইক।'

বারকোউইৎজ বলল, 'ঠিক আছে, জেনি, সব মিলিয়ে এখন তাহলে দাঁড়ালটা কী ? লেজার ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি একটা নতুন ব্রেইন স্ক্যানিং ডিভাইস পেয়েছেন–বেশ, সত্যিই এটা একট' চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন। এবং আপনি ঠিকই বলেছেন, এ ধরনের চিন্তাভাবনা আমার মাথায় আসেনি কখনো–তবে তা না আসারই কথা। আমি তো আর নিউরোফিজিওলজিস্ট নই। কিন্তু এ নিয়ে আপনি লিখছেন না কেন ? আমার তো মনে হচ্ছে, ফ্রন্ট অফিস সমর্থন করবে আপনাকে—'

'কিন্তু এটা তো সবে শুরু।' স্ক্যানিং ডিভাইসটা অফ করে বানরটার মুখে এক টুকরো ফল রাখল রেন'শ। গোবেচারা জন্তুটার মাঝে কোনো ভাবান্তর হল না। ধীরে সুস্থে ফলটা চিবোতে লাগল সে। বানরটাকে সার্কিট থেকে মুক্ত করে ওখানেই রেখে দিল রেন'শ। তারপর বলল, 'মস্তিষ্কের নানারকম গ্রাম আলাদা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারি আমি। কিছু গ্রাম নানারকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সাথে জড়িত, কিছু আন্দ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, কিছু আবার জড়িত আবেগের সাথে। আমরা এ নিয়ে অনেক কিছু করতে পারি, তবে এখানেই থেমে যেতে চাই না। মজার ব্যাপার হচ্ছে—এখানে জড় ভাবনারও স্থান রয়েছে।'

অরসিনোর মাংসল চেহারাটা কুঁচকে গেল রেন'শ'র শেষ কথায়। তার চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট। বলল, 'এটা আপনি বলছেন কীভাবে ?'

'গ্রামের নির্দিষ্ট একটা কাঠামো বলে দেয় সেটা। আর কোনো কাঠামোর ভেতর সেটা থাকে না। এই প্রতিক্রিয়া বিবর্ধিত হয়ে অনেক চিন্তাভাবনাও হরণ করতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বলেন কী !' বিস্মিত কণ্ঠ বারকোউইৎজ-এর। 'টেলিপ্যাথির কথা বলছেন !'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আপনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট করবেন না, জেনি ?'

'কেন নয় ?' দৃঢ় কণ্ঠ রেন'শ'র। 'আইন থাকবে, সাধারণ কোনো মানুষের স্বাভাবিক মস্তিষ্কে টেলিপ্যাথির প্রভাব খাটান চলবে না। ট্যালিপ্যাথির মাধ্যমে দূর মঙ্গলগ্রহের দৃশ্যাবলি শুধু গ্রহণ করা যাবে। আগে যেমন এ ধরনের কাজে দুরবিন ব্যবহার হত, ঠিক সেরকম।'

'তাহলে ফ্রন্ট অফিসকে খুলে বলুন সব।'

'না। ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না। বরং থামিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু আপনাদের দুজনের কথা বেশ গুরুত্বের সাথে নেবে।'

'আমাকে দিয়ে ওদের কাছে কী বলাতে চান আপনি ?' জানতে চাইল বারকোউইৎজ।'

'আপনি যা দেখবেন, তাই বলবেন। বানরটাকে নিয়ে আবার পরীক্ষা শুরু করছি আমি। আমার কম্পিউটার মাইক ওটার জড়-ভাবনা, অর্থাৎ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থট গ্রামকে খুঁজে বের করবে। মাত্র এক মুহূর্ত লাগবে কাজটা সারতে। মাইক সব সময় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থটকে সবার আগে খুঁজে বের করে, নইলে এটা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।'

'কেন ? কম্পিউটারের চিন্তাভাবনাও জড় বলে ?' হেসে উঠল বারকোউইৎজ :

'হাসির কিছু নেই,' বলল রেন'শ। 'আমার মনে হয় ওটার ভেতর সত্যিই একটা অনুরণন হয়। এই কম্পিউটারটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থট গ্রাম উদ্ভবের জন্যে যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ।'

বানরের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া আবার ফুটে উঠল স্ক্রিনে। কিন্তু এ ধরনের গ্রাম এর আগে কখনো দেখেনি অ্যাডাম আর বারকোউইৎজ। সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের একটা গ্রাম। ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল অরস্কিনো।

'এটা বুঝতে হলে আপনাকে রিসিভিং সার্কিটের মধ্যে ঢুকতে হবে,' বলল রেন'শ।

'তার মানে আপনার মগজে ইলেকট্রোড ঢোকাতে হবে ?' বারকোউইৎজের প্রশ্ন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আরে–না না, আপনার খুলিতে · তবে যেহেতু অ্যাডামের মাথায় চুল নেই, কাজেই ইনসুলেশনের ভয় নেই বলে তাকেই আমার বেশি পছন্দ। আসুন এদিকে, ভয় নেই, কোনে ব্যথা পাবেন না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল অরসিনো। তার মাথার খুলিতে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে নিল রেন'শ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'শুনতে পাচ্ছেন কিছু ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল অরসিনো। তারপর কিছুটা আগ্রহ দেখা গেল শোন'র প্রতি। বলল, 'মনে হচ্ছে একটা গুঞ্জন–আর-আর কিছুটা চড়া কিঁচমিঁচ–এবং বেশ মজার–এক ধরনের কম্পন আর কি—'

বারকোউইৎজ বলল, 'বানরেরা বোধহয় আমাদের মতো–শাব্দিকভাবে চিন্তাভাবনা সাজায় না।'

'অবশ্যই না,' বলল রেন'শ।

রেন'শ এবার বানরটাকে সরিয়ে সরাসরি অরসিনোকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে যাবে বলে ঠিক করল।

অরসিনো অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলল, 'তার মানে আপনি এখন সাবজেক্ট হিসেবে একজন মানুষকে বাছাই করছেন।'

'কেন, আমিও তো সাবজেক্ট হতে যাচ্ছি।' অরসিনোকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল রেন'শ।

'আপনিও কী ইলেকট্রোড লাগাতে যাচ্ছেন—'

'না। আমার বেলায় মুখ্য ভূমিকা রাখবে মাইক। আমার মগজে রয়েছে বানরের মগজের দশ গুণ বেশি চিন্তাশক্তি। মাইক আমার সেই চিন্তা শক্তি তুলে নেবে খুলির ভেতর থেকে।'

কম্পিউটার নিয়ে খানিকক্ষণ খুটখাট করে আসল কাজটা সেরে নিল রেন'শ। স্ক্রিনে ফুটে উঠল ঢেউ খেলান নানারকম রেখা।

একসময় পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরে। তিনজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। অরসিনো কী মনে করে মাথা ঝাঁকিয়ে কাগজ-কলম তুলে নিল সামনে থেকে।

খসখস করে কী যেন লিখল।

লেখা শেষ হলে পরীক্ষাটাও শেষ হল। বারকোউৎজকে ব্যঙ্গোক্তি করে কী লিখেছে অরসিনো, শব্দের পর শব্দ বলে গেল রেন'শ। সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে টেলিপ্যাথি নিয়ে এমন রগড় করতেও বারণ করল অরসিনোকে। সদুপদেশ দিল প্রকৃত কোনো গোয়েন্দা তদন্ত এবং অপরাধীদের বের করায় টেলিপ্যাথিকে কাজে লাগাতে।

অরসিনো দ্বিধা জড়ান কণ্ঠে বলল, 'জানি না, এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অপরাধীদের পেছনে কাজে লাগান উচিত কিনা।'

'যথাযথ বৈধ নিরাপত্তার ভেতর থেকে উচিত হবে না কেন?' বলল রেন'শ। 'তা যাই হোক–আপনারা দুজন আমার সাথে যোগ দিলে পরিকল্পনাটাকে বাস্তবে রূপ দেয়া অধিকতর সহজ হবে। চাই কী এজন্যে নোবেল প্রাইজও—'

বারকোউৎজ ভ'রিক্কি চালে বলল, 'আমি এর ভেতর নেই।'

'কী? কী বলতে চান আপনি?' হঠাৎ রেগে গেল রেন'শ। তার কমনীয় শান্ত চেহারায় লালচে আভ ছড়াল।

'টেলিপ্যাথি একটা স্পর্শকাতর বিষয়। এই কাল্পনিক বিষয় নিয়ে মাতামাতি করে শেষে বোকা বনে যাব আমরা।'

'তাহলে আপনি পরীক্ষায় অংশ নিন, জিম।'

'এতে আমাকে বোকা বনে যেতে হবে। কারণ কোনো কন্ট্রোল তো নেই।'

'এখানে কন্ট্রোল বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?'

'শর্ট-সার্কিট হচ্ছে চিন্তার আসল উৎস। ওই বানরটাকে ক'দ দিন, আপনিও থাকবেন না, অরসিনোকে শুনতে দিল মেটাল এবং গ্লাসের কথা। লেজার রশ্মির কথা। যদি তিনি শুনতে পান কিছু, তাহলে বুঝব স্রেফ ছেলেমানুষী করছি আমরা।'

'আর যদি তিনি কিছু শুনতে না পান—'

'তখন আমি শুনতে বসব এবং দেখা ছাড়া–যদি পাশের ঘরে আমার বসার ব্যবস্থা করেন–এবং আমি যদি না দেখে বলতে পারি কখন আপনি সার্কিটের ভেতরে বা বাইরে আছেন, তখন আপনার দলে যোগ দেয়ার চিন্তাভাবনা করা যাবে।'

'খুব ভালো কথা', বলল রেন'শ। 'এ ধরনের পরীক্ষা যদিও এর আগে কখনো করিনি, তবে এটা খুব কঠিন হবে না আমার জন্যে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে অ্যাডামকে আবার তৈরি হতে বলল রেন'শ।

কিন্তু কাজটা শুরু করার আগেই পরিষ্কার ঠাণ্ডা গলায় উচ্চারিত হল:

'অবশেষে !'

'কী ?' চমকে উঠল রেন'শ।

'কে বলল একথা ?' অরসিনোও অবাক।

বারকোউইৎজ বলল, 'কেউ বলেছে কি–"অবশেষে ?"' রেন'শ ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে বলল, 'এটা আসলে শব্দ নয়। আমাদের তিনজনের মনের ভেতর একসঙ্গে ওঠ' একটা প্রতিধ্বনি।'

আবার পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'আমি যাই—'

সঙ্গে সঙ্গে রেন'শ তার মাথা থেকে সমস্ত সংযোগ খুলে ফেলল। অস্ফুট কণ্ঠে বিড় বিড় করল, 'মনে হচ্ছে–কম্পিউটার মাইকের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল !'

'তার মানে, বলতে চাইছেন–আপনার মাইক চিন্তা করতে পারে ?' প্রায় ফিসফিস করে বলল অরসিনো।

রেন'শ'র কণ্ঠে অচেনা সুর ধ্বনিত হল, কোনোরকমে শব্দ করে বলে উঠল সে, 'আমি বলেছিলাম না, জড়-চিন্তাভাবনা করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে আমার এই কম্পিউটারের। সার্কিটের সংস্পর্শে ব্রেইন আসতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলে কি প্রমাণ হয় না, সার্কিটের সংস্পর্শে ব্রেইন না এলে এটা নিজের মতো করেই চলে ?'

লম্বা বিরতির পর মুখ খুলল বারকোউইৎজ। বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, কম্পিউটার নিজের মতো করে চিন্তাভাবনা করে ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না। আপনার এলইজি সিস্টেমের মাধ্যমে মাইক তার মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম—'

'কিন্তু তা হতে পারে না,' চেঁচিয়ে উঠল অরসিনো 'আমরা কেউ এর কথা শুনিনি। যে শব্দ শুনেছি, তা কম্পিউটারের কথা নয়।'

রেন'শ বলল, 'কম্পিউটার আমাদের ব্রেনের চেয়ে অনেক শক্তি রাখে কাজ করার ক্ষেত্রে। আমি মনে করি, এটা নিজের চিন্তার পরিধিকে বড়ো করে আমাদের দেখাবে, কোনো কৃত্রিম সংযোগ বা সাহায্য ছাড়া কীভাবে সরাসরি তার সাথে কথা বলতে পারি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারকোউইৎজ সহসা বলে উঠল, 'তাহলে লেজার বিষয়ক আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন জুটল আপনার। এর মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে কথা বলা সম্ভব, আমরা যেমন স্বাধীনভাবে পরস্পর কথা বলে থাকি।'

এবং রেন'শ বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর ! এখন আর কী করব আমরা ?'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ওয়াটারক্ল্যাপ

স্টিফেন ডিমারেস্ট নীল অস্বচ্ছ বীভৎসভাবে সাজান আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

অবচেতনভাবে তি: সূর্যের দিকে তাকালেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটা ঢেকে না যাওয়ায় চোখ ব্যথা করল, তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। সব কিছু কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠেকল, ছিন্ন ছাড়া ছাড়া ছবি, তবে সূর্য আর ছিল না।

তার মাথায় হোমারের ইলিয়াডের অ্যাজাক্সের প্রার্থনার কথা ভেসে উঠল। তারা যখন কুয়াশার মাঝে প্যাট্রোক্লাসের উপর যুদ্ধরত ছিল, অ্যাজাক্স বলে উঠেছিল, 'হে পরম প্রভু জিউস, অ্যাকিয়ানসদের তুমি এই কুয়াশা থেকে রক্ষা করো। আকাশকে পরিষ্কার করে দাও, আমাদের চোখ দ্বারা দেখার শক্তি দাও। আমাদেরকে তুমি আলোতেই মৃত্যু দিয়ো, কারণ তুমি এইভাবেই আমাদের মৃত্যু পছন্দ করো।'

ডিমারেস্ট ভাবলেন: আমাদের আলোর মাঝে মৃত্যু দিয়ো।

আমাদের পরিষ্কার চাঁদের আলোয় মৃত্যু দিয়ো, আকাশ যেখানে নরম কালো, যেখানে ঝলমল করে তারা, যেখানে পরিষ্কার আর পবিত্র মহাকাশ সব কিছু নিঁখুতভাবে ফুটিয়ে তোলে।

এই হালকা ধূসর নীলের মাঝে নয়।

তিনি হঠাৎ কেঁপে উঠলেন। এটা আসলেই একটা শারীরিক ধাক্কা ছিল যা তার রোগা পাতলা দেহটাকে নাড়িয়ে দিল, তিনি কিছুটা বিরক্তি বোধ করলেন। যেন মারা যেতে বসেছিলেন, তিনি নিশ্চিতভাবে ভাবলেন। কিন্তু এই মৃত্যুটা কোনো নীলের নিচে নয়, একটা কালোর নিচে, ভিন্ন রকমের এক কালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কালোর জন্যে প্রস্তুত মিস্টার ডিমারেস্ট ?' তার ভাবনার উত্তর স্বরূপ যেন বলে উঠল ছোটোখাটো গড়নের শ্যামলা কোঁকড়া চুলো ফেরির পাইলট।

ডিমারেস্ট নড় করলেন। তিনি এত লম্বা যে সবার মাথার উপর দিয়ে তাকালেন, যা তিনি পৃথিবীবাসীদের সবার ক্ষেত্রে খাটান, কারণ তারা বেশ পাতলা আর খাটো চলেও খুব ছোটো ছোটো পা ফেলে ধীরে ধীরে। তিনি কিন্তু এখানে টের পান একটা অস্পর্শনীয় বন্ধন তাকে আটকে রাখে পা ফেলার সময়।

'আমি রেডি', তিনি বললেন। তিনি গভীর করে শ্বাস টানলেন, বারবার তাকালেন সূর্যের আশেপাশে। প্রায় সকালের আকাশ, ধুলোর মেঘে ঘোলাটে, তিনি জানেন এটা তাকে অন্ধ করে দেবে না। কিন্তু এও ভাবছেন এই দৃশ্য তিনি হয়তো আর দেখতে পারবেন না।

তিনি এর আগে কখনো বাথিস্কেপ দেখেননি। তিনি এটাকে সবকিছু মিলে একটা প্রোটো টাইপ ভাবলেন, যেন নিচের দিকে লম্বা সরু নৌকাসমেত একটা আয়তকার বেলুন। তিনি এমন ভাবতে লাগলেন, যেন এটা কোনো মহাকাশযান, যে পিছন দিয়ে আগুন বমি করে মাকড়সার মতো ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত তিনি বাথিস্কেপ সম্পর্কে যা ভেবেছেন তো আদৌ ঠিক নয়। ভিতরের দিকে এইটা হয়তো একটা প্লবমান থলে আর গোন্ডোলা, যা প্রকৌশলগত কারিশমায় এখন চকচকে হয়ে আছে।

'আমার নাম জাভান' বলল ফেরিচালক, 'ওমর জাভান'।

'জাভান ?'

'খুব অদ্ভুত লাগছে কি ? সামাজিকভাবে আমি ইরানিয়ান, রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃথিবীবাসী। আর একবার নিচে সেখানে নেমে গেলে, সেখানে কোনো নাগরিকত্ব নেই' বলে সে একটা চওড়া হাসি দিল। তার সাদা দাঁতের মাঝে মুখমণ্ডল বেশ কালো দেখাল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমরা এক মিনিটের মধ্যে যাত্রা শুরু করব, আপনি আমার একমাত্র যাত্রী তাই আশা করি আপনার ওজন এর জন্যে প্রস্তুত আছে।'

'হু' ডিমারেস্ট শুষ্কভাবে বললেন, 'আমি যাতে অভ্যস্ত তার থেকে একশো পাউন্ড বেশি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ও আপনি চাঁদ থেকে এসেছেন ? আমি ভেবেছিলাম আপনার এই অদ্ভুতভাবে হাঁটা নিয়ে, নিশ্চয়ই খুব একটা আরামপ্রদ হচ্ছে না ?'

'তা ঠিক পুরোপুরি আরামের নয়, তবে আমি মানিয়ে নিতে পারছি. আমরা এর জন্যে শারীরিক কসরত করি।'

'আচ্ছা, উপরে উঠে আসুন, ' তিনি ডিমারেস্টকে সিঁড়ি বেয়ে নামার জন্যে পাশে সরে দাঁড়ালেন, 'আমি কখনো স্বেচ্ছায় চাঁদে যাব না।'

'তুমি তো সমুদ্রের নিচে গিয়েছ।'

'তা প্রায় পঞ্চাশবারের মতো, তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।'

ডিমারেস্ট উপরে উঠলেন। এটা অনেকটাই অপ্রশস্ত স্পেস মড্যুল-এর মতো, কিন্তু এতে তিনি তেমন কিছু মনে করলেন না।

তারা সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল, নীল আকাশটাকে মোটা কাচের ফাঁক দিয়ে কেমন সবুজ লাগছে। 'আপনাকে গাড়ির মতো ফিতা বাঁধার কথা ভাবতে হবে না। এটায় কোনো ত্বরণ নেই, তেলের মতো মসৃণভাবে যাবে। খুব বেশিও সময় লাগবে না, এই এক ঘণ্টার মতো। ও আপনি এখানে ধূমপান করতে পারবেন না।' জাভান এক নাগারে বলে গেল।

'আমি ধূমপান করি না।'

'আশা করি আপনার ক্লাসট্রোফোরিয়া নেই।'

'চাঁদের মানুষদের ক্লাসট্রোফোরিয়া থাকতে নেই।'

'সবই খোলা—'

'না, আমাদের গুহায় নয়। আমরা বাস করি—' তিনি সঠিক বাক্য চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ, 'চাঁদের গভীরে, একশো ফুট নিচে।'

'একশো ফুট ?' পাইলটকে বেশ তৃপ্ত দেখাল, কিন্তু সে হাসল না। 'আমরা এখন নিচে যাচ্ছি।'

গোলাকার এই পিণ্ডের ভিতরে জাভান এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যেন যন্ত্রগুলো তার হাতের অংশ। 'আমি শেষ মিনিটে সব আবার দেখে নিতে চাই', বলে সে একটা বোতাম টিপল। 'যত শক্ত হবে চাপ, তত ভালোভাবে এটা লেগে যাবে। শেষ বারের মতো সূর্য দেখে নিন, মিস্টার ডিমারেস্ট।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সূর্য আর তার মাঝে এখন পানি, তিনি দেখলেন, একটু চমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শেষ বারের মতো মানে ?'

'না মানে শেষ বলতে...এই যাত্রার জন্যে বলছিলাম আর কি ! আপনি তো এর আগে কখনো বাথিস্কোপে চড়েননি তাই না ?'

'না চড়ি নাই।'

'ভয় পাবার কিছু নেই। এটা একটা পানির মধ্যে চলা বেলুন মনে করুন। অনেক বেশি উন্নত। তবে কিছু ব্যাপারে এখনো গুন টানা নৌকার মতো, যখন পানির উপরিতলে থাকে আর কি ! কারণ তখন খামোকা শক্তি খরচ করে লাভ কী ? তাই মাদারশিপগুলো একে টেনে নিয়ে চলে সেখানে।'

জাভান কিছু কাজ করল বাথিস্কেপ ধীরে ধীরে পানিতে আরো তলিয়ে গেল।

'জন বারগেন আমাদের পানির নিচের প্রধান, আপনি তো তার সাথেই দেখা করতে যাচ্ছেন ?

'ঠিক তাই।'

'তিনি খুব ভালো মানুষ, তার স্ত্রী তার সাথেই থাকেন।'

'তাই ?'

'হ্যাঁ অবশ্যই নিচে অনেক মহিলাই থাকে, প্রায় ৫০-এর মতো হবে।'

ডিমারেস্ট এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'এটা কী নিরাপদ, কখনোই কিছু হয়নি ?'

'কী হতে পারে ? তিমি মাছগুলো ছাড়িয়ে একবার নিচে চলে গেলে কিছু সমস্যা হতে পারে না !'

ডিমারেস্ট ভ্রুকুটি করলেন, 'তিমি মাছ ?'

'হ্যাঁ কিছু তিমি মাছ আছে বটে, তবে, যাইহোক, এর দেয়াল অতটা শক্ত নয়, হবার প্রয়োজনও নেই, বোঝোন তো, প্লাবতার ব্যাপার আছে এটাকে নিচে নামাতে।'

চারদিক বেশ অন্ধকার ছিল। এমন না যে এটা মহাকাশের অন্ধকার, আরো গাঢ় অন্ধকার, নিরেট !

ডিমারেস্ট এবার রাগী স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, একটা কথা ঠিক করে বলেন, আপনাদের তিমি মাছের থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই,

www.BanglaBook.org

তাহলে নিশ্চয়ই কোনো জায়ান্ট স্কুইড আসে ? এমন কি হয়নি কখনো ?'

'দেখুন—'

'না আপনি সরাসরি বলুন, আমি এটা প্রফেশনাল দৃষ্টি থেকে দেখছি, চাঁদে আমাকে প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজ করতে হয়, আমার জানা প্রয়োজন বাথিস্কেপ কিভাবে রক্ষা করে নিজেকে ?'

জাভান একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'না আসলে তেমন কখনো হয়নি, আর হবে আমরা তেমন আশাও করছি না।'

'আচ্ছা আপনাদের ফ্লাড লাইট নেই ? জ্বালানো যায় না ?'

'অবশ্যই আছে', বলে জাভান একটা সুইচে দিল, বাইরে জানালা দিয়ে এবার আলো দেখা গেল। কিছু প্রাণী দেখা গেল উপরের দিকে যাচ্ছে।

'আচ্ছা আমরা কি খুব তাড়াতাড়ি নিচের দিকে নামছি না ?'

জাভান হাসল, 'না, যেতে পারতাম যদি আমি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন ব্যবহার করতাম, তবে এতে পাওয়ার নষ্ট হত। ব্যালাস্ট ব্যবহার করলে হত, আমি সেটা একটু পরে করব। যাইহোক মিস্টার ডিমারেস্ট, রিলাক্স, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

ডিমারেস্ট একটু আশ্বস্ত হলেন, 'আপনি একসাথে কতজনকে নামান ?'

'চার জনের মতো, দুটা জোড়া দিলে আরো বেশি, দশজনের মতো হয়ে যায়।'

'আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, সাগর-তলে বড় রকমের কোনো অগ্রগতি হতে পারে ?'

'অবশ্যই। কেন নয় ? দেখুন আমি মনে করি, মানুষ যদি কোথাও যেতে পারে, তার যাওয়া উচিত। উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে আমরা নিচের এই সম্পূর্ণ বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলেছি।'

'কিন্তু একবার ভাবুন, যদি সব হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায় ? নিউক্লিয়ার ফিল্ড যদি কাজ না করে ? যদি কোনো প্লাবতা না থাকে ?'

'আসলে তেমন হলে কিছুই করার থাকবে না। তেমন হবার সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুঁ', বললেন ডিমারেস্ট, '১৫ জন পুরুষ আর ৫ জন মহিলা মারা গেছেন। পুরুষ বলে চালিয়ে দেয়া একজনের বয়স ১৪ বছর। প্রতিরক্ষা প্রকৌশলীর এই ব্যাপারে আর কী বলার থাকতে পারে ?'

মাথা নাড়ল জাভান, 'হ্যাঁ'।

বাইরের সমুদ্রের পানির মতো ঘন একটা মোটা পরদা যেন দুজনের মাঝে এসে পড়ল। কীভাবে একজন একইসাথে ব্যথিত, হতাশ আর অন্যমনস্ক হতে পারে ? নীল-চাঁদ, অদ্ভুত নামের একটা ব্যাপার যা সমস্যা করত, কিন্তু এটা কখন আঘাত করত বোঝার কোনো উপায় ছিল না ! কতবার উল্কাপিণ্ড আঘাত করেছিল, কতোবার সেগুলো বিবর্তিত হয়েছে, ভেঙেছে অথবা শুষে নেয়া হয়েছে ? কতবার চন্দ্র-ভূকম্প কত ক্ষতি করেছে ? কতবার মানুষের ভুলের কারণে কত জান-মালের ক্ষতি হয়েছে আর তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে ? কতবার যে কত দুর্ঘটনা ঘটেছে ! আর যে দুর্ঘটনা ঘটেনি তার জন্যে তো কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় না ! বিশজন প্রায় মারা গিয়েছিল—

ডিমারেস্ট বাইরে পানির জেটের যেন শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলেন, যা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তৈরি বাষ্প দিয়ে চলে। ডিউটোরিয়াম তাদের জ্বালানি, পানি তাদের মাধ্যম আর দুটোই প্রচুর পরিমাণে তাদের ঘিরে আছে।

জাভান জানাল, তড়িত চুম্বকীয়ভাবে এইসব নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ডিমারেস্ট বাইরের গভীর সাগরের প্রাণী দেখতে দেখতে ভাবলেন, বাড়ি থেকে তিনি কত দূরে !

'আমরা কীভাবে যাচ্ছি এখন ?'

স্ক্যাফি একটা ধাতব কিছুর সাথে লাগল, তার মানে তারা পৌঁছে গেছে সাগর তলের শহরে। তারপরে নীরবতা।

জাভান তার যন্ত্রপাতিতে মনোযোগী হয়ে পড়ল। 'চিন্তা করবেন না, দেরি হচ্ছে কারণ আমি সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছি। একটা তড়িত-চৌম্বকীয় সংযোগ আছে যা একটা বৃত্তীয় প্রবেশ দ্বারে থাকে। সেটা ঠিক মতো বসে থাকলে আমরা প্রবেশ করতে পারব এখন।'

'তারপর কী সেটা খুলে যাবে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই হত যদি বাইরের দিকে বাতাস থাকত, কিন্তু সেদিকে তা নেই। বাইরে সমুদ্রের পানি, সেটাকে বের করে দিতে হবে, তাহলে আমরা ঢুকতে পারব।'

ডিমারেস্ট কথাটা ভালোভাবে মনে রাখলেন। তিনি তার জীবনের শেষদিনে এখানে এসেছেন জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে, আর তার সাথে এর সম্পর্ক আছে, তাই কিছুই বাদে দেয়া যাবে না !

তিনি বললেন, 'কেন খামোখা আরেকটা ধাপ রাখা হল ? এয়ার-লক রাখলেই তো হত !'

'এটা আসলে সুরক্ষার খাতিরে করা। এই দরজার উভয়দিকে সমান চাপ বজায় রাখতে হবে, যেটা শুধুমাত্র যাতায়াতের সময় ব্যতিক্রম হয়। বুঝতেই পারছেন, সংযোগ, জোড়ামুখ সব মিলে পুরো ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে এই দরজা !'

ডিমারেস্ট বিড়বিড় করলেন, 'হুমম্', এখানে একটা ঘাটতি আছেই যার মাধ্যমে, যাইহোক ভেবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দেরি হচ্ছে কেন ?'

'পানি বের করে লক খালি করা হচ্ছে।'

'বাতাস দিয়ে ?'

'নাহ ! বাতাস এভাবে নষ্ট করার প্রশ্ন আসে না ! অনেক বাতাস লাগবে একে খালি করতে ! এখানে পানি আছে অঢেল, আমরা তাই বাষ্প ব্যবহার করি। বাষ্পকে গরম করে উপরের ঢাকনা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়।'

'আরেকটা দুর্বল পয়েন্ট !'

'হুমম কিন্তু এটা একবারও ভুল করেনি এখনো ! তবে যখন দরজা খোলা থাকে, সমুদ্রের অনেক পানির চাপ, সেই প্রচণ্ড চাপ অনেক জোরে ঢুকতে চায়, খুব শব্দ হয়, আমি সাবধান করতে ভুলে যাই প্রায়ই !'

বলে জাভান হাঁটা শুরু করল স্ক্যাফিতে, ডিমারেস্ট অদ্ভুত একটা হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে হাঁটা শুরু করল।

জাভান ডিমারেস্টকে সাহায্য করছিল এগিয়ে যেতে, অন্ধকার করিডোর দিয়ে, 'এখানে অন্ধকার রাখা আছে, আসলে আলোর কোনো প্রয়োজন নেই, খামোখা বিদ্যুত খরচ করে, তাছাড়া গ্লাস লাইট কেন তৈরি হয়েছে বলুন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিমারেস্ট একটা স্টেইনলেস মেটালিক দেয়াল পথের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, 'আচ্ছা চেম্বার তো পুরোপুরি খালি হয়নি !'

জাভান হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'বাষ্প ব্যবহার করলে আসলে আপনি পুরোপুরি খালি করতে পারবেন না। সেই বাষ্পগুলো সব তো আর বের হয় না, যেগুলো থেকে যায়, তা সব ফোঁটা ফোঁটা পানি হয়ে থেকে যায়। আসুন ভিতরে !'

জন বারগেনের চেহারাটা ডিমারেস্টের কাছে খুব অপরিচিত লাগল না। চাঁদের অন্যান্য মান্য গণ্য নেতাদের পৃথিবীর পানির-নিচের শহরের এই প্রধান ব্যক্তিটিও বেশ পরিচিত !

জাভানের মতো বারগেনও পাতলা ও খাটো, চন্দ্রবাসীদের একেবারেই উল্টো ! চেহারাটা একটু ফরসা কিন্তু নাকটা একটু হেলান মনে হল। 'আমরা হয়তো আপনার যোগ্য আতিথেয়তা করতে পারব না, কিন্তু আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না। স্বাগতম, স্বাগতম !'

'ধন্যবাদ', ডিমারেস্ট হাসলেন না, কারণ তিনি আর শত্রুর সামনে উপস্থিত, যেহেতু শত্রু হাসছে তার মানে সেটা মেকি !

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হল, ডিমারেস্ট ভয় পেলে বারগেন আশ্বস্ত করলেন, 'বাথিস্কেপ খালি হবার ব্যাপার এইটা, ওয়াটারক্ল্যাপ এয়ারলকের সাথে। তবে ভয় পাবেন না আর হবে না এখন, এখানে খুব একটা অতিথি আসে না !'

ডিমারেস্ট ভাবলেন, তিনি যখন এখানে আসতে চেয়েছিলেন চাঁদ তাতে রাজি হয়নি, বলেছিল রাজনৈতিক-বিনিময় কোনো কাজে লাগবে না। কিন্তু তিনি জোর করে এখানে আসেন।

বারগেন বললেন, 'এর আগে আমাদের কেউ চাঁদে যায়নি বা তাদের কেউও এখানে আসেনি, আপনিই প্রথম।'

'ওহ তাহলে এটা তো ঐতিহাসিক মিলন', শ্লেষ নিয়ে বললেন ডিমারেস্ট।

'আপনি কি কিছু খাবেন ? নাকি খেয়ে এসেছেন ?'

'আচ্ছা আপনাদের এখানে সেনিটেরি ফ্যাসিলিটিজ কেমন ?'

'চাঁদের মতো রিসাইকেল করা হয় তানাহলে আমরা এগুলো বাইরে ছেড়ে দেই পাইপের মাধ্যমে, সমুদ্রের নিচে পাঠিয়ে দেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ও আচ্ছা !'

বারগেন বলা শুরু করলেন, 'আপনি চাইলে আপনাকে ঘুরে দেখাতে পারি, আমাদের এইখানে এমন ৫০টা ইউনিট আছে, কয়েক জেনারেশন ধরে তৈরি এটা। এটাকে আরো বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এর জন্যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন পিপিসি মানে প্ল্যানেট প্রজেক্ট কাউন্সিল থেকে টাকা বের করা একটা কঠিন কাজ।'

ডিমারেস্টও মনে মনে বেশ রেগে উঠলেন পিপিসির সাথে নিজেদের বিবাদের কথা ভেবে। বারগেন সে ব্যাপারে বলেই চললেন।

'আমরা কোনো নতুন ইউনিট যোগ করতে গেলে চাপ ঠিক রেখে নতুন ধাতুর চেম্বার যোগ করি, বুঝতেই পারছেন অতিরিক্ত সাবধানতা !' তিনি লাইব্রেরিতে কী কী কম্পিউটারাইজড্ করে রেখেছেন তার কথা বলে চললেন। হঠাৎ কারো মেয়েলী গলার শব্দে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল, 'জন আমি কি ভিতরে আসতে পারি ?'

ডিমারেস্ট পিছনে ফিরে তাকালেন, জন বলল, 'আনেতি ! এসো এসো, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, ইনি লুনা সিটি থেকে এসেছেন মিস্টার ডিমারেস্ট। আর আনেতি আমার স্ত্রী।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম মিসেস বারগেন !' ডিমারেস্ট ভালো করে লক্ষ করছেন তাকে।

কোনো মেক-আপ নেয়নি, বয়স ৩০-এর মতো, মোটামুটি আকর্ষণীয়া বলা যায়। তিনি ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন তাকে–

'জ্বী মিস্টার ডিমারেস্ট, আমি প্রেগন্যান্ট, দুই মাস পর ডেলিভারি ডেট !'

'ও আচ্ছা মিস্টার বারগেন কতজন মহিলা আছে এতে ?'

'৯ জন, সবাই বিবাহিত।'

বারগেন তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী আবার খুব নারীবাদী, তার শখ, সে এখানে প্রথম শিশুর জন্ম দেবে যে কিনা সাগরতলের জন্মসূত্রে নাগরিক হবে।'

আনাতি বললেন, 'ঠিক তাই, বলুন আপনাদের চাঁদে কি শিশুর জন্ম হয় না ? সেরকমই একটা ব্যাপার ! আর তাছাড়া মানুষ তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এইখানে বসবাস করতে যাচ্ছে সব সময়ের জন্যে, তাই শুরুটা এভাবেই হোক।'

তারা সবাই আবার ইউনিটে এসে পড়ে, আনাতি বলে উঠে, 'তো মিস্টার ডিমারেস্ট আপনি কী ভাবছেন আমাদের ব্যাপারে ?'

'দেখুন মিসেস বারগেন, আমি একজন সিকিউরিটি প্রকৌশলী, সে হিসেবে আমার দেখতে আসা। চাঁদে ছোটোখাটো ভুল হয় না তা না, কিন্তু মানুষ তো একবারে সঠিক না, তাই যন্ত্রের হাতে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়। যাই হোক চাঁদে, প্রায় ৯৭২ লোকের বসবাস। কিন্তু আমাদের বসবাস এখন হুমকির সম্মুখীন। আমাদের সবসময় নির্ভর করতে হয় পৃথিবীর উপর, পিপিসি যদি কিছু অকাজের ক্ষুদ্র কাজে অর্থ ব্যয় না করত—'

বারগেন বললন, 'ও আমাদেরও তো একী ব্যাপার, যেকোনো প্রজেক্টে টাকা লাগে, আর আমরা সেটা আপাতত পাচ্ছি. কিন্তু তা যথেষ্ট অপ্রতুল।'

'দেখুন মিস্টার ডিমারেস্ট, পৃথিবীর জায়গা কমে আসছে, তাই আমাদের বাসস্থান খুঁজতে হচ্ছে অনেক, সেজন্য মহাকাশ বা সাগর তলায়ও আসতে হয়েছে. কিন্তু তা পৃথিবীর টাকার প্রয়োজন মেটার পরে, আমরা পাই !' বললেন আনাতি।

খাবার আনার কথা বলায় ডিমারেস্ট এত কম লোক কেন চারদিকে জিজ্ঞেস করলেন। বারগেন বললেন বেশির ভাগই ব্যস্ত নচেৎ ঘুমাচ্ছে।

আনাতি খাবার আনতে গেলে ডিমারেস্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা প্রতি ইউনিটের মাঝের যে দরজা বা দেয়াল, সেটা কি খুব দুর্বল না ? যদি কোনো কারণে একটা ইউনিট ফুটো হয়ে যায় !'

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না উল্কাপিণ্ড এইখানে আঘাত হানে ! হা হা।'

'না আসলে চাঁদে, কোনো একটা ইউনিট ধ্বংস হয়ে গেলে অন্যগুলো তার থেকে আলাদা হয়ে যায়, পাশেরটায় সেটা আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না !'

'তাত্ত্বিকভাবে এই ধরনের ঘটনা হবার সম্ভাবনা খুব কম এখানে। এখানে বাইরের কিছু আঘাত করে না, আর ভূমিকম্প হলেও কিছু যায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসে না কারণ আমাদের এই শহর-শিপ সাগরতলের মাটির সাথে কোনো স্পর্শ নেই এর চারদিকেই পানি, তাই তেমন কিছু ঘটবে বলে আমরা মনে করি না !'

'তারপরেও যদি হয় ?'

'তারপরেও যদি হয়, আমাদের কিছুই করার থাকবে না। চাঁদের ব্যাপারটা আলাদা, সেখানে বাইরের সাথে ভিতরের বায়ুচাপের পার্থক্য তেমন বেশি না যতটা সাগর তলে। বাইরের পানির চাপ আর ভিতরের এই বাতাসের চাপের যে তারতম্য তাতে এক্ষটা মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যাবে। ইচ্ছা করলে তেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া যায় কিন্তু আবার পিপিসি থেকে টাকা নেবার ঝামেলা বুঝেনই তো !'

দুজনে যখন ইতস্তত করছিল কী বলবে, তখন খাবার নিয়ে প্রবেশ করল আনাতি, 'আশা করি আমাদের সাদামাটা খাবার মেনু আপনার খারাপ লাগবে না মিস্টার ডিমারেস্ট।' ডিমারেস্ট হেসে তার ট্রে নিলেন, 'আমরাও এমনই খাই চাঁদে, তবে নিজেদের কিছু খাবার উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।'

'তা নিশ্চয়ই ভালো হবে পরে একসময়', বললেন বারগেন।

'আচ্ছা আপনাদের এয়ার-লক এন্ট্রি সেটা কতটা নিরাপদ ?'

'সত্যি বলতে কী সেটা আমাদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।'

'সেটাই ভাবছিলাম, আপনাদের বাইরের লক যদি খুলে যায় এভাবে, ভিতরে কোনো প্রাণী বা বড় পাথর ঢুকে পড়লে ?'

'সেটা ঢুকলে আসলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের লক বিশেষ করে ভিতরেরটা যথেষ্ট শক্তিশালী। আসলে হয়কি, প্রথমে, বাইরের লক খোলার আগে ভিতরে আমরা বাষ্প তৈরি করে রাখি প্রচণ্ডচাপ সৃষ্টি করার জন্যে। বাইরের চাপের সমান হলে বাইরের লক খুলে দেই। তারপর বাইরের থেকে স্ক্যাফি প্রবেশ করলে বাইরেরটা বন্ধ করি আর ভিতরের পানি বাইরে ফেলে দেই তারপরে ভিতরের লক খুলি। কিন্তু তারপরেও একটা প্রচণ্ড চাপ আসে, ওয়াটারক্লাপ বলি আমরা, ভিতরের লকে, কিন্তু তা যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভিতরেরটা, কারণ বাইরে পরে চাপটা ভিতরেই আসে কোনো কারণে বাইরেরটায় সমস্যা হলে আমরা যেন মেরামতের সময় পাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যদি কোনো কারণে দুটোই কাজ না করে ?'

'তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না, কিন্তু এতটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে !'

'আচ্ছা মিস্টার বারগেন আপনাদের সব তো এখন অটোমেটিক, যদি কোনো কারণে কোনোটা কাজ না করে তখন তো আপনারা সব এখানে আটকা পড়বেন ?'

'আসলে ঠিক তা না আমাদের কিছু মেন্যুয়াল কন্ট্রোল এখনো আছে, এইটা তৈরির প্রথম দিকে ব্যবহৃত হত। ওই যে পাতলা স্বচ্ছ ভঙ্গুর পাতের পিছনে।'

'এটা কী এখানো ঠিক আছে ? বিশ বছর ধরে ব্যবহার করা হয় না !'

'না আমরা সব সময় দেখে রাখি প্রতি সপ্তাহে, সব ঠিক আছে। আসলে সবকিছু যেমন সিগন্যাল, লাইট, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, দেখলেন আপনাদের চাঁদের শহরের ব্যাপারেও আমরা সমান আগ্রহী, আশা করি আপনি আমাদের কাউকে আমন্ত্রণ জানাবেন আপনাদের ঐখানে !'

'তা তো অবশ্যই !'

বারগেন এবার বললেন, 'আপনাদের আসলে অনেক সুবিধা, বিশেষ করে যে কোনো ইনটেরিওর ডিজাইন করতে পারেন, আমাদের সে সুবিধা নেই। উইলিয়াম বীবে যখন ১৯৩০ তে এই ধরনের একটা ডিজাইন করে তা ছিল সিলিন্ডারের মতো, পরে সিদ্ধান্ত হয় সব গোলাকার হবে, কারণ সেটাই ভালোভাবে চাপ সামলাতে পারে ! আর এই ডিজাইন কে বলেছেন জানেন ? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট !'

ডিমারেস্ট শুনতে আর আগ্রহ বোধ করলেন না, তিনি আবার তার কথায় ফিরে গেলেন, 'যাই হোক চাঁদ আর আপনাদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এটা ধীরে ধীরে অনেক বড় হচ্ছে, তারপরেও।'

'তারপরেও।'

'তারপরেও এটি সাগরের একটি অংশ. সাগর আবার পৃথিবীর একটি অংশ, এটা নিচে অবস্থিত। আর আমাদেরটা আকাশে, চাঁদ, আমাদের সীমা সীমাহীন, আমরা গ্রহ থেকে অন্য গ্রহ বা গ্যালাক্সিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবার জন্যে দরজা স্বরূপ, এবার বলুন আর কোথায় যাবেন ? পৃথিবী থেকে তো আর বের হতে পারবেন না !'

'আপনি তুলনায় যাচ্ছেন কেন ?' আনাতি বললেন।

বারগেন একটু রেগে বললেন, 'দেখুন হতে পারে আমরা ছোট একটা অংশ, কিন্তু তারপরেও আমরাই দিচ্ছি মানব সমাজকে পুরো পৃথিবী জয় করতে !'

'নাহ দূষিত করতে !' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ডিমারেস্ট, 'দেখুন পৃথিবী জন বাহুল্যে জর্জরিত, এর উচিত উপরের দিকে মহাকাশে বিস্তারিত হওয়া !'

'উপরে কোথায় ? সব তো প্রায় মৃত !' বললেন আনাতি।

'না, চাঁদ এখনো জীবিত আছে, আর আপনারা যদি চান, তাহলে আমরা তারা পর্যন্ত জয় করতে পারব, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, স্পেস ক্যাপসুল এ থাকার !'

বারগেন এবার চমকে উঠলেন, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, আমরা চাইলে মানে ?'

'সমস্যা অন্য জায়গায়। আপনি ভালো করেই জানেন, পিপিসি মাঝখানে এসে বাধা দেবে। যেমন আপনার স্ত্রী তো এখনি বললেন সাগর জীবিত আর আমাদের চাঁদ মৃত ! আপনারা খুব কাছে পৃথিবীর সময় লাগে মাত্র এক ঘণ্টা যেখানে আমরা কত দূরে, তিন দিন লাগে আসতে !'

'আপনাদের নিরাপত্তা ভালো, আর আমাদের দুর্ভাগ্য শুধু লেগেই আছে !'

'এটা তো সব জায়গায় হতে পারে !'

'কিন্তু এটা আমাদের প্রতি বিশ্বাস উঠিয়ে দেবে পিপিসির, বলবে চাঁদ বিপজ্জনক তাই সেখানে স্থাপনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে তারা !'

'কিন্তু আমাদের সবার জন্যেই প্রয়োজনীয় অর্থ নিশ্চয়ই আছে !'

'না নেই ! তারা আমাদের স্ব-নির্ভর হবার জন্যেও প্রয়োজনীয় টাকা খাটায় না ! কিন্তু তারা আপনাদের এখানে আসতে দিতে পারবে যদি আমাদের দেয়া বন্ধ করে, এখন আপনারা খুব ভালোভাবেই সব অর্থ পাবেন যদি আমাদেরকে পিপিসি সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনার কি মনে হয় এমন হবে ?'

'আমি নিশ্চিত ! যদি না আপনারা আমাদের কথা ভেবে তাদের এটা বোঝাতে পারেন, যদি আপনারা তাদেব অতিরিক্ত অর্থ নিতে অস্বীকৃতি জানান ! এর জন্যে আপনাদের আলাদা হতে হবে না শুধু তাদের বোঝাতে হবে, মহাকাশই ভবিষ্যৎ মানুষের ঠিকানা, চাঁদে প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা নিলেই তা একমাত্র সম্ভব !'

বারগেন তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, আনাতি রাগান্বিতভাবে মাথা নাড়লেন ! বারগেন এবার বললেন, 'দেখুন মিস্টার ডিমারেস্ট আপনি মনে হয় পিপিসি নিয়ে একটা ইচ্ছেমতো কল্পনা করে যাচ্ছেন। আর আমি বললেই হবে এটা আপনাকে কে বলল ? এটা অর্থনীতি আর জনমতের একটা ব্যাপার ! আর আপনি খামোখা চিন্তা করছেন এই ব্যাপারে চাঁদের জন্যে বরাদ্দ অর্থ কমবে না কখনো, বিশ্বাস করুন আমি বলছি, এখন এটা নিয়ে আর কথা না বলি।'

'না না, আপনি যদি রাজি না থাকেন, তাহলে ওসেন-ডিপসে যেভাবে হোক থামাতে হবে !'

এবার বারগেন রেগে গেলেন, 'দেখুন আপনি কি সত্যি চাঁদের কোনো মিশন নিয়ে এসেছেন নাকি নিজের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে এসব বলছেন ?'

'নিজেই বলছি, তো তাতে কী ?'

'দেখুন মিস্টার ডিমারেস্ট আমাদের আলোচনা খারাপ মোড় নিচ্ছে, এখনো শেষ স্ক্যাফিটা উপরে যাওয়া বাকি, আপনি যেতে পারেন তাতে !'

'নাহ এখনো সময় হয়নি', অদ্ভুতভাবে হেসে চেয়ারটা নিয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন ডিমারেস্ট !

চাঁদে তিনি বলে এসেছিলেন, ওসেন-ডিপে আলোচনা করে কোনো লাভ হবে না, টাকার জন্যে কুকুরে কুকুরে মারামারির মতো একটা ব্যাপার হবে সব ! কিন্তু তারপরেও কোনো কিছুর বিনিময়েই চাঁদকে ছাড়া যাবে না !

ডিমারেস্ট বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন, তিনি তার অসঙ্গতিপূর্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছিলেন। আনাতি উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনি কী অসুস্থবোধ করছেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিমারেস্ট জোরের সাথে বললেন, 'না আমি অসুস্থ নই, আমি একজন নিরাপত্তা প্রকৌশলী আর আমি আপনাদের সে ব্যাপারে কিছু জ্ঞান দেব এখন। বসে পড়ুন মিসেস বারগেন !'

'তুমি বসো. আমি এর ব্যবস্থা নিচ্ছি !' বলে এগোলেন বারগেন, কিন্তু ডিমারেস্ট তাকে থামিয়ে দিলেন, 'আপনিও একপাও এগোবেন না ! আপনারা মনুষ্য নিরাপত্তার বিষয়টি একদম ভাবেননি, শুধু সমুদ্র আর যান্ত্রিক নিরাপত্তাই নিশ্চিত করেছেন, আপনারা পরিদর্শকদের চেক করেন না ! আমি অস্ত্র এনেছি মিস্টার বারগেন !'

বেশ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডিমারেস্ট, তিনি জানেন তিনি শেষ ধাপে পৌঁছে গেছেন, ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই এখান থেকে !

আনাতির চোখ বিস্ফারিত, তিনি বারগেনের জামার হাতা খামছে ধরলেন, বারগেন তাকে অভয় দিলেন, ডিমারেস্টকে বললেন, 'অস্ত্র ? তাই ? আচ্ছা ধীরে, বলুন আপনি কী চান ? এ ব্যাপারে কথা বলতে ? ঠিক আছে বলব !'

'এটা একটা লেজার বিম, যা আপনার ওসেন-ডিপ ধ্বংস করে দেবে !'

'না, আপনি সেটা করতে পারেন না, কারণ আপনি ভালো করেই জানেন এই দেয়াল ফুটো করতে যে পরিমাণ সময় আর শক্তি দরকার তা আপনার ওই ছোটো লেজার গানে নেই !'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে যতটা ভাবছেন এটা অতটা দুর্বল নয়, যাইহোক, ছোটো কাজ হিসেবে আপনাদের দুজনকে মেরে ফেলা জন্যে কোনো ব্যাপার না !'

'আপনি আমাদের মারবেন, কারণ ? আপনার কাছে এর পিছে কোনো কারণ নেই !'

'আপনি যদি আমাকে কারণহীন, উন্মাদ মনে করেন তাহলে আপনি ভুল করবেন, আমি দরকারে আপনাকে মারবই !'

'আপনি কেন মারবেন বলুন ? আমি ওসেন-ডিপের ফান্ড নিতে অস্বীকৃতি জানাব না এজন্যে ? কিন্তু এটা আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয়, আর তাছাড়া পৃথিবীতে এর প্রতিক্রিয়া কী হবে একবার ভেবে দেখুন !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনাতি বেশ জোরের সাথে প্রতিবাদ জানাল, 'তাছাড়া আপনি তো জানেন জেনেটিক্যাল এক্সপার্টরা সন্দেহ করে, চাঁদের মানুষদের দুর্বল হাড়-পাঁজরের সাথে তাদের অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি হতে পারে, এই জন্যে আগে পাগলাটেদের, "লুনাটিক" বলত।'

'আপনি এইভাবে আমাদের মারতে পারেন না, একবার ভেবে দেখুন এতে কিন্তু আপনাদের ক্ষতি হবে বেশি, এমনকি চাঁদের সব ফান্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে !' বললেন বারগেন।

'কিন্তু তারা জানবে না যে এটা হত্যা, তারা বুঝবে এটা একটা দুর্ঘটনা বিশেষ !' বলে ডিমারেস্ট পিছিয়ে গিয়ে স্বচ্ছ প্লাস্টিক লেয়ারটা ভেঙে ম্যানুয়াল কন্ট্রলটার দিকে ইঙ্গিত করলেন !

'আপনার উদ্দেশ্যটা কী ?'

'খুব সহজ, তাপ দিয়ে পাম্প করা হবে এখন, তারপর বাষ্প তা খালি করবে, একটু পরে এয়ার-লক ওপেন হবে, তখন ওই লাল বাতিগুলো জ্বলবে !'

'আপনি কী তাহলে', বারগেন ভয়ার্তভাবে বলে উঠলেন।

'কেন জিজ্ঞেস করছেন ? আপনি তো জানেনই, আমি তো এমনি এমনি এত দূর আসিনি !'

'কিন্তু কেন ? বলুন কেন ?'

'কারণ, এতে এটা একটা দুর্ঘটনা রূপে দেখা হবে, পিপিসি নতুন করে ওসেন-ডিপ বানানোর কথা ভাববেন, মুখ ঘুরিয়ে নেবে এই প্রজেক্ট থেকে, আর আমরা পাব পুরোপুরি ফান্ড, আর সভ্যতার উন্নতির জন্যে আমরাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় !'

আনাতি কোনো মতে বলল, 'কিন্তু এতে তো আপনিও মারা যাবেন !'

'জ্বী, আমি জানি, কিন্তু এটা করার পর আমার মরা ছাড়া গতি নেই, আমি তো আর খুনি নই !'

'আপনি এই ইউনিট ধ্বংসের সাথে সাথে পুরো ওসেন-ডিপ শেষ করে দেবেন, মারা যাবে সবাই, এমনকি মহিলা শিশুরাও

'আমি যখন আসি আমি জানতাম না তারা থাকবে, আর এখন যখন আছে, আমার কিছু করার নেই, আমাকে আমার কাজ করতেই হবে !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু', বারগেন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তারা টের পাবে, যখন দেখবে আপনার লেজার গান, আর ভাঙা কন্ট্রল।'

বিদ্রূপের হাসি হাসলেন ডিমারেস্ট, 'দেখুন এটা খুলে গেলে যে পানির চাপ আসবে ভিতরে, তাতে হয়তো ওসেন-ডিপের দেয়ালগুলো টিকে যাবে, কিন্তু ভিতরের সব কিছু চুরমার হয়ে যাবে, আমাদেরকে মানুষ বলে চেনানোর কোনো উপায় থাকবে না !'

ডিমারেস্ট সাবলীলভাবে সব বলে গেলেন, এটা করার জন্যে তিনি গত কয়েকমাস যাবৎ চর্চা করেছেন চাঁদে।

'তাছাড়া, এখানে তদন্ত করতে এসে ওরা কী করবে ? তারা বড় জোর একটা স্ট্যাফি পাঠাবে ঘুরে টুরে ওসেন-ডিপের দেয়ালে মৃতদের জন্যে ফুলের মালা রেখে যাবে ! আর যদি খুব বেশি কিছু করতেও চায় তাহলে আরকটা ওসেন-ডিপ বানাতে হবে, তা বানাতে যে পরিমাণ টাকার দরকার, পৃথিবীবাসী তা আর দিতে আগ্রহী হবে না ! সব ফান্ড হবে আমাদের !'

'আপনি কী নিশ্চিত আপনি যা করছেন, ঠিক করছেন ? চাঁদের কেউ না কেউ তো এটা বুঝবে, তার বিবেকের তাড়নায় সে সব প্রকাশ করে দেবে !'

'হা হা, নাহ্ মিস্টার বারগেন, আমার-এটা আমার একান্ত পরিকল্পনা, উপরে চাঁদ থেকে আমাকে শুধু আলোচনার জন্যে পাঠান হয়েছে ! তাছাড়া, এই লেজারটা আমার নিজের বানান, উপর থেকে একটাও খোয়া যায়নি, সব কিছুই সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার প্ল্যান করা আছে। যাই হোক সিগন্যাল এসে গেছে, বিদায়ের সময় সমাগত !'

ইউনিটের কন্ট্যাক্টের কাছে চলে আসল ডিমারেস্ট, 'এখন বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, ভিতরে পানি, সব হিসাব ঠিক মতো চললে আমি এখন এতে চাপ দিলেই সব শেষ !'

'না এক মিনিট, শুধু এক মিনিট দাঁড়ান !' চিৎকার করে অনাতি, 'আপনি জানেন না যে আপনি কী করছেন, আপনি স্পেস-প্রোগ্রাম ধ্বংস করে দিচ্ছেন ! মহাকাশে, মহাকাশের চেয়েও অন্য কিছু আছে !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিমারেস্ট ভ্রু কুঁচকালেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন ? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার হাতে সময় নেই, আমি ক্লান্ত, আমি ভীত !'

'দেখুন আপনি পিপিসির মানুষ নন, আমার স্বামীও নন, কিন্তু আমি পিপিসিয়ের ভিতরের মানুষ, আমি মেয়ে বলে হয়তো আপনি আমাকে গনায় ধরেননি, কিন্তু আমি বলছি, আপনি আর বারগেন কেউই ভিতরের খবর জানেন না !'

আনাতি বলে চললেন, 'আপনি কী চান মিস্টার ডিমারেস্ট ? ধরুন আপনি সব টাকা পেয়ে গেলেন, তারপর ? মঙ্গল গ্রহ ? কিছু খরখরে গ্রহাণু ? সব তো শুকন, কালো আকাশের দেশ, হাজার বছর চেষ্টাতেও আমরা যা পাব, তা খুবই সামান্য হবে !

'আমার স্বামীর স্বপ্নও অত আহামরি গোছের কিছু নয়, তিনি চান মানুষের পরবর্তী নিবাস হবে সমুদ্রতল, যা আসলে চাঁদ বা অন্যান্য ছোটো রাজ্যের তুলনায় বড় কিছু হবে না। কিন্তু আমরা পিপিসি আরো বড় কিছু নিয়ে ভাবছি, আরো মহান কিছু, কিন্তু আপনি যদি এই বাটনটিতে চাপ দেন তাহলে মানবতার সেই স্বপ্নের আর কিছুই থাকবে না !'

ডিমারেস্ট আগ্রহী না হতে চাইলেও পারছেন না অনাগ্রহী থাকতে ! তবুও বললেন, 'আপনি কল্পিত কিছু বলে আমাকে সরাতে চাইছেন !'

'না, আমি অতিকল্পনা করছি না। আচ্ছা দেখুননি, কিছু রকেট-শিল্প চাঁদে বসতি স্থাপনায় যথেষ্ট ছিল না, আমাদেরকে জেনেটিক কৌশলের সাহায্য নিতে হয়েছে, যেন সেখানকার মানুষ কম অভিকর্ষে হালকাভাবে চলতে পারে ! আপনিও তো তেমনি সৃষ্টি !'

'তো ?'

'তেমনিভাবে জেনেটিক কৌশলে কি বেশি অভিকর্ষে অভিযোজিত মানুষ বানান সম্ভব নয় ? আপনি বলুন তো সৌর জগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি ?'

'জুপি...'

'হ্যাঁ বৃহস্পতি গ্রহ, সব দিক দিয়ে সব থেকে বড় বিশাল এক জগৎ !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু সেখানে বসবাস অসম্ভব !'

'তাই ?' মৃদু হাসলেন আনাতি, 'উড়ার মতো ? আচ্ছা কেন অসম্ভব ? জেনেটিক কৌশলে শক্তিশালী হাড় আর মাংসের মানুষ হবে, যেমনটা চাঁদে শূন্য আর সাগরতলে বৈরী পরিবেশে খাপ খাই আমরা, তারাও জুপিটারে খাপ খেয়ে নেবে !'

'অভিকর্ষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র ?'

'আমাদের শক্তিশালী নিউক্লিয়ার পাওয়ারে চলবে, এখনো ড্রইং বোর্ডে আছে, আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি জানি !'

'কিন্তু আমরা এখনো বাতাসের ঘনত্ব আর চাপ সম্পর্কে জানি না...'

'চাপ, হ্যাঁ বায়ুচাপ, আপনি দেখুন এই ওসেন-ডিপ, কেন এটি আসলে তৈরি হয়েছে বলুন তো ? সাগর নিচে গবেষণার জন্য ? আরে সেটা তো ছোটোখাটো আধুনিক সাবমেরিন কিম্বা স্ক্যাফি করতে পারে ! কেন এত খরচ করে ওই ওসেন-ডিপের নির্মাণ ? আপনি কি দেখছেন না মিস্টার ডিমারেস্ট, ওসেন-ডিপের উদ্দেশ্য আরো বৃহৎ, এই ওসেন-ডিপের সৃষ্টিই হয়েছে জুপিটারে মানব সমাজ বিস্তারের অত্যাধুনিক কৌশল উদ্ভাবনে সাহায্য করতে ! হয়তো আপাত দৃষ্টিতে খুব ক্ষুদ্র পরিসরে, কিন্তু শুরু তো হয়েছে !'

এবার কিছুটা ক্ষোভ নিয়ে বললেন আনাতি, 'ধ্বংস করে দিন এটি, আর সাথে সাথে কবর দিয়ে দিন জুপিটার জয়ের স্বপ্ন ! আর যদি তা না চান, তাহলে আমরা অপেক্ষা করতে পারি সেই সোনালি দিনের, যখন আমার এইভাবে আরো বড় পরিসরে মানবতার বিস্তার দেখতে পাব। আর চাঁদকেও পরিত্যাগ করা হবে না, কারণ দুটোর দরকার আছে আমাদের সবার সেই বড় লক্ষ্যে পৌঁছতে !'

ডিমারেস্ট কিছুক্ষণের জন্য বাটন চাপ দেয়ার কথা ভুলে গেলেন, অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায় আমরা তো শুনিনি তেমন কিছু !'

'হয়তো আপনি শুনেননি, কিন্তু চাঁদের অনেকেই জানে, আর তারা যদি আপনার পরিকল্পনার কথা জানত, অবশ্যই আপনাকে বাধা দিত ! আর আমরা এই খবরটা বাইরে সবার কাছে প্রচার করতে পারছি না, আপনি তো জানেন পিপিসিকে জনমতের উপর নির্ভর করতে হয়, যদি জনতা জানে এত টাকা কীভাবে কোন উদ্দেশ্যে খরচ হচ্ছে তাহলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়তো অনেক রকম মতামতের জালে আটকে প্রজেক্ট বড় বিশ্ব আটকে যেত।'

'প্রজেক্ট বড় বিশ্ব ?'

'হ্যাঁ গম্ভীরভাবে বললেন আনাতি, 'দেখলেন আমি আপনাকে বলে বেশ বড় রকমের একটা গোপন কথা ফাঁস করে দিলাম, তবে যাই হোক এতে কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমরা সবাই তো মৃত আর সাথে সাথে এই প্রজেক্টেরও ইতি ঘটছে এখনি !'

'দাঁড়ান' বললেন ডিমারেস্ট।

আনাতি বলেই চললেন, 'আপনি যদি এখন মত বদলানও কোনো লাভ হবে না, এটা প্রকাশ পেয়ে গেছে আর তাতে সবসময়ের জন্যে এটা বাতিল হয়ে যাবে, হয়তোবা চাঁদ বা ওসেন-ডিপোরও ইতি ঘটে গেল, তাই আপনি বরং বাটনে চাপ দিন !'

ডিমারেস্ট রেগে গেলেন, 'আমি বলেছি দাঁড়ান, আমি এইসব জানতাম না !' বলে অন্যমনস্কভাবে নিচে তাকালেন।

এই সুযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন বারগেন কিন্তু আনাতি তার জামার হাতা ধরে আটকালেন।

মাত্র দশ সেকেন্ড পার হল, কিন্তু যেন অসীম সময় ধরে তিনি ভাবছিলেন, মাথা তুললেন ডিমারেস্ট, লেজার গানটা এগিয়ে দিলেন, 'নিন, আমাকে তাহলে গ্রেপ্তার করুন !'

'না আপনাকে গ্রেপ্তার করার কারণ দেখাতে গেলে সব খবর বের হয়ে যাবে, আমরা তা হতে দিতে পারি না ! আপনি বরং চাঁদে ফিরে যান আর এই ব্যাপারে একদম চুপ থাকবেন, আজকে যা হয়েছে ভুলে যান সব ! আর আমরা আপনার উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করব '

বারগেন ম্যানুয়াল কন্ট্রোলের কাছে গেলেন। ওয়াটার ক্ল্যাপ আবার বেরিয়ে গেল বাইরের দরজা দিয়ে।

ঘরের ভেতর শুধু স্বামী আর স্ত্রী। যতক্ষণ পর্যন্ত না ডিমারেস্টকে অজ্ঞান করে নিয়ে যাওয়া হল ততক্ষণ পর্যন্ত চুপ ছিল তারা। হঠাৎ করে ওয়াটার ক্ল্যাপে সবাই জেগে গিয়েছিল, তাদেরকে কোনো মতে ঘটনা অন্যভাবে বোঝান হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যানুয়াল কন্ট্রোলগুলো বন্ধ করা। বারগেন সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই কন্ট্রোলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করতে হবে, আর এখন থেকে দর্শনার্থীদেরও খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে ঢোকাতে হবে।'

'আহ জন !' কিছুটা অভিযোগের সুরে বললেন আনাতি, 'মানুষগুলো কীরকম বিপজ্জনকভাবে ক্ষেপা হতে পারে ! কিছুক্ষণ আগেই আমরা মারা যেতে বসেছিলাম, ওসেন-ডিপও শেষ হয়ে যেত। আমি শুধু ভেবে যাচ্ছিলাম, আমাকে শান্ত থাকতে হবে, আমার গর্ভের সন্তানের কথা চিন্তা করে !'

'তুমি খুব শান্ত ছিলে, এক কথায় অসাধারণ ! কী আকর্ষণীয় একটা চিন্তা ! ভাবাই যায় না প্রজেক্ট বড় বিশ্ব।'

'আমি সত্যি দুঃখিত এমন একটা গল্প ফাঁদতে হয়েছে আমাকে, ডিমারেস্টকে ভুলানোর জন্যে এমন কিছু একটা দরকার ছিল। আসলে সে খুনি ছিল না, তার কথার আলোকে বলতে গেলে, সে ছিল একজন দেশপ্রেমিক, যে ভাবত বড় কিছু বাঁচানোর জন্য ছোট কোনো বলিদান করা যায় ! যা সচরাচর দেখি আমরা, কিন্তু সে যখন বলল যতক্ষণ পানি জমা হচ্ছে আমরা কথা বলতে পারি, আমি ভেবে নিলাম এই সুযোগ, তিনি যেমন মানুষ, হয়তো অজান্তে আমাদের বাঁচার একটা পথ খুলে দিলেন ! যাইহোক জন আমি দুঃখিত তোমাকেও বোকা বানাতে হল !'

'তুমি আমাকে বোকা বানাওনি !'

'বোকা বানাইনি ?'

'না, আর তাছাড়া আমি তো জানতাম তুমি পিপিসির সদস্যা নও।'

'হতেও তো পারি, কিন্তু কেন তুমি সেটা ধরে নিলে ? আমি মহিলা বলে ?'

'না তেমন নয়, আনাতি, আসলে আমি পিপিসির সদস্য। আর এটা একটা গোপন ব্যাপার, তবে যাই বল, তোমার আইডিয়াটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তোমার আপত্তি না থাকলে এটা নিয়ে আমি পিপিসিতে আলোচনা করতে চাই–প্রজেক্ট বড় বিশ্ব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা !' কিছুটা চমক আর ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বললেন আনাতি, 'হুমম্ মন্দ না, মহিলাদের মাথার একটা সদ্ব্যবহার আছে তাহলে !'

'তা আছে বটে,' হাসলেন বারগেনও, 'আর আমি তা কখনো অস্বীকার করিনি !'

অনুবাদঃ ইনামুল হক মনি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

গ্যালি স্লেভ

দি ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস এন্ড টেকনিক্যাল মেন কর্পোরেশনের অনুরোধে জুরি ছাড়া এক আদালত রুদ্ধ কক্ষে বসবে বলে ঠিক হয়েছে। তারা এই কেসটা ডিফেন্ড করছে।

বাদিপক্ষ নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি তোলেনি। ট্রাস্টি ভালো করেই জানে বেয়াদপ রোবট বিরোধী মনোভাব কীভাবে উস্কে ওঠে। তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রোবট বিরোধী মনোভাব শেষে বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাবে পরিণত হয়, কোনো সতর্কতা ছাড়াই।

সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছে জজ হ্যারলো শেন, যিনি চাইছিলেন যাতে ব্যাপারটা ভালোভাবে মিটে যায়। ইউ.এস. রোবটস এবং অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ড দুটোই এখন বিপদের মুখে।

বিচারপতি শেন বললেন, 'আদালতে আজ কোনো প্রেসের লোক নেই, নেই কোনো জুরি, ভদ্রমহোদয়গণ একবার দাঁড়িয়ে এই আদালতকে সম্মান দেখিয়ে আদালতের কাজ শুরু করি।'

তিনি মুখ টিপে হাসলেন। তাঁর অনুরোধ যে কাজে দেবে সে ব্যাপারে তিনি আশাবাদী নন। তিনি তাঁর আসনে আরো নরম করে বসলেন। লালচে চেহারা তাঁর, চিবুক গোলগাল এবং নরম, নাকটা চওড়া, এ ধরনের চেহারা যে একজন বিচারকের হতে পারে না সেটা তিনি ভালো করেই জানেন।

নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর বারনাবাস এইচ, গুডফেলো প্রথম উঠে দাঁড়াল এবং জজের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাথমিক প্রশ্ন করল বাদিপক্ষের উকিল পকেটে হাত রেখে, 'প্রফেসর এবার বলুন কবে এবং কীভাবে রোবট ই.জেড-২৭ আপনার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে ?'

প্রফেসর গুডফেলোর ছোটোখাটো মুখটাতে অস্বস্তির ভাব দেখা যায়। ভীত গলায় বলল, 'ইউ.এস. রোবটস-এর রিসার্চ ডিরেক্টর ড. আলফ্রেড লেনিং-এর সাথে আমার আগে থেকেই চাকরি সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আমাকে বাধ্য হয়ে বিরক্তিকর কিছু কথা শুনতে হয় তাঁর এবং গত বছর ৩ মার্চ তিনি আমাকে অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দেন—'

'অর্থাৎ ২০৩৩ সালে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই সালেই।'

'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত। দয়া করে বলে যান।'

প্রফেসর অল্প একটু মাথা নুইয়ে, মনে মনে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল

প্রফেসর গুডফেলো অস্বস্তির সাথে রোবটটার দিকে তাকিয়ে দেখে। একটা কাঠের বাক্স করে রোবটটাকে বেসমেন্টে সাপ্লাই করে দেয়া হয়েছে। সরকারি নিয়মানুযায়ী রোবট সাপ্লাই দেয়া হয় সার্ফেস টু সার্ফেসে।

রোবটটা যে আসছে সেটা সে জানত। ওটা রিসিভ করার জন্যে সে প্রস্তুতই ছিল বলা যায়। ৩ মার্চ ড. লেনিং প্রথম ফোন করার পর থেকে তাঁর সাথে আরো কয়েকবার সাক্ষাতে কথা হয়েছে। আর তার ফলাফল স্বরূপ সে এখন রোবটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

রোবটটা উঠে দাঁড়ানোর পর দেখা গেল ওটা বেশ লম্বা।

আলফ্রেড লেনিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল আনতে গিয়ে কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা। তারপর সে ভ্রু কুঁচকে সাদা চুলের মাথাটা ঘোরাল প্রফেসরের দিকে।

'এটাই রোবট ই.জেড-২৭। মানুষের ব্যবহারের জন্যে প্রথম বাজারে ছাড়া হয়েছে।' এবার সে রোবটের দিকে ফিরে তাকাল। 'ইনি প্রফেসর গুডফেলো, ইজি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইজি আবেগহীন গলায় কথা বলে উঠল এবং প্রফেসর হঠাৎ তার গলা শুনে একটু কেঁপে উঠল 'শুভ সন্ধ্যা, প্রফেসর।'

ইজি পুরো সাত ফিট লম্বা এবং দেখতে সাধারণ একজন মানুষের মতো। ইউ.এস.রোবটস-এর সবচেয়ে বেশি বিক্রিত রোবটই হল ওটা। পজিট্রনিক ব্রেইন হল রোবট বিক্রির প্রধান অস্ত্র এবং এটা কম্পিউটিং মেশিনের বিক্রয়ের কাছাকাছি।

প্রফেসর একবার রোবটটার দিকে একবার লেনিং-এর দিকে তাকাল, আবার রোবটের দিকে তাকিয়ে লেনিং-এর দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'আমার মনে হয় ওটা বিপজ্জনক নয়।' গলার স্বরে অবশ্য ততটা বিশ্বাস প্রকাশ পেল না।

'আমার চেয়েও ও নিরাপদ' লেনিং বলল। 'আমাকে খোঁচালে আমি আপনাকে আঘাত করতে পারি। ইজি তা করবে না। তাছাড়া রোবটিক্সের তিনটি বিধান তো আপনার জানা আছে নিশ্চয়ই।'

'তা অবশ্য আছে,' গুডফেলো বলল।

'তাদের তৈরি করা হয়েছে পজিট্রনিক ব্রেনে তিনটি বিধান চিরকালের জন্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং তৈরির পর তাদের ওপর নজর রাখা হয়েছে। প্রথম বিধানে বলা আছে ওরা মানুষকে আঘাত করতে পারে না কিংবা নিষ্ক্রিয় থেকে মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।'

'দেখে তে শান্তই মনে হচ্ছে।'

'এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তবে সে যে কোনো কাজের জন্যে উপযোগী।'

'আমি এখনো নিশ্চিত না কী কাজে লাগবে ও। আমাদের কথাবার্তায় সেটা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। তারপরেও আমি আপনার অনুরোধে ওকে একবার অন্তত দেখতে রাজি হয়েছি।

'আমরা ওকে না দেখে, একটা পরীক্ষা করে দেখি, প্রফেসর। আপনি কি কোনো বই এনেছেন ?'

'এনেছি।'

'দেখতে পারি ?'

প্রফেসর গুডফেলো রোবটের দিক থেকে চোখ সরাল না। পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেস থেকে একটা বই বের করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেনিং হাত বাড়াল বইটার জন্যে। '*ফিজিক্যাল ক্যামিস্ট্রি অব ইলেক্ট্রোলাইটস ইন সল্যুশন*। এতে হবে। বইটা আপনি নিজে থেকেই বেছে এনেছেন এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করিনি, ঠিক তো ?'

'হ্যাঁ '

লেনিং বইটা রোবট ই. জেড-২৭-কে এগিয়ে দিল।

বইটা এগিয়ে দেয়ার সাথে সাথে প্রফেসর হালকা ঝাঁকি খেল। 'না, না ! ওটা একটা দামি বই !'

লেনিং-এর ভ্রু জোড়া উপরে উঠে গেল, ভ্রু জোড়া কাঁপছে যেন। বলল, 'সত্যি দেখাবার জন্যে ইজি বইটাকে দু'টুকরো করবে না, আপনাকে আমি নিশ্চিত করতে পারি। ও আপনার আমার মতোই বই ঘাঁটতে পারে। তোমার কাজ শুরু করো, ইজি।'

'ধন্যবাদ স্যার', ইজি বলল। তারপর ধাতুর শরীরটা একপাশে ঘুরিয়ে আবার বলল, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করছি প্রফেসর গুডফেলো।'

প্রফেসর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ অবশ্যই।'

ধীর গতিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে ইজির ধাতুর আঙুলগুলো পাতার পর পাতা উল্টে গেল। প্রথমে বাঁ পৃষ্ঠা তারপর ডান পৃষ্ঠার দিকে তাকাচ্ছেঃ পাতা উল্টেই বাঁ পৃষ্ঠা তারপর ডান পৃষ্ঠা দেখছে। মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে গেল।

গুডফেলো বিড় বিড় করে বলল, 'আলোটা খুব কম।'

'ওতেই পারবে ও।'

এবার আরো তীক্ষ্ণ গলায় বলল প্রফেসর, 'ও করছেটা কী ?'

'ধৈর্য ধরুন, স্যার।'

শেষ পৃষ্ঠাটা ওল্টাল সে। লেনিং জিজ্ঞেস করল, 'কী পেলে, ইজি ?'

রোবট বলল, 'এটা একটা অতি নিখুঁত বই এবং ভুল বের করাটা কঠিন। ২৭ নম্বর পৃষ্ঠার ২২ নম্বর লাইনে এবং Positive কে P-i-s-i-t-i-v-e লেখা হয়েছে। ৩২ নম্বর পৃষ্ঠার ৬-এর লাইনে ৫৪ নম্বর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৃষ্ঠার ১৩-এর লাইনে কমা বসান ঠিক হয়নি। পৃষ্ঠা নম্বর ৩৩৭-এ সমীকরণ XIV-২-এ প্লাস চিহ্ন দেয়া হয়েছে বলে আগের সমীকরণগুলোর সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতি থাকছে না—'

'দাঁড়াও ! দাঁড়াও !' চেঁচিয়ে বলল প্রফেসর। 'ও এসব কী করছে ?'

'কী করছে ?' লেনিং বলল। 'কেন সে তো করেই ফেলেছে। সে আপনার বইয়ের প্রুফ রিডিং করে ফেলেছে।'

'প্রুফ রিডিং ?'

'হ্যাঁ। পাতা ওল্টানোর সময়ে সে সমস্ত বইয়ের বানান, ব্যাকরণ এবং সবগুলো ধরে ফেলেছে। সে শব্দের অপপ্রয়োগ এবং বক্তব্যের অসঙ্গতিও ধরে ফেলেছে। সে এগুলো নির্ভুলভাবে মনে রেখে দেবে যতদিন পর্যন্ত না আপনাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।'

প্রফেসর হাঁ করে চেয়ে রইল। সে দ্রুত রোবট এবং লেনিংকে ছেড়ে চলে গেল আবার দ্রুত ফিরে এল। বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে বলল, 'আপনি বলছেন এটা একটা প্রুফরিডিং রোবট ?'

লেনিং মাথা নেড়ে বলল, 'অন্য অনেক কাজের ভেতর প্রুফ রিডিং-ও পারে।'

'কিন্তু আপনি এটাই বা আমাকে দেখালেন কেন ?'

'যাতে আপনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবট ব্যবহারে সাহায্য করেন।'

'প্রুফ রিডিং-এর জন্যে ?'

'অন্য কাজও করবে,' লেনিং শান্ত গলায় বলল।

প্রফেসর তার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। তিক্ত লাগছে তার কথাগুলো। 'কিন্তু এ তো অসম্ভব !'

'কেন ?'

'বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই এই আধাটন—যদি তা হয়ে থাকে—প্রুফ রিডিং কেনার ক্ষমতা রাখে না।'

'প্রুফ রিডিং তো ওর সব কাজ নয়। রিপোর্ট তৈরি করতে পারে, ফর্ম পূরণ করতে পারে, তার আছে নিখুঁত মেমরি ফাইল—

'সব বিশারদ !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেনিং বলল, 'এখন না, কয়েক মুহূর্ত পর দেখাতে পারব তবে তার আগে আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনার অফিসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করতে পারি।'

'না, অবশ্যই না,' যান্ত্রিকভাবে যেন প্রফেসর শুরু করল এবং ঘোরার জন্যে একটু এগুল। তারপর বলল হঠাৎ করে, 'কিন্তু এই রোবট–আমরা তো কোনো রোবট নিতে পারব না। ডক্টর, আপনি ওটাকে আবার বাক্স বন্দি করে ফেলুন।'

'অনেক সময় আছে। আমরা ইজিকে এখানে রেখে যেতে পারি।'

'একা রেখে ?'

'কেন নয় ? সে জানে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। প্রফেসর গুডফেলো, আপনার জানা প্রয়োজন একটা রোবট একজন মানুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী।'

'আমি যে কোনো ক্ষতির জন্যে দায়ী হব—'

'কোনো ক্ষতি হবে না। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। লক্ষ্য করে দেখুন, এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি। আমার মনে হয় আগামীকাল সকাল পর্যন্ত কেউ আসবে না। আমার ট্রাক এবং দুজন সহযোগী বাইরে আছে. যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে ইউ. এস. রোবটস-এর জন্যে দায়ী থাকবে। আমি বলছি কিছুই হবে না। রোবটের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ হয়ে যাবে এখন।'

প্রফেসর এবার স্টোররুম ছেড়ে যেতে রাজি হল। তারপরেও সে তার পাঁচতলায় অবস্থিত অফিসে নিশ্চিন্তে বসতে পারল না একটা অস্বস্তি তাকে সব সময় তাড়িয়ে বেরিয়েছে।

'আপনি তো ভালো করেই জানেন, ড. লেনিং, খোলা জায়গায় কোনো রোবট দিয়ে কাজ করান আইনসিদ্ধ নয়,' প্রফেসর বলল।

আইন, প্রফেসর গুডফেলো, সহজ নয়। রোবটকে কখনোই খোলা জায়গায় কাজ করান হয় না। তাদেরকে নিজস্ব খোলা জায়গায় অথবা ঘেরা ঘরে কিংবা রেস্ট্রিকটেড এরিয়াতে রাখলেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রাইভেট এরিয়া এবং রেস্ট্রিকটেড এরিয়া। যদি রোবটটিকে একটি কোনো নির্দিষ্ট ঘরে কাজ করান হয় এবং তার ওপর নির্দিষ্ট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিধিনিষেধ দেয়া থাকে এবং যদি পুরুষ মহিলা তার সাথে কাজ করে তাহলে আইনের ভেতর থাকা হবে।'

'শুধুমাত্র প্রুফ রিডিং-এর জন্যে এত ব্যবস্থা ?'

'ওর কাজের কোনো শেষ নেই, প্রফেসর। রোবট লেবার ব্যবহার করা হয় শারীরিক পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। একঘেয়ে মানসিক পরিশ্রম নেই। যখন একজন প্রফেসরের একটানা দুসপ্তাহ লাগে একটা লেখার ভুল সংশোধন করতে, তখন একটা রোবট সেটা করছে তিরিশ মিনিটে।'

'কিন্তু দামটা—'

'দাম নিয়ে ভাববেন না। আপনি ই.জেড-২৭ কিনছেন না। ইউ.এস. রোবট তার প্রডাক্ট বেচে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ই.জেড-২৭ লিজ নিতে পারবে বছরে এক হাজার ডলার করে।'

গুডফেলো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। লেনিং এই সুযোগে বলে গেল, 'আমি আপনাকে শুধু বলতে চাচ্ছি যে যাঁরা রোবটটাকে লিজ নেয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁদেরকে আপনি বলবেন। তাঁরা যদি আমার কাছে এ ব্যাপারে আরো কিছু জানতে চান তাহলে আমি সানন্দে তাঁদের সাথে কথা বলতে রাজি আছি।'

'বেশ,' সন্দেহের গলায় গুডফেলো বলল, 'আমি আগামী সপ্তাহে সিনেট মিটিং-এ প্রস্তাবটা তুলব। তবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে এতে কোনো ভালো ফল হবে।'

'ক্ষতি নেই,' লেনিং বলল।

বিবাদি পক্ষের উকিল দেখতে ছোটোখাটো এবং মোটা। গাল দুটো তার অস্বাভাবিকভাবে মাংসল গোল। সে প্রফেসর গুডফেলোর দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি পরের সভাতেই রোবটের প্রসঙ্গটা তুলবেন বলেছিলেন, তাই নয় কি ?'

প্রফেসর দ্রুত বলল, 'আমি সেসময় রোবটসহ ড. লেনিংকে তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলাম। সে জন্যেই আমি বোধহয় সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।'

'যাতে তিনি চলে যাওয়ার পর সহজেই ব্যাপারটা ভুলে যান, তাই তো ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, তা—'

'আপনি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সিনেট মিটিং-এ কথা তুলেছিলেন।'

'হ্যাঁ তুলেছিলাম।'

'তার মানে ড. লেনিং-এর কথায় আপনার পূর্ণ বিশ্বাস এসেছিল। আপনি তো তাদের মুখ বন্ধ করার জন্যে কাজটা করেননি। রোবটটির কার্যক্ষমতা দেখে নিশ্চিত হয়েই আপনি রাজি হয়েছিলেন, তাই নয় কি?'

'আমি সাধারণ নিয়মাবলিগুলোই অনুসরণ করেছি মাত্র।'

আসলে আপনি রোবটটাকে দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হননি যতটা না আপনি দেখাচ্ছেন। আপনি রোবটের তিনটি বিধান সম্পর্কের সাক্ষাতের সময়—'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' ভালো করেই জানতেন এবং সেটা জানতে পেরেছেন ডা. লেনিং-এর সাথে।

'এবং আপনি ইচ্ছে করেই মনে মনে একটা রোবটকে সঙ্গী ছাড়া রেখে যেতে চাইছিলেন।'

'ড. লেনিং আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন—'

'এটা নিশ্চিত যে আপনি তার আশ্বাস গ্রহণ করতেন না যদি না সন্দেহ হত রোবটটা সামান্যতম বিপজ্জনক।'

প্রফেসর কাঁপতে শুরু করল। 'প্রতিটি বাক্যের প্রতি আমার আস্থা ছিল—'

'ব্যাস এটুকুই,' বিবাদি পক্ষের উকিল আকস্মিকভাবে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল।

প্রফেসর গুডফেলো বোকার মতো থেমে গিয়ে কাঠগড়া নেমে দাঁড়াল। জজ ম্যান সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'যেহেতু আমি রোবটিক্স সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না, তাই রোবটিক্সের তিনটি বিধান সম্পর্কে জানতে চাই। আদালতের সুবিধার্থে ড. লেনিং কী বুঝিয়ে বলবেন?'

ড. লেনিং স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। উঠে দাঁড়াল সে। পাশে বসা মহিলা তাঁর দিকে একবার তাকাল অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে।

www.BanglaBook.org

ড. লেনিং বলল, 'ঠিক আছে ইউর অনার।' একটু থামল গলাটা পরিষ্কার করে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে আরম্ভ করল, 'প্রথম বিধান : রোবট কখনো মানুষকে আহত করবে না বা নিষ্ক্রিয় থেকে মানুষের ক্ষতি করবে না। দ্বিতীয় বিধান : রোবট মানুষের সব ধরনের নির্দেশ পালন করবে যদি না সেটা প্রথম বিধানের পরিপন্থী হয়। তৃতীয় বিধান : রোবট তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে, যদি না তা প্রথম ও দ্বিতীয় বিধানের পরিপন্থী হয়।'

'বুঝলাম,' বিচারক বললেন, নোট করে দিলেন দ্রুত। 'এই বিধানগুলো সব রোবটকেই মেনে চলার নির্দেশ দেয়া থাকে, তাই কি ?'

'সব রোবটকে। তৈরির সময়ই যে কোনো রোবটিক্সকে এটা মানতে হয়।'

'এবং বিশেষ করে ই.জেড-২৭ রোবটকেও ?'

'জ্বী, ইউর অনার।

'শপথ করে ওই কথাগুলো স্টেটমেন্ট হিসেবে দিতে প্রস্তুত আছেন আপনি ?'

'আমি প্রস্তুত, ইউর অনার।'

তিনি বসে পড়লেন আবার।

ইউ.এস. রোবটস-এর রোবোসাইকোলোজিস্ট-ইন-চিফ ড. সুজান ক্যালভিন, যার মাথায় চুল ধবধবে সাদা, সে লেনিং-এর পাশের আসলে বসে ছিল। বলল, 'গুডফেলো কি সব কথা ঠিক বলেছেন, আলফ্রেড ?'

'মোটামুটি,' বিড় বিড় করে বলল লেনিং : 'তবে রোবট নিয়ে যতটা ভয় বা দ্বিধা ছিল বলে তিনি যে ধারণা দিলেন সেটা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয় এবং রোবট রাখতে কত ছাড়া লাগবে সেটা শুনে তিনি প্রচণ্ড উৎসাহিত বোধ করেছিলেন।'

ড. ক্যালভিন একটু ভেবে বলল, 'দামটা হাজারের ওপর রাখলে বোধহয় ভালো হত।'

'আমরা ইজি-কে ঢোকান নিয়েই বেশি উদগ্রীব ছিলাম।'

'আমি জানি। বেশি উদগ্রীব ছিলেন। তারা হয়তো আমাদের কোনো মতলব আছে বলে ভাবতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেনিং রাগত দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমরা এরপরেও পেরেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মিটিং-এ প্রস্তাবটা পৌঁছাতে পেরেছি।'

'ওরা ভাববে আমরা একটা পর একটার মতলব নিয়ে আসব।'

ইউ.এস. রোবটস এ্যান্ড স্টিল-এর প্রতিষ্ঠাতার ছেলে স্কট রবার্টসন, যার অংশীদার বেশি, সে অসহিষ্ণুভাবে ড. ক্যালভিনের দিকে উঁকি মেরে তাকাল এবং ফিসফিস করে বলল, 'ইজিকে দিয়ে কথা বলাচ্ছেন না কেন?'

'মিস্টার রবার্টসন, আপনি ভালো করেই জানেন ইজিকে দিয়ে কথা বলান সম্ভব নয় এখন।'

'কথা বলানোর চেষ্টা করুন। আপনি তো একজন সাইকোলোজিস্ট, ড. ক্যালভিন কথা বলানোর চেষ্টা করুন।'

'আমি যদি সাইকোলোজিস্ট হয়েই থাকি, মিস্টার রবার্টসন,' সুজান ক্যালভিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তাহলে আমাকেই সিদ্ধান্তটা নিতে দিন। আমার রোবটেরা নিজেদের ক্ষতি করে কিছু করবে না।'

রবার্টসন ভ্রু কুঁচকাল। উত্তরে কিছু একটা বলত হয়তো, কিন্তু বিচারক শেনের হাতুড়ির মৃদু শব্দে থেমে যায়।

সাক্ষী হিসেবে এবার কাঠগড়ায় আসে ফ্রান্সিস জে.হার্ট, ইংরেজি বিভাগের প্রধান এবং গ্র্যাজুয়েট স্টাডির ডিন। একজন সৌখিন মানুষ সে, গাঢ় রঙের কাপড় পরেছে। কাঁচাপাকা চুল টাক ঢাকার চেষ্টায় সচেষ্ট। সাক্ষীর চেয়ারে বসল হাতদুটো কোলের উপর রেখে। সময় সময় তাঁর ঠোঁট দুটো হাসছে।

সে বলল, 'রোবট ই.জেড-২৭-এর সম্পর্কে আমি প্রথম শুনি প্রফেসর গুডফেলোর মুখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং-এ। এরপর গতবছর ১০ এপ্রিল ওই বিষয় নিয়ে একটি বিশেষ সভা ডাকা হয় যার সভাপতিত্ব করি আমি।'

'এক্সিকিউটিভ মিটিং-এ কি এর জন্যে মিনিট খানেক সময় খরচ হয়েছিল? নাকি বিশেষ মিটিং ছিল, কোনটি?'

'তা ঠিক না। এটা ছিল সাধারণ মিটিং,' ডিন হাসল। বলল, 'আমাদের মনে হয়েছিল ব্যাপারটা গোপনীয়তা রাখা দরকার।'

'লিখিত কী কার্যবিবরণী ছিল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিন হার্ট মিটিং-এর সভাপতি হিসেবে স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল না প্রথম থেকেই। এমনকি অন্য সদস্যরাও শান্ত ছিল না। শুধু ড. লেনিং নিজেই শান্ত ছিল। তার লম্বা শরীর, কঠোর চেহারা এবং সাদা চুল হার্টকে মনে করিয়ে দিচ্ছে অ্যান্ড্রিউ জেকসনকে।

রোবটের কাজের নমুনা কাজগুলো টেবিলের মাঝখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। রোবটের হাতে তৈরি একটা গ্রাফ পেপার এখন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির প্রফেসর মিনোটের হাতে। কেমিস্টের ঠোঁট দেখে বোঝা যায় সে সন্তুষ্ট।

হার্ট তার গলা পরিষ্কার করে বলল, 'রোবটটি রুটিন কাজগুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে করতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এখানে আসার আগে এই কাজটি আমি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করে তেমন একটা ভুল খুঁজে পাইনি।'

সে একটা লম্বা কাগজ তুলে নেয়, কোনো বইয়ের পৃষ্ঠার চেয়ে তিনগুণ লম্বা কাগজটি। ওটা একটি বইয়ের গ্যালি প্রুফ লেখক সংশোধন করে নিয়েছে কাগজটিতে লেখা টাইপ করার আগে। দুপাশে মার্জিন দেয়া আছে গ্যালি প্রুফ মার্ক। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাক্য কেটে বাদ দেয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে নতুন বাক্য মার্জিনের বাইরে সুন্দর কের লেখা হয়েছে। নীল কালিতে প্রুফ দেখা হয়েছে লেখকের ভুলগুলো আর লাল কালিতে দেখা হয়েছে প্রিন্টারের ভুলগুলো।

'আসলে,' লেনিং বলল, 'ভুল ধরার মতো কিছুই ছিল না। আমি বলতে চাচ্ছি ভুল ছিলই না, ড. হার্ট। আমি নিশ্চিত সংশোধন করা হয়েছে নির্ভুলভাবে। অবশ্য পাণ্ডুলিপি অনুসারেই রোবটটি গ্যালি পরীক্ষা করে আসল বানান কিংবা বাক্য প্রয়োগ ছাড়া রোবটটির ভুল ধরার কোনো ক্ষমতা নেই।'

'আমরা তা মেনে নিচ্ছি। অবশ্য ইংরেজি ভাষা এত সমৃদ্ধ এবং এর নিয়মগুলো এত নমনীয় যে এটা বলা খুবই শক্ত যে রোবটের সব শব্দ নির্বাচনই বেশি প্রযোজ্য হয়েছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফেসর মিনোট ধরে থাকা গ্রাফ থেকে চোখ তুলল। 'আমার প্রশ্ন হল, ড. লেনিং সব কাজের জন্যে একটি রোবটকে বানানোর কী দরকার ছিল ? একটি কম্পিউটার নিশ্চয়ই বানান যেত গ্যালি ক্রুদের জন্যে।'

'তা আমরা পারতাম,' লেনিং শক্তভাবে জবাব দিল, 'কিন্তু গ্যালিগুলোকে কম্পিউটারের বিশেষ যান্ত্রিক ভাষায় অনুবাদ করতে হত কাউকে কিংবা কম্পিউটারের উত্তরও একইভাবে আমাদের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হত। এর ফলে আরো কয়েকটা ভুল হত। তাছাড়া এ ধরনের কম্পিউটার অন্য কোনো কাজ করতে পারত না। ওটা আর কোনো গ্রাফ তৈরি করতে পারত না যা আপনি হাতে ধরে আছেন।'

মিনোট মাথা ঝাঁকাল।

লেনিং বলে চলল, 'পজিট্রনিক রোবটের উৎকর্ষটাই হল তার নমনীয়তায়। এই রোবট অনেক ধরনের কাজ করতে পারে : ওকে একেবারে মানুষের মতো করে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ওটা মেশিন এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। তাই ওটাকে মানুষই ব্যবহার করবে। ওটা আপনার সাথে কথা বলবে এবং আপনিও কথা বলতে পারবেন। সাধারণ রোবট কিংবা একটি কম্পিউটারের সঙ্গে পজিট্রনিকহীন ব্রেনের তুলনা করলে দেখা যাবে সেটা শুধু ওজনদার মেশিন ছাড়া কিছুই নয়।'

গুডফেলো মুখ তুলে বলল, 'আমরা যদি ওর সাথে কথা বলি কিংবা প্রশ্ন করার চেষ্টা করি তাহলে কী ওর মাথা গুলিয়ে যাবার ভয় নেই ? আমি বলতে চাচ্ছি অসীম তথ্য গ্রহণ করার ক্ষমতা ওর নিশ্চয়ই নেই।'

'না তা নেই। অন্তত পাঁচ বছর কাজ করার মতো ক্ষমতা ওর আছে। ও জানে কখন ওকে পরিষ্কার করতে হবে এবং কোম্পানির কোনো টাকা ছাড়া পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।'

'কোম্পানি তা করবে ?'

'হ্যাঁ। কোম্পানির বাইরে রোবটগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানিই করবে। একটা মাত্র কারণ হল পজিট্রনিক ব্রেন বিক্রি করার চেয়ে আমরা আমাদের পজিট্রনিক ব্রেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই। একটি রোবটকে যে কোনো মানুষ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে যে কোনো কাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করানোর জন্যে কিন্তু ভেতরের যন্ত্রপাতি ঠিক করার জন্যে তার দরকার পড়ে একজন অভিজ্ঞ লোকের এবং সেই লোকই আমরা দিই। ইজিকে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে কাজে লাগাবে না এমন তথ্য ওর মন থেকে মুছে ফেলা যায়, তবে তাতে একটা ঝুঁকি থেকে যাবে। নির্দেশের যুক্তিতে ভুল থাকলে, যার সম্ভাবনা প্রচুর আছে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিংবা কম ভুলে যাবে সে। আমরা তার এই ভুলটুকু ধরতে পারব কারণ আমরাই তাকে তৈরি করেছি।'

ডিন হার্ট মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আপনারা রোবটটিকে আমাদের কাছে ভাড়া দেয়ার জন্যে বেশি উদগ্রীব মনে হচ্ছে। এর ফলে ইউ.এস.রোবটস-এর লোকসান হবে। কারণ বছরে এক হাজার ডলার সত্যি সত্যি খুব কম ভাড়া। অবশ্য আপনারা পরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়তেও এমন রোবট সরবরাহ করতে পারবেন ?'

'ওটাই আমাদের ধারণা,' লেনিং বলল।

'কিন্তু আমার তো মনে হয় আপনাদের রোবট ভাড়া দেয়ার মতো অতটা রোবট নেই। এর বেশি বিক্রি করাটাই লাভজনক হত।'

লেনিং টেবিলের ওপর কনুইটা রেখে সামনে ঝুঁকে বলল, 'আমি আপনাদের নীরসভাবে পুরো ব্যাপারটা উপস্থাপনা করছি। রোবট কখনই পৃথিবীর খোলা জমিতে ব্যবহার হবে না, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, কারণ মানুষের প্রচণ্ড বিরোধিতা আছে। ইউ.এস. রোবটস আমাদের পৃথিবীর বাইরে এবং মহাকাশযানের দারুণভাবে সফল। আমরা লাভের ব্যাপারে সচেতন। আমাদের ফার্ম বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে রোবটের ব্যবহার সবার জীবনটাকে সুন্দর করে তুলবে যদিও প্রাথমিক পর্যায়, অর্থনৈতিকভাবে ফার্ম বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

'শ্রমিক ইউনিয়নগুলো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিরুদ্ধে, তবে আমরা নিশ্চিত, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা পাব। রোবট ইজি আপনাদেরকে নীরস একঘেয়ে খাটুনি থেকে মুক্তি দেবে।—অবশ্য আপনারা যদি অনুমতি দেন। সে আপনাদের জন্যে গ্যালি স্লেভ-এর ভূমিকা নেবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলো আপনাদের অনুসরণ করবে। রোবটের কাজে সন্তুষ্ট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে, তারপর সম্ভবত অন্যান্য ধরনের রোবটও জায়গা মতো নিযোগ দেয়া যেতে পারে। এভাবে ধাপে ধাপে পাবলিকের আপত্তি উঠে যাবে।'

মিনোট বিড় বিড় করল, 'আজ নর্থ ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আমাকীকাল সমগ্র বিশ্ব।'

ক্রুদ্ধভাবে, সুজান ক্যালভিনের কানে ফিসফিস করল লেনিং, 'আমি আদৌ বাকপটু নই, আর ওদের কোনো অনীহা নেই। বহুবার, ইজিকে পাবার জন্যে তারা দাম বাড়িয়ে দিচ্ছিল। প্রফেসর মিনোট আমাকে বলেছেন, তিনি আগে কখনো এমন সুন্দর কাজ দেখেননি। গ্রাফটা ধরে তিনি দেখেছেন, গ্যালিতে বা আর কোথাও কোনো ভুল নেই। হার্ট মুক্তভাবে সেটা স্বীকার করেছেন।'

ড. ক্যালভিনের মুখের দৃঢ় ভাবটা নরম হল না। 'তারা যে দাম বলবে আপনি তার চেয়ে বেশি দাবি করবেন, আর তাদের সুযোগ দেবেন দাম কমানোর।'

'ঠিক আছে,' বিড় বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল লেনিং।

প্রফেসর হার্টের সাথে জেরা সম্পূর্ণ হল না।

'ড. লেনিং চলে যাবার পর রোবট ই. জেড-২৭ নেবার পক্ষে কি ভোট নিয়েছিলেন আপনারা ?'

'হ্যাঁ, নিয়েছিলাম।'

'ফলাফল কী ?'

'রোবট রাখার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে।'

'ভোট প্রভাবিত করতে কী বলেছিলেন ?'

বিবাদি পক্ষের উকিল সাথে সাথে প্রতিবাদ জানাল।

বাদিপক্ষের উকিল প্রশ্নটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করর। 'ব্যক্তিগতভাবে আপনার নিজস্ব ভোট কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ? আমার ধারণা, আপনি পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, পক্ষেই ভোট দিয়েছিলাম। আমি এটা করেছিলাম কারণ আমি ড. লেনিং-এর কথা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে উপলব্ধি করি, বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সমাজের নেতৃত্বদানকারী হিসেবে আমাদের উচিত মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্যে রোবট বিদ্যাকে অনুমতি দেয়া।'

'তার মানে, ড. লেনিং আপনাকে এটা বলেছিলেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সেটা তার কাজ। কাজটি ভালোভাবে করেছিলেন।'

'সাক্ষীকে আপনি জেরা করতে পারেন।'

'বিবাদি পক্ষের উকিল উঠে সাক্ষীর চেয়ারের কাছে গেল, অনেকক্ষণ প্রফেসর হার্টের দিকে তাকিয়ে রইল সে তারপর বলল, 'আসলে রোবট ই.জেড-২৭ নেবার ব্যাপারে আপনাদের বেশি উৎসাহ তাকে দিয়ে কাজ করান, তাই না?'

'আমরা মনে করেছিলাম যে, যদি এটা কাজ করতে পারে তাহলে এটা ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।'

'যদি কাজ করতে পারে? আমি মনে করেছিলাম, আপনি ওই দিন রোবট ই.জেড-২৭-এর কাজকর্ম যত্নের সাথে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তারপর মিটিং-এ সেটা শুধু বর্ণনা করে গেছেন।'

'হ্যাঁ, পরীক্ষা করেছিলাম। যেহেতু মেশিনের কাজ হল প্রাথমিকভাবে ইংরেজি ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করা, আর যেহেতু আমার কাজের ক্ষেত্রও সেটাই, এ ব্যাপারে আমার যোগ্যতাও আছে, তাই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল একে পরীক্ষা করে দেখা।'

'বেশ। কিন্তু সেসময়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তেমন কিছু কি লক্ষ্য করা গেছে? এখানে সব বিষয় আমরা উপস্থাপন করতে চাই। আপনাদের খুশি করতে পারেনি এমন একটা বিষয় কি উল্লেখ করতে পারেন?'

'দেখুন—'

'এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন। অসন্তোষজনক একটা বিষয় কি ছিল? আপনি ওটা পরীক্ষা করেছেন। ছিল?'

ইংরেজির প্রফেসর ভ্রু কোঁচকালেন। 'না, ছিল না।'

'নর্থ ইস্টার্ন-এ রোবট ই.জেড-২৭ চোদ্দ মাস কাজ করাকালীন, তার কাজের কিছু নমুনা আমার কাছে আছে। আপনি কী এগুলো পরীক্ষা করে দেখে আমাকে বলবেন একটি ভুলও ওর কাজের মধ্যে পেয়েছেন কিনা?'

হার্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'যখন সে একটা ভুল করে, সেটাও হয় সুন্দর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন,' উচ্চকণ্ঠে বলল বিবাদি পক্ষের উকিল। 'একটি মাত্রই প্রশ্ন আপনার কাছে : বিষয়গুলোতে কোনো ভুল আছে ?'

সতর্কভাবে সাথে প্রতিটা কাগজের দিকে তাকাল ডিন হার্ট, 'না, কোনো ভুল নেই।'

'এখানে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি, সেটি ছাড়া ই.জেড-২৭-এর অন্য কোনো কাজে ভুল হয়েছে এমন কিছু জানেন আপনি ?'

'না।'

গলাটা কেশে পরিষ্কার করে অন্য প্রসঙ্গে গেল বিবাদি পক্ষের উকিল। বলল, 'এবার ভোটের কথা বলুন, রোবট ই. জেড-২৭-এর পক্ষে বিপক্ষে কেমন ভোট পড়েছিল আপনি বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভোটের পরিমাণ সত্যি কত ?'

'যতদূর মনে পড়ে তেরো, বিপক্ষে এক।'

'তেরো আর এক ! এটা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে বেশি কিছু, তাই না ?'

'না, স্যার !' সকল পণ্ডিতে জেগে উঠল ডিন হার্টের মাঝে। 'ইংরেজি ভাষায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে বোঝায় "অর্ধেকের চেয়ে বেশি।" চোদ্দের মধ্যে তেরো হল সংখ্যগরিষ্ঠ, এর বেশি কিছু না।'

'কিন্তু এটা তো প্রায় ঐকমত্য।'

'আমি এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বলব।'

মেঝের দিকে তাকাল বিবাদীপক্ষের উকিল। 'একমাত্র বিরোধিতাকারী ব্যক্তিটা কে ?'

বিব্রত দেখাল ডিন হার্টকে, 'প্রফেসর সাইমম নিন হেইমার।'

বিবাদি পক্ষের উকিল বিস্ময়ের ভান করল, 'প্রফেসর নিন হেইমার ? সমাজ বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান ?'

'জ্বী, স্যার।'

'এই মামলার বাদী।'

'জ্বী, স্যার।'

মুখ খুলল বিবাদি পক্ষের উকিল। 'তার মানে যে ভদ্রলোক আমার মক্কেল ইউনাইটেড স্টেটস রোবট এন্ড মেকানিক্যাল ম্যান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্পোরেশনের কাছে ৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার ক্ষতি পূরণ দাবি করেছেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রোবট ব্যবহারের বিরোধিতা করে গেছেন—যদিও ইউনিভার্সিটি সিনেটের নির্বাহী সদস্যদের বাকি সবাই রোবট ব্যবহারের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন যে এটা ছিল ভালো আইডিয়া।'

'তিনি বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর অধিকার।'

'প্রফেসর নিন হেইমার মিটিং-এ কী বলেছিলেন আপনি তা উল্লেখ করেননি। তিনি কী কিছু বলেছিলেন ?'

'মনে হয় বলেছিলেন ?'

'মনে হয় ?'

'হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন।'

'রোবট ব্যবহারের বিরুদ্ধে ?'

'হ্যাঁ।'

'উনি কী এ ব্যাপারে হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন ?'

কিছুক্ষণ চুপ রইল হার্ট। তারপর বলল, 'তিনি প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন।'

যেন গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে বিবাদি পক্ষের উকিল বলল, 'প্রফেসর নিন হেইমারকে কতদিন ধরে চেনেন, ডিন হার্ট ?'

'প্রায় বারো বছর।'

'ভালোভাবে চেনেন ?'

'বলতে পারি, হ্যাঁ।'

'তাকে যতটুকু চেনেন তাতে কী আপনার মনে হয় না তিনি হলেন সেই ধরনের লোক যিনি ভোটে হেরে গিয়েছিলেন বলেই রোবটের প্রতি অবিরাম রাগ পোষণ—'

বাদি পক্ষের উকিলের তীব্র আপত্তির মুখে প্রশ্ন মাঝপথে থেমে গেল। বিবাদীপক্ষ আর সাক্ষীকে প্রশ্ন না করাতে মধ্যাহ্ন বিরতি ঘোষণা করলেন বিচারক শেন।

রবার্টসন তার স্যান্ডউইচে কামড় বসাল। এক-তৃতীয়াংশ মিলিয়নের ক্ষতিটা কর্পোরেশনের জন্যে কিছু নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে হেরে গেলে ফলটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালো হবে না সে খুবই সচেতন যে এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সে তিক্ত স্বরে বলল, 'কেন সব কথাই ইজিকে কীভাবে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকান হল সে সম্পর্কে হচ্ছে ? তারা কি জয়ী হবার আশা করছে ?'

বিবাদি পক্ষের উকিল শান্তকণ্ঠে বলল, 'আদালতে কাজকর্ম দাবা খেলার মতো, মিস্টার রবার্টসন। সাধারণত আগে থেকে যে ভালো চাল বুঝতে পারবে সেই বিজয়ী হবে, আর আমার বন্ধুটি প্রোসেকিউটরের টেবিলে নতুন নয়। তারা ক্ষতি দেখাতে পারে ; সেটি কোনো সমস্যা না। তাদের প্রধান শক্তি হল, তারা ভাবছে আমরা কৈফিয়ত দেব। ওদের ধারণা, আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে ইজি কোনো অন্যায় করতে পারে না–কারণ রোবটিক্সের সূত্রেই এটা রয়েছে।'

'ঠিকই তো,' বলল রবার্টসন। 'ওটাই আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন : একেবারে নিশ্ছিদ্র যুক্তি।'

'রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়রের কাছে একজন বিচারকের কাছে এটা অত্যাবশ্যকীয় নয়। তারা বোঝাতে চেষ্টা করবে যে ই.জেড-২৭ সাধারণ রোবটের মতো নয়। এটা একটা পরীক্ষামূলক মডেল যার জন্যে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষায় প্রয়োজন হয়েছে, আর এ ধরনের পরীক্ষার যথোপযুক্ত স্থান হল ইউনিভার্সিটি। তখন তারা প্রমাণের চেষ্টা করবে মাঠ পর্যায়ের এই পরীক্ষা সফল হয়নি। এখন বুঝতে পারছেন এসব কথা হচ্ছে কেন ?'

'কিন্তু ই.জেড-২৭ পুরোপুরি উৎকৃষ্ট মডেল,' তর্ক করল রবার্টসন। 'এটা ছিল সাতাশতম সৃষ্টি।'

'এটা সত্যিকার অর্থে খারাপ দিক,' বিষণ্নভাবে বলল বিবাদি পক্ষের উকিল। 'প্রথম ছাব্বিশটার কি ভুল ছিল ? অবশ্য। কিছু ভুল ছিল। তাহলে সাতাশতমটিতে ভুল থাকবে না কেন ?'

'আগের ছাব্বিশটিকে কোনো ভুল ছিল না। ওদের ব্রেন জটিল ছিল না বলে আমরা গ্রহণ করিনি। এই প্রথম পজিট্রনিক ব্রেনের রোবট তৈরি করা হল। কিন্তু সব রোবটই তাদের তিনটি বিধান মেনে চলবে। এমন কোনো রোবট নেই যা এত ত্রুটিপূর্ণ যে তিনটি বিধান মানবে না।'

www.BanglaBook.org

'ড. লেনিং আমাকে সেটা ব্যাখ্যা করেছেন, মিস্টার রবার্টসন, আর আমি তার কথা মেনে নিয়েছি কিন্তু বিচারক নাও মানতে পারেন। আমরা এমন একজন সৎ ও বিচক্ষণ মানুষের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আশা করছি যিনি রোবট বিদ্যা জানেন না এবং সেটাই তাকে অন্যদিকে চালিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি বা ড. লেনিং বা ড. ক্যালভিন বলেন যে কোনো পজিট্রনিক ব্রেন তৈরি করা হয় "হিট এ্যান্ড মিস" ভাবে, যেমন আপনারা সেটা তৈরি করেছেন। আপনাকে প্রশ্নবাণে নাস্তানাবুদ করে ফেলবে। আমাদের কেসটাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। অতএব এ ধরনের কথা বলাই ভালো।'

রবার্টসন ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'কেবল ইজি যদি কথা বলত।'

বিবাদিপক্ষের উকিল কাঁধ ঝাঁকাল। 'সাক্ষী হিসেবে একটা রোবটের কোনো দাম নেই। সুতরাং আমাদের ভালো কিছু আশা না করাই ভালো।'

'অন্তত ব্যাপারটা কিছু জানতে পারতাম। ইজি এ ধরনের কাজ কেন করল সেটা জানা যেত।'

রেগে গেল ক্যালভিন। তার গালদুটো লাল হল, কণ্ঠে কিছুটা গরম আঁচ—'ইজি কাজটা কেন করল আমরা জানি। ওকে আদেশ করা হয়েছিল। কাউন্সিলকে এটা আমি ব্যাখ্যা করেছি, এখন আপনাকে করব।'

'কে আদেশ করেছে ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবার্টসন। তাকে কেউ এসবের কিছুই বলেনি। এই গবেষকরা নিজেদেরকে ইউ.এস. রোবটের প্রভু মনে করেন, যেন ঈশ্বর।

'বাদি,' উত্তর দিল ড. ক্যালভিন।

'কেন ?'

'জানি না। সম্ভবত মামলা করে টাকা পাবার জন্যে হতে পারে।' কথা বলার সময় ক্যালভিনের নীল চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করতে লাগল।

'তাহলে ইজি সেটা বলছে না কেন ?'

'এটা কি পরিষ্কার না ? তাকে বিষয়টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সেটা কীভাবে জানলেন ?' আক্রমণাত্মকভাবে প্রশ্ন করল রবার্টসন।

'এটা আমার কাছে স্পষ্ট মনে হয়েছে। আমার পেশা হল রোবট সাইকোলজি যদি ইজি সরাসরি বিষয়টির উত্তর না দেবে, সে বিষয়টির প্রসঙ্গে উত্তর দেবে অন্যভাবে। তার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব থাকবে। সে রোবটের সূত্র অনুযায়ী কাজ করবে। তাকে হয়তো বলা হয়েছে, সে এ বিষয়ে কথা বললে কোনো মানুষের ক্ষতি হবে। ধরা যাক প্রফেসর নিন হেইমার মানে যদি তাকে এ কথা বলেছে, আর তাই রোবটের সূত্র অনুযায়ী ইজি চুপ রয়েছে।'

'বেশ,' বলল রবার্টসন। 'তাহলে ওকে কেন ব্যাখ্যা করছেন না যে যদি সে সম্পূর্ণ চুপ থাকে ইউ.এস.রোবটস-এর জন্যে ক্ষতি হবে ?'

'ইউ.এস. রোবটস কোনো মানুষ নয়। রোটিক্সের প্রথম সূত্রে কর্পোরেশনকে মানুষ হিসেবে দেখানো হয়নি। সুতরাং ওকে যদি এখন ওরকম বোঝানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে ওর মস্তিষ্কে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে', মাথা নাড়াল ড. ক্যালভিন।

'আর আমি রোবটের সেরকম ক্ষতি হতে দেব না।'

লেনিং আবহাওয়া স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। 'আমার মনে হয় আমাদের কেবল প্রমাণ করতে হবে যে ইজির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা কোনো রোবটেরই করার সাধ্য নেই। আমরা সেটা করতে পারি।'

'অবশ্যই,' বিরক্ত স্বরে বলল বিবাদি পক্ষের উকিল। 'আপনারা সেটা করতে পারেন। ইজির অবস্থা পরীক্ষা করে তা প্রমাণ করা সম্ভব আর ইজির মানসিক প্রকৃতি পরীক্ষা করবে ইউ.এস. রোবটস-এরই কর্মচারী। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচারকের কাছে তার বিবৃতি গ্রহণযোগ্য হবে না।'

ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে আবার শুরু হল বিচারের কাজ। সবাই যার যার আসনে বসল। সাক্ষী হিসেবে হাজির হল সমস্যাটি যিনি করেছিলেন সেই সাইমন নিন হেইমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথার ছিমছিমে কটা চুল সাইমন নিন হেইমারের। তীক্ষ্ণ নাক, সরু চিবুক। কথা বলার আগে ইতস্তত করা তার অভ্যাস যেন শব্দ প্রয়োগের আগে সেটা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝে নিতে চান। যখন তিনি বলেন, 'সূর্য ওঠে-ইয়ে-পূর্ব দিকে', তখন যে কারো মনে হতে পারে সূর্য মাঝে মাঝে পশ্চিম দিকেও বুঝি ওঠে

বাদিপক্ষের উকিল বলল, 'ইউনিভার্সিটিতে' ই.জেড-২৭ রোবটের নিয়োগ নিয়ে আপনি আপত্তি জানিয়েছিলেন ?'

'আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম, স্যার '

'কেন আপত্তি জানিয়েছিলেন ?'

'আমার মনে হয়েছিল আমরা ইউ.এস. রোবটস-এর উদ্দেশ্য পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। রোবটের নিয়োগের ব্যাপারে তাদের প্রচণ্ড উৎসাহ দেখে আমার সন্দেহ হয়।'

'তার কাজ নিয়ে কি আপনার সন্দেহ হয়েছিল ?'

'আমি যেটা জানি তাহল ও তার কাজ করেনি।'

'ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলবেন ?'

সাইমন নিন হেইমারের বইয়ের নাম 'সোশাল টেনশানস ইনভল্ভড ইন স্পেস-ফ্লাইট অ্যান্ড দেয়ার রেসল্যুশান।' আট বছর ধরে বইটি লিখেছে সে। সমাজ বিজ্ঞানের উপরে লেখা এ বইয়ের স্বভাব অনুযায়ী বেশ কাটাকুটি করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে তাকে আরো সাহায্য করেছে সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক ও অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর জিম বেকার।

গ্যালি প্রুফের একটা থাকত তার কাছে, আরেকটা থাকত জিম বেকারের কাছে; পৃথকভাবে পরীক্ষা করে দুটো মিলিয়ে তৃতীয়টাতে তারা শেষ কাটাকাটি করত। যখন এরকম চলছে, একদিন তরুণ ও সদাহাস্যময়, মিষ্টভাষী বেকার এসে তার কপিটা নিন হেইমারের হাতে দিল। আগ্রহের সাথে বলল, 'প্রথম চ্যাপ্টারটা শেষ করেছি। কয়েকটা মুদ্রণ সংক্রান্ত ভুল ছিল।'

'প্রথম চ্যাপ্টারে ওরকম কিছু থাকেই,' নির্লিপ্তভাবে বলল নিন হেইমার।

'আপনি কি এখন ওটা দেখতে চান ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিন হেইমার বেকারের দিকে গভীরভাবে তাকাল। 'আমি আমার গ্যাল্টিতে কিছু করিনি, জিম। ভাবছি এটা নিয়ে আর খাটাখাটি করব না।'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে তাকাল বেকার। 'খাটাখাটি করবেন না?'

ঠোঁট দুটো ফাঁক করল নিন হেইমার। 'আমি মেশিনের কাজ সম্পর্কে-ইয়ে-জানতে চেয়েছিলাম। মোট কথা, সে ছিল খাঁটি-ইয়ে—মানে প্রুফ রিডার। তারা শিডিউল দিয়েছিল।'

'মেশিন? আপনি ইজির কথা বলছেন?'

'আমার বিশ্বাস ওটা একটা হাস্যকর নাম। ওরাই এ নাম দিয়েছে।'

'কিন্তু ড. নিন হেইমার, আমি ভেবেছিলাম, ওটার ব্যাপারে আপনি পরিষ্কার অবস্থান নিয়েছিলেন।'

'আমারও তাই মনে হয়। তবে আমি-ইয়ে-একটা সুবিধা নিতে চাই।'

'ওহ্। বেশ; আমার মনে হয় এই প্রথম চ্যাপ্টারটায় মিছেমিছি সময় নষ্ট করেছি আমি,' বিষণ্ন গলায় বলল বেকার।

'সময় নষ্ট করনি। আমরা মেশিনের ফলাফলের সাথে তোমারটা মেলাতে পারব। মানে ওরটা চেক করা হয়ে যাবে।'

'আপনি যদি তাই চান, কিন্তু—?'

'বল?'

'আমি সন্দেহ করছি আমরা ইজির কাছে কোনো ভুল হয়েছে তা খুঁজে বের করব। কিন্তু আমার মনে হয় ওর কাজে এখন পর্যন্ত কেউ কোনো ভুল পায়নি।'

'আমি পাব,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল নিন হেইমার।

চারদিন পর প্রথম চ্যাপ্টারটা আবার নিয়ে এল বেকার। এটা হল নিন হেইমারের কপি, ইজি সংশোধন করে দিয়েছে।

বেকার ছিল বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল, 'ড. নিন হেইমার, সব ভুল যদি ধরতে পারিনি-একডজন মিস করেছিলাম! পুরো ব্যাপারটা ধরতে ইজির সময় লেগেছে মাত্র বারো মিনিট!'

কাগজের গুচ্ছে চোখ বোলাল নিন হেইমার। পেন্সিল মার্জিনে দেয়া চিহ্নগুলো। বলল, 'তুমি আর আমি মিলে যেটা করতে পারতাম, এটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেরকম সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা এটাতে সুজুকির, "নিম্ন মাধ্যাকর্ষণের স্নায়ুজনিত প্রভাব" বিষয়টা ঢোকাতাম।'

'আপনি বলতে চাইছেন "মোশিওলজিক্যাল রিভিউস" পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখটি ?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আপনি ইজির কাছে অসম্ভব কাজ আশা করতে পারেন না। ও আমাদের হয়ে লিটারেচার পড়তে পারে না।'

'সেটা আমি বুঝি। সত্যি বলতে কি, আমি বিষয়টা ঢোকানোর জন্য তৈরি করে রেখেছি। আমি দেখতে চাই মেশিনটা ওটা বুঝতে পেরে কীভাবে তা-ইয়ে-ঢোকায়।'

'ও সেটা পারবে।'

'আমি নিশ্চিত হতে চাই।'

ইজির সাথে সাক্ষাতের জন্যে দেখা করতে চাইল নিন হেইমার। শেষ সন্ধ্যায় পনেরো মিনিটের বেশি তাকে সময় দেয়া হল না।

কিন্তু এই পনেরো মিনিটই ইজির জন্যে যথেষ্ট. রোবট ই.জেড-২৭ তখুনি পুরো বিষয়টা নিজের মধ্যে ধারণ করে নেয়।

প্রথমবারের মতো রোবটের এতটা সান্নিধ্যে এসে অস্বস্তি বোধ করে নিন হেইমার। যেন একজন মানুষকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এমনভাবে প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তার, 'তুমি কী তোমার কাজে সুখী ?'

'প্রচণ্ড সুখী, প্রফেসর নিন হেইমার,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল ইজি। তার চোখের ফটোসেল জ্বল জ্বল করতে লাগল।

'তুমি আমাকে চেন ?'

'সত্যি কথা বলতে কী গ্যালিতে তথ্য যোগ করছেন সে হিসেবে আপনি আমার কাছে পরিচিত। আর গ্যালিতে তথ্য সংযোগ করা থেকেই বোঝা যায় আপনি হলেন এ বইয়ের লেখক। গ্যালি প্রুফের প্রতিটা পৃষ্ঠায় লেখকের নাম আছে।'

'বুঝেছি। তুমি তখন-ইয়ে-অনুমান করে নিয়েছ। আমাকে বল-এ পর্যন্ত বইটা তোমার কেমন লেগেছে ?'

ইজি বলল, 'খুব আরামদায়ক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আরামদায়ক ? এটা-ইয়ে- আবেগহীন একটা যন্ত্রের জন্যে বেমানান শব্দ। আমি বলতে চাইছি তোমার কোনো আবেগ নেই।'

'আপনার বইয়ের প্রতিটা অক্ষর আমার সার্কিটে ঢুকে গেছে।' ব্যাখ্যা করল ইজি। 'বইয়ের বিষয়বস্তু আমার মস্তিষ্ক পথে কোনোরকম সামান্য চাপ সৃষ্টি করেনি : সেগুলো এমনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যে তার একটাই অর্থ হয়, "আরামদায়ক"। আবেগের কোনো ব্যাপার নয়।'

'বুঝলাম। বইটাকে তুমি আরামদায়ক বলছ কেন ?'

'এটা মানুষকে নিয়ে লেখা প্রফেসর, অজৈব বিষয় নিয়ে লেখা নয়, কিংবা এতে কোনো গাণিতিক চিহ্ন নেই। আপনার বইয়ের প্রচেষ্টা হল মানুষকে বোঝান ও মানুষের সৌভাগ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।'

'এটাই তোমার সার্কিটে ধরা পড়েছে ? এটাই ?'

'এটাই, প্রফেসর।'

পনেরো মিনিট অতিবাহিত হল। উঠল নিন হেইমার। সোজা চলে এল লাইব্রেরিতে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে বের করল রোবট বিদ্যার উপর লেখা একটা মৌলিক বই। তারপর ওটা নিয়ে চলে এল বাড়িতে।

মাঝে মাঝে দু-একটা তথ্য ঢোকান ছাড়া এরপর আর গ্যালিতে হাত দেয়নি নিন হেইমার। ইজির কাছ থেকে ফিরে আসা গ্যালি প্রকাশকের কাছে চলে গেল। প্রথম দিকে নিন হেইমার একটু আধটু দেখত-শেষের দিকে একেবারেই না।

বেকার কিছুটা অস্বস্তির সাথে বলল, 'রোবটটার কারণে নিজেকে আমার অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।'

'তুমি বরং নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার সময় পাচ্ছ,' বলল নিন হেইমার।

'আমার ভালো লাগছে না। গ্যালির ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছে। আমি জানি আমার চিন্তাটা হাস্যকর।'

'হ্যাঁ।'

'মাঝে একবার ইজির কাছ থেকে কিছু পাতা নিয়ে ছাপাখানায় দেবার আগে পড়েছিলাম—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী !' ক্রুদ্ধচোখে তাকাল নিন হেইমার। 'তুমি মেশিনটাকে তার কাজের মধ্যে বাধা দিয়েছ ?'

'মাত্র এক মিনিট। সব কিছুই ঠিক ছিল। কেবল একটি শব্দ পরিবর্তন করেছিল সে। আপনি কোনো এক জায়গায় "অপরাধী" শব্দটা লিখেছিলেন, ও সেটাকে পাল্টে লেখে "অপরিণামদর্শী"। তার কাছে মনে হয়েছে বিষয়ের সাথে মিল রেখে দ্বিতীয় শব্দটাই ঠিক।'

অপরের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখে এমনভাবে তাকাল নিন হেইমার। 'তোমার কী মনে হয়েছে ?'

'আপনি জানেন, আমি ওটার সাথে একমত। আমি ওটাই রেখে দিয়েছি।'

নিন হেইমার তার সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে তরুণ সহযোগীর মুখোমুখি হল, 'শোনো, আশা করি আবার তুমি এ ধরনের কাজ করবে না। যেহেতু মেশিনটা আমি ব্যবহার করছি, আমার ইচ্ছা ওর কাছ থেকে-ইয়ে-পুরো সুবিধা নিয়ে নেয়া। তোমার এ ধরনের তত্ত্বাবধানে আমার কিছুই লাভ হবে না। বুঝতে পেরেছ ?'

'জ্বী, ড. নিন হেইমার,' নরম গলায় বল বেকার।

'সোশাল টেনশান'-এর প্রথম কপিটা ড. নিন হেইমারের অফিসে পৌঁছাল মে মাসের আট তারিখে। সে উল্টেপাল্টে কয়েকটা পাতা দেখল, দু-এক জায়গায় পড়ল কয়েক লাইন। তারপর কপিগুলো সরিয়ে রাখল।

শেষে ওটার কথা সে ভুলেই গেল। আট বছর ধরে সে বইটার কাজ করেছে, কিন্তু এখন গত কয়েক মাসে ইজি যখন বইটার ভার তার কাঁধ থেকে তুলে নিল তখন অন্য কাজে জড়িয়ে পড়ল সে। এমনকি সাধারণ সৌজন্য কপি হিসেবে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে একটা কপি পাঠানোর কথাও মনে রইল না। শুধু তাই নয়, বেকার যে কাজটার জন্যে এত পরিশ্রম করেছে, যেহেতু শেষ মিটিং-এ তার কপালে তিরস্কার জুটেছিল, তাই সেও কোনো কপি গ্রহণ করল না।

জুনের ষোলো তারিখে এই অবস্থার শেষ হল। নিন হেইমার একটা ফোন কল রিসিভ করল এবং প্লেটে একটা মুখ দেখে অবাক হল সে।

'স্পাইডেল ! তুমি শহরে আছ ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, স্যার। আমি এখন ক্রিভল্যান্ডে।' স্পাইডেলের কণ্ঠটা আবেগে কেঁপে উঠল।

'তারপর বল, ফোন করলে কেন?'

'কারণ এইমাত্র তোমার বইটা পড়ে শেষ করলাম। নিন হেইমার, তুমি কী পাগল হলে, তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

পেশি শক্ত হয়ে গেল নিন হেইমারের। 'কোনো কিছু কি–ইয়ে–ভুল হয়েছে?' সতর্কতার সাথে প্রশ্ন করল সে।

'ভুল? বইয়ের ৫৬২ পৃষ্ঠা দেখ। আমার তত্ত্বকে তোমার মতো করে ব্যাখ্যা দেবার দায়িত্ব কে দিয়েছে তোমাকে? আমি কী লিখেছি যে অপরাধ সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব অস্তিত্বহীন? দাঁড়াও, পড়ে শোনাচ্ছি—'

'রাখো! রাখো!' চিৎকার করে উঠল নিন হেইমার। বইয়ের পাতা উল্টে খোঁজার চেষ্টা করল সে। 'আমি দেখছি আমি...হায় ঈশ্বর!'

'দেখেছ?'

'স্পাইডেল, বুঝতে পারছি না এটা কীভাবে ঘটল। আমি এটা কখনোই লিখিনি।'

'কিন্তু এটা ছাপা হয়েছে! এই বিকৃতি ভয়ানক সমস্যা নয়। তুমি ৬৯০ পৃষ্ঠায় দেখ। চিন্তা করো ইপা টিয়েভের সূত্রকে পুরো উল্টে দিয়েছ। বইয়ে এরকম অসংখ্য ছিদ্র আছে। আমি জানি না তুমি কী চিন্তা করছিলে–তবে যাই চিন্তা করো না কেন বইগুলো বাজার থেকে তুলে নাও। আর অ্যাসোসিয়েশনের আগামী মিটিং-এ বিশাল দুঃখ প্রকাশের জন্যে প্রস্তুত থেক।'

'স্পাইডেল, আমার কথা শোনো—'

কিন্তু পর্দা থেকে হঠাৎ করেই সরে গেল স্পাইডেল, পনেরো সেকেন্ড পর মুছে গেল তার ছবি।

তখন পুরো বইটা পড়ে ফেলল নিন হেইমার, আর পাতাগুলোয় লাল কালির দাগ দিয়ে রাখল।

যখন পুনরায় ইজির মুখোমুখি হল সে, মেজাজটা অতি কষ্টে ঠাণ্ডা রাখল, তবে ঠোঁট দুটো সাদা হয়ে উঠল তার। বইটা ইজির দিকে বাড়িয়ে দিল সে। বলল, 'তুমি কি চিহ্ন দেয়া ৫৬২, ৬৩১, ৬৬৪ ও ৬৯০ পৃষ্ঠাগুলো পড়ে দেখবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইঙ্গি এক পলক তাকাল সেদিকে। 'জ্বী, প্রফেসর নিন হেইমার।'

'আমি তোমাকে যে মূল গ্যালি দিয়েছিলাম এটা তা নয়।'

'না, স্যার। এটা নয়।'

'তুমি কি এটা পরিবর্তন করেছিলে, এখন যেমন আছে সেরকম ?'

'জ্বী, স্যার।'

'কেন ?'

'বইটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল ওই সব জায়গায় কিছু কিছু কথা মানব সম্প্রদায়ের জন্য খুব খারাপ হয়েছে। এর ফলে তাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও আছে। তাই সেসব জায়গায় আমি প্রয়োজন মতো পরিবর্তন ঘটিয়েছিলাম।'

'কী দুঃসাহস তোমার যে এরকম তুমি করেছ ?'

'প্রথম সূত্র অনুসারে আমি এমন কিছু হতে দিতে পারি না যা মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে। নিশ্চিতভাবে আপনার বইটা ব্যাপক প্রচার পাবে, ছাত্ররা সেসব পড়বে, আর আপনি যা বলেছেন তাতে মানুষের ক্ষতি হবে।'

'কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ এখন ক্ষতি হবে আমার ?'

'এটা তুলনামূলক কম ক্ষতি।'

প্রফেসর নিন হেইমার প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল, হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সে। তার কাছে এটা স্পষ্ট যে ইউ.এস.রোবটসকে এই কৃতকর্মের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বিবাদিপক্ষের টেবিলে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দিল। এতক্ষণ বিবাদিপক্ষের উকিলের জেরার উত্তরে নিন হেইমার কথাগুলো বলছিল।

'তাহলে ই.জেড-২৭ নিজেই আপনাকে বলেছিল যে রোবটিক্সের প্রথম সূত্র অনুযায়ী ও আপনার বইয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছে ?'

'ঠিক, স্যার।'

'এ রকম না করে তার উপায় ছিল না ?'

'জ্বী, স্যার।'

'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে ইউ.এস. রোবটস এমন একটা রোবটের ডিজাইন করেছে যেটা নিজের ইচ্ছে মতো লেখকের বক্তব্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাল্টে দিতে পারে. অথচ ওটাকে চালান হচ্ছে সাধারণ প্রুফ রীডার হিসেবে। আপনি কী এটাই বলছেন ?'

বিবাদি পক্ষ প্রবল আপত্তি তুলল। বিচারক আগের কথাগুলো নথিভুক্ত করল না, বাদিকে সতর্ক করে দিল জেরার স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলতে। তবে সন্দেহ রইল না যে বাদির যা বোঝাবার সেটা বিচারকের মাথায় ঢুকেছে :

জেরা শুরু করার আগে বিবাদিপক্ষের উকিল পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নেয়। তাকে সময় দেয়া হয়।

সে সুজান ক্যালভিনের দিকে ঝুঁকল। 'এটা কী সম্ভব, ড. ক্যালভিন ? প্রফেসর নিন হেইমার কি সত্যি বলছেন ? ইজি কি প্রথম সূত্র অনুযায়ী এরকম করতে পারে ?'

ক্যালভিন নিজের ঠোঁট পরস্পরের সাথে চেপে রাখল, তারপর বলল, 'না। এটা সম্ভব নয়। নিন হেইমারের সাক্ষ্যের শেষ অংশটা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা। সমাজবিদ্যা বিষয়ক তত্ত্বের গূঢ় অর্থ বুঝে কাজ করার মতো করে ইজির মস্তিষ্ক তৈরি হয়নি। এ ধরনের বই যে মানুষের ক্ষতি করতে পারে সেটা কখনোই ওকে বলা হয়নি। ওকে ওভাবে তৈরিই করা হয়নি।'

'আমার মনে হয় সাধারণের কাছে আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারব না,' হতাশ গলায় বলল বিবাদিপক্ষের উকিল।'

'ঠিক', স্বীকার করল ক্যালভিন। 'প্রমাণ করাটা বেশ শক্ত। তবে আমাদের উচিত নিন হেইমার যে মিথ্যে কথা বলছেন সেটা প্রমাণ করা। আমাদের পরিকল্পনা বদলানোর প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক আছে, ড. ক্যালভিন', বলল বিবাদি পক্ষের উকিল।' এ ব্যাপারে আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। আমরা আগের পরিকল্পনা মতো এগোব।'

আদালত কক্ষে বিচারক হাতুড়ি পিটিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন, কাঠগড়ায় দাঁড়াল ড. নিন হেইমার। সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

বিবাদিপক্ষের উকিল সতর্কতার সাথে ও শান্ত গলায় শুরু করল। নিন হেইমার, আপনি বলতে চাইছেন, ষোলোই জুন ড.

www.BanglaBook.org

স্পাইডেলের ফোন পাবার আগ পর্যন্ত আপনার পাণ্ডুলিপির এই সব পরিবর্তনের কথা কিছুই জানতেন না ?'

'ঠিক তাই, স্যার।'

'রোবট ই.জেড-২৭ প্রুফ দেখার পরে আপনি কখনো গ্যালিটা দেখে দেননি ?'

'প্রথমে দেখতাম, কিন্তু আমার কাছে সেটা অপ্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে হয়েছে। আমি ইউ.এস.রোবটস-এর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার হল—ইয়ে—বইয়ের চারভাগের শেষ একভাগ পরিবর্তন করা হয়েছে—'

'আপনার সহকর্মী ড. বেকার একবার একটা ভুল ধরেছিলেন গ্যালিতে। মনে পড়ে আপনার ?'

'জ্বী, স্যার। আমি আগেই বলেছি সে কথা। রোবটটা সেখানে একটা মাত্র শব্দ পরিবর্তন করেছিল।'

'তারপরও আপনি গ্যালি পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন মনে করেননি ?'

'আমি আগেই আপনাকে বলেছি—আমি ইউ.এস. রোবটস-এর প্রচারণা বিশ্বাস করেছিলাম।'

'আপনার সহকর্মী ড. বেকার যখন রোবটের কাজটা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিল, আপনি তাকে তিরস্কার করেছিলেন ?'

'আমি তিরস্কার করিনি। আমার মনে হয়েছিল তার—ইয়ে—সময় নষ্ট করে লাভ নেই। অন্তত আমার মনে হয়েছিল এটা সময়ের অপচয়। একটি শব্দ পরিবর্তনকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনি—'

গালাটা চড়াল বিবাদিপক্ষের উকিল, 'আমার কোনো সন্দেহ নেই যে শব্দ পরিবর্তনে আপনার উৎসাহ ছিল। আপনি ড. বেকারের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।'

'না, স্যার। ক্রুদ্ধ হইনি।'

'আপনি বইটা প্রকাশিত হবার পর তাকে একটা কপিও দেননি।'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। এমনকি লাইব্রেরিতেও আমি বইয়ের কপি দেইনি।' সতর্কতার সাথে হাসল নিন হেইমার, 'অধ্যাপকেরা ভুলো মনের জন্যে কুখ্যাত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিবাদিপক্ষের উকিল বলল, 'আপনার কাছে কি ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়নি যে প্রায় একবছরের বেশি নির্ভুলভাবে কাজ করার পর রোবট ই.জেড-২৭ আপনার বইটাতেই কেবল ভুল করতে লাগল ? বইটা যেটা আপনি লিখেছেন, সব মানুষের জন্যে, সেটা কি রোবটের সবচেয়ে শত্রুপক্ষীয় !'

'আমার বইটা শুধুমাত্র মানবীয় সংক্রান্ত। হয়তো রোবটিক্সের তিনটি বিধান তার বিরুদ্ধে কাজ করেছে।'

'অনেক সময় ড. নিন হেইমার,' বলল বিবাদি পক্ষের উকিল, 'আপনি রোবট বিশেষজ্ঞের মতো কথা বলার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ করেই আপনি রোবট বিদ্যার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়লেন। লাইব্রেরি থেকে এ বিষয়ের উপর বইও তুলেছিলেন। আপনি ফলাফল দেখতে চেয়েছিলেন, তাই না ?'

'একটি মাত্র বই তুলেছিলাম, স্যার। সেটা ছিল—ইয়ে—স্বাভাবিক কৌতূহল।'

'কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে রোবট বিদ্যার প্রতি আপনার আগ্রহের কারণে আপনি নিজে ইচ্ছে মতো বইটার বিভিন্ন জায়গায় বদল করেননি ?'

উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল নিন হেইমার। 'অবশ্যই ন', স্যার।'

বিবাদিপক্ষের উকিলের গলা আরো চড়ল—'আপনি নিশ্চিত, আপনিই বদল করেননি ?'

সমাজ বিজ্ঞানীরও গলা কিছুটা চড়ল—'কি—ইয়ে—ইয়ে—উদ্ভট কথা ! আমার গ্যালিগুলো রয়েছে—'

বাদিপক্ষের উকিল এবার উঠে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল, 'ইউর অনার, আপনার অনুমতিক্রমে প্রমাণ হিসেবে ড. নিন হেইমারের গ্যালির সাথে প্রকাশকের কাছে পাঠান রোবট ই.জেড-২৭ গ্যালি মিলিয়ে দেখা হোক।'

অস্থিরভাবে হাত নাড়ল বিবাদি পক্ষের উকিল, 'তার দরকার নেই। আমার সম্মানিত প্রতিপক্ষ গ্যালি দুটো পরীক্ষা করে দেখার কথা বলছেন। ও দুটোর মধ্যে অমিল থাকবে আমি নিশ্চিত। আমি জানতে চাইছি ড. বেকারের গ্যালির কথা, কোথায় সেটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ড. বেকারের গ্যালি ?' নিন হেইমার ভ্রু কোঁচকাল।

'জ্বী, প্রফেসর ! আমি বলতে চাইছি ড. বেকারের গ্যালি। আপনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে গ্যালির আলাদা একটা কপি ড. বেকার নিয়েছিলেন।'

নিন হেইমার বলল, 'ড. বেকারের গ্যালির কথা মনে পড়েছে। প্রুফ রিডিং মেশিনের কাছে যাবার পর ওগুলোর আর প্রয়োজন ছিল না।'

'তাই ওগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলেন ?'

'না। আমি ওগুলো ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিই।'

'পুড়িয়ে ফেলেন আর ফেলে দেন–পার্থক্যটা কী ? আসল কথা হল ওগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'সেটা কোনো অন্যায় নয়—' দুর্বলভাবে বলতে শুরু করল নিন হেইমার।

'অন্যায় নয় ?' গর্জন করে ওঠে বিবাদিপক্ষের উকিল। 'এখন ওটা পরীক্ষা করে দেখার কোনো উপায় নেই। এমনও তো হতে পারে প্রথমে আপনি আপনার গ্যালিতে বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন করেছিলেন এবং পরে ড. বেকারের গ্যালি থেকে নিয়ে সেই পাতাগুলো বদলে রেখেছেন। আর এভাবে রোবটকে বল প্রয়োগ করে সব পরিবর্তন—'

প্রচণ্ডভাবে আপত্তি তুলল বাদিপক্ষের উকিল। বিচারক শেন সামনের দিকে ঝুঁকলেন। তার গোলাকৃতি মুখে ফুটে উঠল রাগের চিহ্ন। বিবাদি পক্ষের উকিলকে তিনি বললেন, 'আপনি এই মাত্র যে বিশেষ অভিযোগ করলেন, আপনার কাছে কি এর কোনো প্রমাণ আছে, কাউন্সেলের ?'

বিবাদিপক্ষের উকিল শান্তভাবে বলল, 'প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই, ইওর অনার। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় তা হল বাদি নিজে ছিল একজন রোবট বিদ্বেষী, কিন্তু হঠাৎ করে তিনি রোবট বিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়েন। গ্যালি পরীক্ষা করে দেখতে তার অস্বীকৃতি কিংবা অন্য কাউকে গ্যালিগুলো দেখতে দিতে তার বাধা দেয়া, বই প্রকাশ হবার পরে বইটা কাউকে দেখতে না দেয়া, এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কাউন্সেলর,' অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিলেন বিচারক, 'এটা অনুমান করে সিদ্ধান্ত দেবার জায়গা নয়। প্রমাণ ছাড়া ফরিয়াদির বিচার চলে না। আর আপনি এভাবে তাকে জেরা করতে পারেন না। আপনি জেরা করতে চাইলে আইন সঙ্গতভাবে তাকে জেরা করুন। আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি আদালত কক্ষে এ ধরনের বক্তব্য জাহির করবেন না।'

'আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই, ইওর অনার।'

বিবাদিপক্ষের উকিল ফিরে এসে তার টেবিলে বসলে রবার্টসন উত্তেজিতভাবে ফিস ফিস করে বলল, 'ঈশ্বরের দিব্যি, কী লাভ হল ? বিচারক এখন আমার বিপক্ষে চলে গেলেন।'

বিবাদি পক্ষের উকিল শান্তকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু নিন হেইমার ঘাবড়ে গেছে। কাল সকালে যাতে নড়াচড়া করতে পারে সেজন্য ওকে আমরা সময় দিলাম। দেখা যাক।'

গভীরভাবে মাথা নাড়ল সুজান ক্যালভিন।

বাকি সাক্ষীদের তুলনামূলক কম জেরা করা হল। ড. বেকারকে ডাকা হল, সে বেশিরভাগই সমর্থন করল নিন হেইমারের দেয়া সাক্ষ্য। ডাকা হল ড. স্পাইডেল ও ড. ইপার্টিয়েভকে, তারা ড. নিন হেইমারের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের হতাশার অনুভূতি জানাল। তাদের মতে, ভুলগুলোর জন্যে ড. নিন হেইমারের পেশাগত খ্যাতি মারাত্মক ক্ষতি হবে।

প্রমাণ হিসেবে গ্যালিগুলো ও প্রকাশিত বইয়ের কপি পেশ করা হয়।

বিবাদিপক্ষের উকিল এদিন খুব একটা জেরা করল না। জেরার কাজ পরদিন আবার শুরু হবে ঘোষণা দিয়ে আদালত মুলতবি করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে বিচার কাজের শুরুতেই বিবাদিপক্ষের উকিল প্রথম কাজটা শুরু করল। সে অনুরোধ করল বিচার কাজে দর্শক হিসেবে রোবট ই.জেড-২৭ কে উপস্থিত করতে।

তখুনি আপত্তি জানাল বাদিপক্ষের উকিল। বিচারক দুপক্ষকেই আসন গ্রহণ করতে বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাদিপক্ষের উকিল উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, 'এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি। একটা রোবটকে কখনো সাধারণ লোকজনের মতো সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

বিবাদিপক্ষ বলল, 'আদালত এটা করতে পারে কারণ এই কেসটার সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে।'

'একটা বিশাল যন্ত্রের স্থূল আচরণ আমার মক্কেল ও সাক্ষীদের ডিসটার্ব করবে। এটা বিচারের কাজকে তালগোল পাকিয়ে দেবে।'

কথাটার সাথে একমত হলেন বিচারক। বিবাদিপক্ষের উকিলের দিকে ঘুরলেন তিনি, রুষ্ট গলায় বললেন, 'আপনার এই অনুরোধের কারণ কী ?'

বাদিপক্ষের উকিল বলল, 'এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না, ইওর অনার। সাক্ষী হিসেবে সে আসতে পারে না, কারণ রোবটটা তো ইউ. এস রোবটস-এর তৈরি আর এই কেসে ইউ.এস. রোবটস হল প্রতিপক্ষ।'

'ইওর অনার,' বলল বিবাদিপক্ষের উকিল। 'যেকোনো প্রমাণের বৈধতার সিদ্ধান্ত দেবেন আপনি, বাদিপক্ষের উকিল দেবে না। অন্তত আমি তাই মনে করি।'

বিচারক শেন বললেন, 'আপনার মনে করা ঠিক আছে। তবু এখানে একটা রোবটকে উপস্থিত করা করা হলে বৈধতার প্রশ্ন উঠবে।'

'অবশ্যই, ইওর অনার। কিন্তু বিচারের প্রয়োজনে অন্যের ইচ্ছাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। যদি রোবট উপস্থিত না হয়, বর্তমানে আমরা নিজেদের রক্ষার জন্যে কেবল আত্মপক্ষ সমর্থন করব।'

ছাড় দিলেন বিচারক, 'রোবটকে এখানে কীভাবে বহন করে আনা হবে সেটা একটা ব্যাপার।'

'সেটা ইউ. এস. রোবটস দেখবে। আদালতের বাইরে আমাদের একটা ট্রাক রাখা আছে। রোবট বহন করার জন্যে সরকারের নীতি অনুসারে ট্রাকটা তৈরি করা হয়েছে। রোবট ই. জেড-২৭ একটা বাক্সের মধ্যে আছে। দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে ওটা। ট্রাকের দরজা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সতর্কতাও নেয়া হয়েছে।'

'আপনি মনে হয় নিশ্চিত ছিলেন যে,' আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন বিচারক শেন, 'এই পয়েন্টে রায় আপনার দিকে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই না, ইওর অনার। যদি আপনি রাজি না হতেন, আমরা স্রেফ ট্রাকেরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম। আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার কোনো পূর্ব ধারণা ছিল না।'

মাথা নাড়লেন বিচারক, 'বিবাদিপক্ষের অনুরোধ মঞ্জুর করা হল।'

ডলিতে করে একটা ভারি বাক্স ঠেলে নিয়ে এল দুজন লোক। বাক্সটা খুলল। আদালত কক্ষে নেমে এল পিনপতন নীরবতা।

সেলোফর্মের পুরু আবরণটা সরে যাওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষা করল সুজান ক্যালভিন, তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'এসো ইজি।'

ক্যালভিনের দিকে তাকাল রোবটটা, তারপর বড় ধাতব হাত দিয়ে ক্যালভিনের হাতটা ধরল।

একটা বিশাল চেয়ারে সাবধানে বসল ইজি, শব্দ করে উঠলেও ভাঙল না চেয়ারটা।

বিবাদিপক্ষের উকিল বলল, 'ইওর অনার, সময় মতো আমরা প্রমাণ করব যে এটা সত্যিকারের রোবট ই. জেড-২৭, নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষাকালীন সময়ে আমরা যে বিশেষ রোবটটাকে দিয়েছিলাম।'

'বেশ,' বললেন বিচারক। 'সেটার প্রয়োজন হবে।'

'এখন,' বলল বিবাদিপক্ষের উকিল—'আমি আমার প্রথম সাক্ষীকে ডাকছি। প্রফেসর সাইমন নিন হেইমার, প্লিজ।'

কেরানি ইতস্তত করল, তাকাল বিচারকের দিকে। বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন করলেন বিচারক, 'আপনি বাদিকে আপনার সাক্ষী হিসেবে ডাকছেন?'

'জ্বী, ইওর অনার।'

'আশা করি আপনি সচেতন যে আপনার সাক্ষী হিসেবে তার মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেবেন না।'

নরম গলায় বিবাদি পক্ষের উকিল বলল, 'আমার একমাত্র কাজ হল সত্য উদ্ধার করা। এর জন্যে অল্প কিছু প্রশ্ন করার চেয়ে বেশি কিছু করার প্রয়োজন হবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ,' সন্দেহপূর্ণ গলায় বললেন বিচারক। 'আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে কেসটাকে চালনা করেছেন। সাক্ষীকে ডাকুন।'

কাঠগড়ায় দাঁড়াল নিন হেইমার, শপথ নিল। আগের দিনের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে।

কিন্তু সদয়ভাবে তার দিকে তাকাল বিবাদিপক্ষের উকিল।

'প্রফেসর নিন হেইমার আপনি আমার মক্কেলের কাছে সাড়ে সাত লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেছেন।'

'ইয়ে-হ্যাঁ।'

'এটা অনেক টাকার ব্যাপার।'

'আমারও ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি।'

'নিশ্চয়ই অত বেশি না। যে বিষয়টা নিয়ে এত প্রশ্ন সেটা বইয়ের অল্প কিছু পাতা জুড়ে। সম্ভবত এগুলো দুর্ভাগ্যজনক পাতা, কিন্তু কখনো কখনো অনেক বইয়ে এরকম ভুল হয়।'

নিন হেইমারের নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠল, 'স্যার, এই বইটা ছিল আমার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন বইটা আমাকে একজন অযোগ্য স্কলার বানিয়েছে। আমার সম্মানিত বন্ধু বান্ধব ও সহযোগীদের কাছে আমি একজন হাস্যকর ব্যক্তি হয়ে গেছি। আমার সুনাম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আমার যে ক্ষতি হয়েছে সারাজীবনেও তা পূরণ হবার নয়। আমার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হতে চলেছে। আমার জীবনটা – ইয়ে – ব্যর্থ ও চূর্ণ হয়ে গেছে।'

কথার মাঝখানে কোনো বাধা দিল না বাদিপক্ষের উকিল।

কিন্তু কথা শেষ হবার পর সে খুব নরম গলায় বলল, 'কিন্তু প্রফেসর নিন হেইমার, এই বয়সে আপনি নিশ্চয় এত টাকা উপার্জনের আশা করতে পারেন না। আপনার বাকি জীবনে দেড় লাখ ডলারও রোজগার করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আপনি আদালত পাঁচগুণ বেশি দাবি করছেন।'

নিন হেইমার আবেগে বলতে শুরু করল, 'আমার কেবল পুরো জীবনটাই ধ্বংস হচ্ছে না, ভবিষ্যতে প্রজন্মরা আমাকে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর বদলে – ইয়ে – আহাম্মক বা উন্মাদ হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকবে। আমার এতদিনের খ্যাতি চিরদিনের মতো চাপা পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে। শুধু মৃত্যু পর্যন্তই আমি ধ্বংস হব না, মৃত্যুর পরেও আমি ধ্বংস হব। কারণ লোকজন কখনো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে একটা রোবট ভুলগুলো ঘটিয়েছিল—'

এ সময়ে রোবট ই. জেড-২৭ উঠে দাড়ায়। সুজান ক্যালভিন তাকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করল না। সামনের দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে বসে থাকল সে। বাদীপক্ষের উকিল আস্তে করে নিশ্বাস ছাড়ল।

ইজির সুরেলা কণ্ঠ পরিষ্কার শোনা গেল। সে বলল, 'আমি আপনাদের প্রত্যেককে এটা বলতে চাই যে গ্যালি প্রুফের কিছু কিছু স্থানে পরিবর্তনগুলো আমিই করেছিলাম। যেটা প্রথমটাতে—'

বাদিপক্ষের উকিলও এতটা বিস্মিত হয়ে পড়েছিল যে বাধা দেবার বদলে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সাত ফুট লম্বা রোবটটার দিকে। যখন বাধা দেবার কথা মনে হল, এতক্ষণ দেরি হয়ে গেছে অনেক। নিন হেইমার কাঠ গড়ার চেয়ারে উঠে দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করে বলল, 'জাহান্নামে যা। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলাম—'

হঠাৎ থেমে গিয়ে চুপ করে যায় নিন হেইমার। ইজিও চুপ হয়ে যায়। বাদী পক্ষের উকিল তখন উঠে দাঁড়াল, পুরো ব্যাপারটা আইন বিরুদ্ধে বলে আপত্তি তোলে।

বিচারক শেন বেপরোয়াভাবে হাতুড়ি পেটান, 'চুপ ! চুপ ! এখানে আপত্তি তোলা হয়েছে, কিন্তু বিচারক হিসেবে আমি প্রফেসর নিন হেইমারকে তার বক্তব্য পুরোটা শেষ করার নির্দেশ জানাচ্ছি। আমি স্পষ্ট তাকে বলতে শুনেছি যে রোবটকে তিনি কিছু একটা বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি আপনার এ পর্যন্ত সাক্ষ্যে কোথাও উল্লেখ করেননি যে রোবটকে আপনি কিছু একটা ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন !'

নিন হেইমারের নির্বাক মুখে তাকিয়ে রইল বিচারকের দিকে।

বিচারক শেন বললেন, 'আপনি কি কোনো কিছুর ব্যাপারে চুপ থাকতে রোবট ই. জেড-২৭ কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ? যদি তাই হয়, তাহলে কোন ব্যাপারে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ইওর অনার—' কর্কশ শোনাল নিন হেইমারের কণ্ঠ, কথাটা সে শেষ করতে পারল না।

বিচারক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'এটা সত্যি যে রোবটকে দিয়ে আপনি গ্যালিতে পরিবর্তনগুলো করেছিলেন এবং তারপর ওকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ চুপ থাকতে।'

বাদিপক্ষের উকিল তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু নিন হেইমার চিৎকার করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! আমিই করিয়েছিলাম।' কাঠগড়া থেকে দৌড়ে চলে গেল সে। দরজার কছে গিয়ে থামল। তারপর পেছনের শেষ সারিতে গিয়ে বসে দুহাতের মাঝে মাথাটা গুঁজে পড়ে রইল।

বিচারক শেন বললেন, 'আমার কাছে এটা প্রমাণিত যে রোবট ই জেড-২৭ কে এখানে কৌশল হিসেবে আনা হয়েছে। সত্য উদঘাটন হয়েছে সত্য, কিন্তু বিবাদি পক্ষের উকিলকে এ ধরনের কাজ ভবিষ্যতে না করার অনুরোধ করব, কারণ এতে বিচার কাজে মারাত্মক ক্ষতি হয়। এখন এটা স্পষ্ট যে বাদি নিন হেইমারের নির্দেশেই রোবটটা ভুলগুলো গ্যালিতে প্রবেশ করায়। এটা নিন হেইমারের ব্যাখ্যার অতীত এক জালিয়াতি, আর এটার কারণেই তার ক্যারিয়ার ধ্বংসের মুখে—'

বলাবাহুল্য, বিচারে বিবাদিপক্ষের জয় হয়।

ইউনিভার্সিটি হলে ড. নিন হেইমারের ব্যাচেলর কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হল ড. সুজান ক্যালভিন। তার গাড়িটা চালিয়ে আনছিল যে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার, সে ক্যালভিনের সাথে উপরে আসতে চাইল, কিন্তু ক্যালভিন তাচ্ছিল্যভাবে তাকাল তার দিকে।

'তুমি কী ভাবছ সে আমাকে আঘাত করবে ? এখানেই অপেক্ষা করো।'

কাউকে আঘাত করার মতো মেজাজ নেই নিন হেইমারের সময় নষ্ট না করে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করছিল সে। ক্যালভিনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল, বলল, 'আপনি কী আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন ? তার আর দরকার নেই। আমার টাকা নেই, চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ নেই। এমনকি মামলার খরচাপাতিও নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি সান্ত্বনা দিতে আসিনি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ক্যালভিন। 'পুরো ব্যাপারটা আপনার কাজের ফল। আমরা অবশ্য আপনার বা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে কোনো মামলা করব না, বরং চেষ্টা করব আপনাকে যাতে মিথ্যে বিবৃতির জন্যে জেলে না যেতে হয়। আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণ নই।'

'ওহ্, এজন্যে বোধহয় আমাকে জেলে পোরা হয়নি, অবাক হয়েছিলাম আমি। কিন্তু এখন', তিক্ত কণ্ঠে সে বলল, 'কেন আপনারা প্রতিশোধ পরায়ণ হবেন ? আপনারা যা চেয়েছিলাম তাতো পূরণ হয়েছে।'

'যা চেয়েছিলাম, হ্যাঁ,' বলল, ক্যালভিন। 'ইউনিভার্সিটি ইজিকে আরো বেশি ভাড়ায় রেখে দিচ্ছে। এর ফলে এখন কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কিছু ই. জেড মডেলের রোবট সরবরাহ করা সম্ভব হবে।'

'তা, আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন কেন ?'

'কারণ আমি এখনো আপনার ব্যাপারটা পুরো বুঝতে পারিনি। আমি জানতে চাই আপনি কেন রোবটকে এতটা ঘৃণা করেন। আপনি কেসটাতে জিতলেও আপনার সুনাম নষ্ট হত। টাকা দিয়ে সেই সুনাম পূরণ হতে পারে না। শুধুমাত্র রোবটের প্রতি ঘৃণার কারণেই আপনি এতবড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন ?'

'আপনার কি মানুষের মন নিয়েও কৌতূহল রয়েছে, ড. ক্যালভিন ?' উপহাসের সুরে জিজ্ঞেস করল নিন হেইমার।

'রোবটদের জানার জন্যে যতটুকু জানার প্রয়োজন হয় ততটুকু। এ কারণে মানুষের সাইকোলজি আমাকে কিছুটা জানতে হয়েছে।'

'আমাকে বোকা বানানর জন্যে অবশ্য সেটুকুই যথেষ্ট।'

'ওটা কঠিন কিছু ছিল না,' কণ্ঠে কোনো দম্ভ নেই ক্যালভিনের, 'কঠিন বিষয় ছিল ইজির কোনো ক্ষতি না করে ওটা প্রমাণ করা।'

'মানুষের চেয়ে যন্ত্রের ব্যাপারেই আপনি সচেতন বেশি,' ক্যালভিনের দিকে হিংস্রভাবে তাকাল নিন হেইমার।

একথায় বিচলিত হল না ক্যালভিন, 'সেটা আপনার কাছে মনে হতে পারে, প্রফেসর নিন হেইমার। কিন্তু রোবট সম্পর্কে চিন্তা করলেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একবিংশ শতাব্দীর মানুষের চিন্তাও চলে আসবে। আপনি রোবট বিজ্ঞানী হলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন।'

'আমি রোবট বিদ্যা পড়ে যা জেনেছি তাতে আর রোবট বিজ্ঞানী হতে চাই না!'

'মাফ করবেন, আপনি রোবট বিদ্যার উপর মাত্র একটা বই পড়েছেন। এতে কিছুই জানা যায় না। আপনি যদি জানতেন যে রোবটকে অনেক বিষয়েই নির্দেশ দেয়া যায়, এমনকি বইটাকে জাল করা পর্যন্ত কিন্তু সেটা হতে হবে ঠিকঠাক মতো। আপনাকে জানতে হবে ঝুঁকি নিরূপণ না করে তাকে কিছু জিনিস সম্পূর্ণ ভুলে থাকার নির্দেশ দিতে পারেন না। আপনি তাকে চুপ থাকার নির্দেশ দিয়ে ভেবেছিলেন বিপদমুক্ত হয়েছেন। আপনার ধারণা ছিল ভুল।'

'ওর চুপ করে থাকা দেখেই কি আপনি সন্দেহ করেন?'

'সন্দেহের ব্যাপার না। আপনি ছিলেন অ্যামেচার, তাই জানতেন না কীভাবে আপনি আপনার পথটা সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে পারবেন। আমার একমাত্র কাজ ছিল বিচারকের কাছে বিষয়টা প্রমাণ করা, আর আপনি নিজেই এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছেন রোবট বিষয়ে অজ্ঞতার মাধ্যমে।'

'এসব আলোচনা করে এখন কোনো লাভ আছে?' ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল নিন হেইমার।

'আমার লাভ আছে,' বলল ক্যালভিন। 'আমি আপনাকে বোঝাতে এসেছি যে রোবট সম্পর্কে আপনি কতটা কম জানেন। আপনি ইজিকে চুপ করে থাকতে বলেছিলেন এই বলে যে আপনার বইয়ের বিকৃতি করার কথা যদি কাউকে বলে দেয়, তাহলে আপনি আপনার চাকরি হারাবেন। এর ফলে ওর মধ্যে চুপ করে থাকার জন্যে একটা শক্তি ক্ষেত্র তৈরি হয়। আমরা সেই শক্তি ক্ষেত্রকে ভেদ করে কোনো কথা বের করতে পারিনি যদি আমরা জোর করতাম তাহলে এর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারত। সেদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনি নিজেই ওর মধ্যে আরো শক্তিশালী এক বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষেত্র তৈরি করেন। আপনি বলেন যে, লোকজন যদি ভাবে রোবট নয়, আপনি নিজেই বইটার পাতায় পরিবর্তন করেছেন তাহলে আপনি আপনার চাকরির চেয়েও বেশি কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারাবেন। আপনি হারাবেন আপনার খ্যাতি, আপনার অবস্থান, আপনার সম্মান, আপনার বেঁচে থাকার সার্থকতা। মৃত্যুর পরে আপনার স্মৃতিও হারিয়ে যাবে। একটা নতুন ও শক্তিশালী ক্ষেত্র ইজির মধ্যে স্থাপন করে দিলেন আপনি – আর ইজি কথা বলে উঠল।'

'হায় ঈশ্বর,' মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল নিন হেইমার। ক্যালভিন তখনো অবিচল। সে বলল, 'বুঝতে পেরেছেন ইজি কেন কথা বলেছিল? আপনাকে দোষী করার জন্যে নয়, আপনাকে বাঁচানোর জন্যে। দেখা গেছে, আপনার অপরাধটা সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। প্রথম সূত্র অনুযায়ী এটার দরকার ছিল। ও মিথ্যে বলতে যাচ্ছিল – এতে ক্ষতি করতে যাচ্ছিল নিজের – এতে আর্থিকভাবে ক্ষতি হত কর্পোরেশনের। কিন্তু এর চেয়ে আপনাকে রক্ষা করাটা ছিল তার কাছে বেশি জরুরি। আপনি যদি রোবট ও রোবট বিদ্যা ঠিক মতো বুঝতেন, তাহলে তাকে কথা বলতে দিতেন। কিন্তু আপনি সেটা জানতেন না। রোবটের প্রতি আপনার ঘৃণার কারণে, আপনি ধরে নিয়েছিলেন একটা সাধারণ মানুষের মাঝে ও নিজেকে বাঁচাতে চাইবে। আর তাই আপনি ওর ওপর চটে উঠলেন – আর ধ্বংস করলেন নিজেকে।'

নিন হেইমার ধরা গলায় বলল, 'আশা করি একদিন রোবট আপনার কাছে ফিরে যাবে এবং খুন করবে আপনাকে!'

'বোকার মতো কথা বলবেন না,' বলল ক্যালভিন। 'এখন বলুন, এসব কেন করতে গেলেন।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল নিন হেইমার, 'আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্যের অভিযোগ না করে আমাকে দিয়ে আমার মনটা কেটে দেখতে চান?'

'যদি তাই মনে করেন, তাহলে তাই,' আবেগশূন্য গলায় ক্যালভিন বলল, 'তবে ব্যাখ্যা করুন।'

'এর ফলে ভবিষ্যতে যাতে রোবটের বিরুদ্ধে কেউ কার্যকর উদ্যোগ না নিতে পারে, তার ব্যবস্থা নিতে পারবেন? মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝে?'

'আপনার কথাই ধরলাম।'

'আপনি জানেন,' বলল নিন হেইমার। 'আমি খুন করব আপনাকে – কিন্তু আপনার তাতে কোনো লাভ হবে না। আপনি মানুষের মনের গতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রকৃতি বুঝতে পারেন না। আপনি কেবল যন্ত্রের মনটাই বুঝতে পারেন কারণ আপনি নিজে একটা চামড়া সর্বস্ব যন্ত্র।'

দ্রুত শ্বাস নিশ্বাস পড়তে থাকে নিন হেইমারের, তার বক্তব্যে কোনো দ্বিধাগ্রস্ত ভাব নেই, কথা বলার জন্যে শব্দ খুঁজতে হয় না।

সে বলল, 'গত আড়াইশো বছর ধরে মানুষের জায়গা দখল করে নিচ্ছে যন্ত্র। শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষের হাতের কাজ। কুমোরের বদলে ছাঁচে তৈরি হচ্ছে জিনিসপত্র। শিল্পকাজের বদলে স্থান করে নিয়েছে যন্ত্রের বাজে ভাবে তৈরি শিল্প। শিল্প এখন শুধু চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ। মানুষ মনে মনে শুধু ভাবছে, আর বাকিটা তৈরি করে দিচ্ছে যন্ত্র। আপনি কি ভেবে দেখেছেন কুমোরকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে কেবল মনের ভাবনা নিয়ে ? মাটি নিয়ে যদি সে নাই খেলতে পারল, হাত ও মাথার কাজ দিয়ে এক সাথেই সে না করতে পারল তাহলে তার আনন্দ কোথায় ? আপনি কি জানেন যে চিন্তার সাথে সৃষ্টির সংযোগ না থাকলে সেটা সত্যিকারের সৃষ্টি হয় না ?'

'আপনি কুমোর নন,' বলল ড. ক্যালভিন।

'কিন্তু আমি একজন সৃষ্টিশীল শিল্পী ! আমি লেখার ভেতর আমার শিল্প সৃষ্টি করি। শুধু ভাবনাতে শব্দ সাজালেই বই হয় না, হাতে কলমে গড়ে ওঠে সার্থক একটা বই। প্রতিটা শব্দ, পংক্তি, পাতা ও পরিচ্ছদ ধীরে সুস্থ কাটাকুটি ও পরিবর্তনের মধ্যে গড়ে ওঠে। প্রতিটা ক্ষেত্রে একশো বার স্পর্শ করতে হয় সৃষ্টিকে – তার প্রত্যেকটিই একটা মানুষের মনে সুখ বয়ে আনে। আপনার রোবট সেই সুখ থেকে সবাইকে বঞ্চিত করবে।'

'টাইপরাইটারও তো একই কাজ করে। প্রিন্টিং প্রেসের কাজও সেই এক। আপনি কি হাতে লেখা পুঁথির যুগে ফিরে যেত চান ?'

'টাইপ রাইটার ও প্রিন্টিং প্রেস কিছুটা সুখ কেড়ে নেয় ঠিকই, কিন্তু রোবট বঞ্চিত করবে সবাইকে। আপনার রোবট দখল করে নেবে গ্যালিকে। খুব তাড়াতাড়ি এটা বা অন্য রোবটেরা অধিকার করে নেবে মূল লেখার দায়িত্ব, বইপত্র গবেষণা, এমনকি যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান দানের ভার। একজন পণ্ডিতের জন্যে আর কী বাকি থাকল ? একটা জিনিসই বাকি থাকবে – রোবটকে পরবর্তী নির্দেশ কী দেয়া হবে সেটা

www.BanglaBook.org

অনর্থক নির্ধারণ করা। আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পণ্ডিতদের এ ধরনের নরক থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমার নিজের সুনামের চেয়ে এটা অনেক বেশি মূল্যবান। আর তাই যে কোনো মূল্যে ইউ.এস. রোবটসকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে আমি মাঠে নেমেছিলাম।'

'আপনার পরাজয় ছিল নিশ্চিত,' বলল সুজান ক্যালভিন।

'চেষ্টা করাটা ছিল আমার কর্তব্য,' উত্তর দিল সাইমন নিন হেইমার।

চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল ক্যালভিন। প্রাণপণ চেষ্টা করল বিধ্বস্ত এই লোকটার জন্যে কোনো বেদনা বোধ করতে।

পুরো'পুরি সফল হতে পারল না সে।

অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল
হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এট এ গ্লেন্স

এলেইন মেট্রো।

গত দুবছর ধরে তার পেশা একজন ট্যুরিস্ট গাইড। অন্তত ডজন খানেক পৃথিবীর বাচ্চা-মহিলা-পুরুষকে তার দুনিয়াটা ঘুরিয়ে দেখানোর কাজটা চমৎকারভাবে করেছে। চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের প্রতিটি প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিতে এবং তাদের হঠাৎ তৈরি হওয়া উটকো ঝামেলাগুলোও চমৎকার সামলেছে সে। মোদ্দাকথা এলেইন একজন চমৎকার ট্যুরিস্ট গাইড।

এলেইনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই সে ভেঙে পড়ে না এবং সে নিজেও সেটা আশা করে না।

এই মুহূর্তে এলেইন চেয়ারম্যানের জন্যে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষার সময়গুলো সাধারণত দীর্ঘ হয়, অস্থির লাগে সবারই কিন্তু সে অপেক্ষা করার সময় আশপাশে মনোযোগ দিয়ে দেখে। এই মুহূর্তে তার শান্ত এবং স্থির থাকার এটাই একমাত্র কারণ। ক্যালেন্ডার দেখাচ্ছে আজ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০৭৬ মাত্র ছয়দিন আগে সে পঁচিশে পা রেখেছে।

ক্যালেন্ডারের পাশের আয়নায় তার চেহারা ভাসছে। হালকা সোনালি আলো তার চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে আর নীল চোখে তৈরি করেছে হালকা বাদামি রং, খয়েরি চুলে ব্লন্ডের মোহনীয়তা।

আনমনে নিজেই নিজের প্রশংসা করে এলেইন।

মনিটরে খবরের অংশে চোখ বোলায় এলেইন। এই কক্ষপথের কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর নেই। শুধু খবর একটাই চোদ্দ-নাম্বার কলোনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৈরি হচ্ছে পৃথিবীতে আফ্রিকায় অনাবৃষ্টি হচ্ছে। এটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

একটা অনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া ব্যবস্থা অতি আদিম কল্পনার একটা। যদিও পৃথিবী আসলেই অনেক বিশাল, কয়েক লাখ উপগ্রহ মিলে একটা পৃথিবীর সমান হবে না, তাতে কী পৃথিবীতে তো আর জায়গাই নেই।

এমনকি এই যে 'গামা' এলেইন যেখানে জন্মেছে, থাকছে এখানেও অনেক মানুষ প্রায় পনেরো হাজার।

এলেইন যখন এ জাতীয় চিন্তাভাবনা করছে তখনই রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন অ্যাসেম্বলি চেয়ারম্যান "জানোস টেসলেন", গত ভোটে এই মানুষটিকেই ভোট দিয়েছে এলেইন।

'হ্যালো এলেইন, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি নাকি ?' তার প্রশ্ন।

'ঘড়ি বলছে ১৪ মিনিট, স্যার', এলেইন এর জবাব।

উচ্চস্বরে হেসে উঠেন জানোস। লম্বা চওড়া একজন মানুষ, চোখ জোড়া যেন সবসময়ই হাসছে, ঠোঁটে হাসি না থাকলেও চোখ হাসে। খয়েরি চুলে পুরনো ফ্যাশনের ক্রু কাট তার বয়স কিছুটা বাড়িয়েছে।

'ভেতরে এসে বসো, এলেইন।'

ভেতরে গিয়ে বসে এলেইন। এর আগে এলেইনের চেয়ারম্যানের সাথে কখনো দেখা হয়নি। তারপরও অনেকটাই পরিচিত মানুষের মতো আচরণ চেয়ারম্যানের, ডাকলেনও নামের প্রথম অংশ ধরে। আসলে গামার মতো ছোটো উপগ্রহে প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। জানোস তার বিশাল অফিস রুমে সুইভ্যাল চেয়ারে বসেন।

'তুমি চোদ্দ মিনিটের কথা বলেছ ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছ বললেই তো হল, তাই না ?'

'আমার মনে হয় ছোট্ট ব্যাপারগুলোতেও গুরুত্ব দেয়া উচিৎ', এলেইনের গম্ভীর জবাব।

'ভালো, এ কারণেই তোমাকে আমার দরকার। তোমার দাদা-দাদি তো পৃথিবীর আমেরিকা থেকে এসেছে, তাই না ?'

'জ্বী, স্যার।'

'তার মানে হল তুমি আমেরিকান, তাই না ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৃথিবীর ইতিহাস আমি কলেজে পড়েছি তাতে আমেরিকার ইতিহাসও ছিল কিন্তু আমি একজন গামার মানুষ '

'তা তো অবশ্যই, তুমি তাই, কিন্তু তুমি গামার একজন বিশেষ মানুষ যে আমাদের সম্ভবত বাঁচাতে যাচ্ছে।'

'বুঝতে পারছি না।' এলেইনের ভ্রু কুঁচকে যায়।

'বলছি, তুমি তো আমেরিকান বংশধর তুমি নিশ্চয়ই জানো পৃথিবীর আমেরিকা ১৭৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এ বছর আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তি হবে।'

'আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্র ১৩টা আলাদা রাজ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। চাঁদের কক্ষপথে তেরোটা আলাদা আলাদা উপগ্রহ আছে তার মধ্যে আটটা এখানে L-5 অবস্থানে চাঁদের সাথে একই সমান্তরালে আর পাঁচটা L-4 অবস্থানে, চাঁদের পেছনে।

'জ্বী স্যার, চৌদ্দ নম্বর তৈরি হচ্ছে L-4 অবস্থানে।'

এই কক্ষপক্ষের আলাদা আলাদা তেরোটা উপগ্রহ খুব দ্রুত তৈরি করা হয়েছে এবং এখন চৌদ্দ নম্বর। ওটার নাম "জি" তৈরি করা হচ্ছে। "জি" তৈরি করার গতি কিন্তু কমিয়ে আনা হয়েছে। তাতে করে ২০৭৬ সাল পর্যন্ত তেরোটা আলাদা দুনিয়া হবে, বারোটাও না, চৌদ্দটাও না, কেন তা কী বুঝতে পারছ ?'

'কুসংস্কার', খুব শুকনো গলায় এলেইন বলে।

'তোমার মেধার তীক্ষ্ণতা সত্যি কাটে, আমি যদিও ব্যথা পাইনি। ব্যাপারটা কুসংস্কার ন'। এটা অনেকটা মানুষের আবেগের সুবিধা নেয়। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে পৃথিবীর সচচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। তারা যদি কক্ষপথে থাকা উপগ্রহগুলোর স্বাধীন একটি জোটের ব্যাপারে ভোট দেয় তাহলে এ বছরই সেরা একটা সময়। এ বছর তাদের স্বাধীনতার তিনশো বছর পূর্তি তার উপর এখন কক্ষপথেও তেরোটাই উপগ্রহ। সম্ভাবনাটাকে তো উড়িয়ে দেয়া যায় না তাই না ?'

'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হতেও পারে।'

'আমাদের জন্যে স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থ ফেডারেশন খুবই রক্ষণশীল তারা আমাদের মহাশূন্যে আলাদাভাবে বাড়াতে দিতে একদম রাজি নয়। আমরা যদি পৃথিবীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে অ'র না আটকে থাকি তাহলে কক্ষপথের প্রতিটি আলাদা কলোনি নিজ নিজ অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলো খুব শক্তভাবেই সামলাতে পারবে। আমরা তখনই এই চাঁদের কক্ষপথের সীমিত জায়গা ছেড়ে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে বড় গ্রহবলয় তৈরি করতে পারব তখন আমরাই হব মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শক্তি। তুমি কী বলো ?'

'যারা ব্যাপারটা জানে তারা সবাই এমনই ভাববে নিশ্চয়ই।'

আমাদের ভাগ্য আমাদের খুব একটা সাহায্য করছে না। পৃথিবীতে বেশ বড় একটা শক্তি আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে। যদিও প্রতিটি উপগ্রহের মানুষই স্বাধীনতার স্বপক্ষে কিন্তু তাদের সবাই উপগ্রহগুলোর জোটের ব্যাপারে একমত নন।

'অন্য উপগ্রহের জনগণ সম্বন্ধে তোমার মতামত কী এলেইন ? তাদের সাথেই তো তোমার কাজ করতে হয়।'

'জনগণ তো জনগণই স্যার। তাদেরও চিন্তা করবার আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। মাঝে মাঝে তাদের আমার কিছুটা নির্দয় মনে হয়।'

'ঠিক তাই, নির্দয়। তাদের কাছেও নিশ্চয়ই আমাদের নির্দয় মনে হয়। এমনো হতে পারে জোট তো দূরে থাক আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারটাও তাদের কাছে একটা বাজে চিন্তা। এলেইন এই মুহূর্তে অন্তত জোটের ব্যাপারটা তোমার উপর নির্ভর করছে।'

'আমাকে ঠিক কী করতে হবে, স্যার ?'

'পৃথিবীর যারা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী তারাও এই উপগ্রহগুলোর মাঝে শত্রুতার ব্যাপারটা জানে তারা চায় এটা অ'রো বাড়ুক। উপগ্রহগুলোর মাঝে জোট বাধতে সবচেয়ে সক্রিয় হচ্ছে "গামা", এখানকার মানুষরাও তাই এখানে যদি খুব বড়ো ধরনের স্যাবোটাজ হয় এবং দেখান যায় যে তার জন্যে দায়ী অন্য কোনো উপগ্রহের মানুষ তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় ? আমাদের গামার জনগণও তখন জোটের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তির বছর এই ব্যাপারটা আমাদের কাজে আমরা লাগাতে পারব না।'

'তাহলে স্যাবোটাজটা ব্যর্থ করে দিলেই তো হয়।'

'ঠিক, আমরাও তাই চাই। এটার জন্যেই তোমাকে আমাদের দরকার। পাঁচজন ট্যুরিস্ট গামাতে বেড়াতে আসছে। আসছে আরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক কিন্তু আমরা সন্দেহ করছি বিশেষ পাঁচজনকে, ওরা ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি উপগ্রহের, ওদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান করা হয়েছে পৃথিবী থেকে। তুমি তো জানোই পৃথিবীতেও আমাদের এজেন্ট আছে।'

'সবাই জানে, আমাদের মনে হয় পৃথিবীবাসীরা ও জানে।'

জানোস একটু হেলান দিয়ে বসলেন এবারে যাতে এলেইনের দিকে ভালো করে তাকান যায়।

'তোমার এই কথা বলার ভঙ্গিটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমাদের একজন এজেন্ট আমাদের জানিয়েছে যে পৃথিবী থেকে অত্যন্ত দক্ষ একজন খুনিকে পঠান হচ্ছে একজন উপগ্রহ বাসিন্দা হিসেবে। তার পরিচয়টা আমাদের সে জানাতে পারেনি।'

'মেসেজটা যাচাই করতে সেই এজেন্টকে আনলেই তো হয়।'

'তা সম্ভব নয়, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার মেসেজে আমাদের এতটুকু পেয়েছি যে পাঁচটি উপগ্রহবাসীদের মধ্যে চারজন অন্য উপগ্রহবাসী হলেও একজন ছদ্মবেশী, পৃথিবীর মানুষ।'

'তাদের পাঁচজনের ঢোকা বন্ধ করে দিন অথবা তাদের গ্রেফতার করে পুরোপুরি পরীক্ষা করলেই তো হয়।'

'এরকম কিছু করলে অন্য উপগ্রহগুলো জোটের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠবে। স্যাবোটাজ হলেও এই ব্যাপারটাই হবে। যদি ঘাতককে তুমি ধরতে পার তোমার কোনো আচরণে ভুল থাকলেও পরে উপগ্রহগুলোর কাছে তার ব্যাখ্যা দেয়া যাবে। মেসেজটাতে আসলে পরিষ্কার বলাও ছিল না যে ওই পাঁচজনের কেউ ঘাতক না।'

'আমাকে কী করতে বলেন, স্যার ?'

জানোস আবার তার চেয়ারে পিছিয়ে এসে এলেইনকে যেন একটু মাপার চেষ্টা করলেন।

'তুমি ট্যুরিস্ট গাইড। অন্য উপগ্রহবাসীদের সাথে পৃথিবীর মানুষদের সাথেও তোমাকে কাজ করতে হয়েছে। তোমার অফিস রেকর্ড বলছে তুমি দুর্দান্ত রকম বুদ্ধি রাখ মাথায়। আমি দেখব যাতে ওই পাঁচজনের ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে অফিসিয়ালি তোমাকে দেয়া হয়। তারা নিশ্চয়ই এতে না করবে না। তুমি ওদের সাথে কয়েক ঘণ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটাবে, তোমার কাজ হচ্ছে ওদের মধ্যে কে নকল তা বের করা, অবশ্য তাদের মধ্যে নকল লোকটি নাও থাকতে পারে।'

'বুঝতে পারছি না কাজটা কীভাবে করা সম্ভব। নকল লোকটার তো খুব দক্ষ হবার কথা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এলেইন।

'দক্ষ লোক হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্তত যে উপগ্রহবাসী হিসেবে তাকে এখানে পাঠান হবে সে উপগ্রহবাসীদের মতো চালচলন, ব্যবহার, কথাবার্তা হবার কথা, তার কাগজপত্রেও কোনো ফাঁক থাকার কথা নয়।'

'তাহলে ?'

'কোনোকিছুই নিখুঁতভাবে করা সম্ভব না। তোমাকে খুঁত বের করতে হবে এলেইন। অন্য উপগ্রহগুলোর ব্যাপারে তুমি জান আর তোমার সবচেয়ে যে জিনিসটা জানা সেটা হচ্ছে তুমি ওদের লোকদেরও জান।'

'মনে হচ্ছে না আমি পারব।'

'তুমি ব্যর্থ হলে আমাদের ভিন্ন কোনো রাস্তা দেখতে হবে হয়তো ওতে আমাদের সামরিক আক্রমণের ঝুঁকি থাকবে। তুমি ওদের সাথে থাকবার পর যদি বলো ওদের মধ্যে কেউ নকল নেই, আমরা কিছুই করব না, ভুল করলে কারো সাথে আমরা অন্যায় কিছু করব আর সে ক্ষেত্রে জানি না স্যাবোটাজ আমাদের কী পরিমাণ ক্ষতি করবে। হয়তো আমাদের জোট বাধাই হবে না। তোমার ব্যর্থ হওয়া চলবে না।'

'আমার কাজ কখন শুরু হবে ?' ঠোঁট দুটো চেপে বসে একসাথে এলেইনের।

'তারা আসবে আগামীকাল, উপগ্রহের উল্টোপাশে দুনম্বর পিয়ের-এ ল্যান্ড করবে।' তিনি বুড়ো আঙুল দিয়ে উপরের দিকে নির্দেশ করলেন অনেকটা নিজে নিজেই এলেইনের চোখ উপরে চলে গেল।

অন্যপাশ বলতে উপরেই বোঝায় অন্তত উপগ্রহের ক্ষেত্রে। গামা বা এর মতো উপগ্রহগুলোর আকৃতি অনেকটা তেলে ভাজা লুচির মতো। ভেতরের ফাঁকা প্রায় দুমাইল লম্বা এলাকায় মানুষ থাকে। এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পাড়ি দিতে হবে মাত্র সাড়ে তিন মাইল। এর উপরের ছাদ আর নিচের মেঝে তিনটে স্পোক দিয়ে জোড়া লাগান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৃথিবীর মানুষগুলো এই দুনিয়ার অন্যমাথা বোঝাতে গেলে খুব হাসাহাসি করে। তাদের কাছে দুনিয়ার অন্যপ্রান্ত হচ্ছে নিচে আর উপগ্রহে উপরে।

'এটা তোমাকে পারতেই হবে এলেইন।' এলেইনের ঝড়ের গতি চলতে থাকা চিন্তায় ছেদ পড়ে।

'চেষ্টা করব, স্যার!'

'তোমার ব্যর্থ হওয়া চলবে না।'

২

এলেইনের দুরুমের ছোটো অ্যাপার্টমেন্টটা তিন নম্বর সেক্টরে শিল্পচর্চা কেন্দ্রের একদম পাশেই। ছোটোবেলা থেকেই তার খুব ইচ্ছে ছিল অভিনেত্রী হবার কিন্তু গলাটাই যত ঝামেলা পাকাল। এখনো থিয়েটারের পরিবেশ তাকে স্বপ্নাতুর করে তোলে। স্রেফ গলাটা যদি ভালো হত তাহলে অভিনয়ে মেধাটুকু ঢেলে দেয়া যেত ট্যুরিস্ট গাইড হয়ে এত বড় ঝামেলার কাজটা কাঁধে চাপত না। এইসব ভাবতে ভাবতে পিয়ের টু-তে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল এলেইন। পরিচ্ছন্ন আঁটোসাঁটো ইউনিফর্মে তাকে অনেক সুন্দর লাগে। চেহরার এক ধরনের ফাঁকা ভাব আনার চেষ্টা করল এলেইন। তার মনে হচ্ছিল কোনো রকমের কৌতূহল যদি পাঁচজন ট্যুরিস্ট তাদের সম্বন্ধে দেখতে পায় তাহলে আর কিছুই জানা যাবে না। চেহারায় তদন্তকারীর ভাবটা থাকলে তো অন্তত সেই নকল মানুষটা তাকে বিপদ ভাববে। সেই মুহূর্তে তাকে মেরে ফেলার মতো ঝুঁকি নেবার মতো সাহস একটা উপগ্রহ ধ্বংস করে ফেলার সাহসযুক্ত একটা লোকের থাকার কথা। রুম থেকে বেরিয়ে উপরে চলে গেল চোখ এলেইনের। এই গামার পেটের ভেতর একটা চল্লিশতলা বিল্ডিং অবিশ্বাস্য। যেখানে সাধারণত সর্বোচ্চ বিশতলা অনুমোদন দেয়া হয় যদিও গড়পড়তা বিল্ডিংগুলো দশতলা করে। গামার ভেতরে উপরের দিক ফাঁকা রাখা হয়েছে খোলা বাতাস আর সূর্যের আলোর জন্যে। গামার উপরে ঝোলান আয়নাটা সকালের সময়ানুপাতে খোলা হচ্ছে। বিশাল আয়নাটা গামার গায়েই লাগানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে গামার ভেতর ফেলা হয়। প্রায় নিখুঁতভাবে সময় মেপে আলোর প্রতিফলন ঘটান যায় যাতে গামার তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রায় থাকে।

এলেইনের জন্যে পৃথিবীটা আশ্চর্য জায়গা। বইতে পড়েছে ওখানকার ঋতুবৈচিত্র্যের কথা। এই গামায় সবসময় একই ঋতুতে থাকতে থাকতে তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পৃথিবীতে থাকতে। বৃষ্টি তার অনেকটা গোসলের শাওয়ারের মতো, কুয়াশা ধোঁয়ার মতো একটা কিছু আর শীত গরম অনেকটা স্টিমরুমে ঠিকঠাক মতো বোতাম চাপলে বোঝা যায় কিন্তু বরফ পড়া ? বরফ পড়াটা আসলে কী ? খুব দেখতে ইচ্ছে হয় এলেইনের।

এলিভেটরে চড়ে প্রায় একমাইল উপরে উঠে আসে এলেইন। অভিকর্ষও কমতে থাকে। গামাকে প্রতি দুই মিনিটে একবার করে নিজ অক্ষে ঘুরিয়ে যে কেন্দ্রবিমুখী বল তৈরি করা হয়েছে তা গামাবাসীকে নিচে আটকে রাখে। অভিকর্ষ বল পৃথিবীর সমান। যে কোনো গামাবাসীর কাছে বাইরের প্রান্ত হচ্ছে নিচে আর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উপরে। তাদের কাছে পৃথিবীর অপরদিক সেই কেন্দ্রবিন্দুরও উপরে।

এলিভেটরে চড়ে হাসপাতাল এলাকার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল তার ওজন হয়ে গেল অর্ধেক। হাসপাতালে স্বল্প অভিকর্ষ হৃদরোগীদের জন্যে খুব কাজের। ওজন অর্ধেক হবার অনুভূতিটা খুব উপভোগ করে এলেইন। কলেজে পড়ার খরচ জোগাড় করতে সে হাসপাতালে নার্সের চাকরি করেছিল তখন থেকেই এ অনুভূতিটার সাথে সে পরিচিত। বিশাল বৃত্তিকার কেন্দ্র দিয়ে যখন এলিভেটর যায় তখন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কেন্দ্রে কোনো কেন্দ্রবিমুখী বল না থাকায় এখানে ওজন হয় শূন্য তখন অন্য এলিভেটরের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকায় এ সাবধানতা। এখানেই গামার পাওয়ার স্টেশন।

এখানেই হয়তো স্যাবোটাজ হবে–ভাবতে থাকে এলেইন।

এলিভেটরটি কেন্দ্র ছাড়িয়ে উপগ্রহটির অপর প্রান্তে যেতে থাকে অভিকর্ষ বল আবারো বাড়তে থাকে। এলেইনের মনে হতে থাকে যেন সে এখন মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিনের অভ্যাসে সে খুব সহজেই এলিভেটরের অন্যান্য যাত্রীদের মতো ডিগবাজি দিয়ে পায়ের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপর দাঁড়ায় কিছুক্ষণ আগেই ফাঁকা এলিভেটরের সিলিং হয়ে যায় দাঁড়ানোর জায়গা। ধীরে ধীরে অভিকর্ষ বল বাড়তে থাকে এবং আগের ওজন ফিরে আসে। দরজা খুলে বের হয়ে আসে এলেইন উপগ্রহের আরেক পিঠে। এখানেই সে চাকরি করে।

৩

আজ এলেইনের একটু দেরি হয়ে গেল এই দেরি হওয়া কিছুটা সমস্যা তৈরি করে।

অফিসে আরো তিনজন ট্যুরিস্ট গাইড তারমধ্যে দুজন মহিলা একজন পুরুষ। তারা অফিসেই ওয়ার্কশিট হাতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

এলেইনের মহিলা কলিগ মিকি বায়ডট তাকে প্রথম দেখে চেঁচিয়ে উঠে 'এলেইন যে !'

'আমি তো এখানেই কাজ করি', এলেইনের ভ্রু উঠে যায় উপরে।

'আমার তো মনে হয় না।' ছোটোখাটো দেখতে মহিলা মিকি এগিয়ে আসে আর কর্কশটম হাইহিল স্যুতে ভর করে। মাথা থেকে অফিস ক্যাপ সরায় নার্ভাস ভঙ্গিতে। মাথার মেহগনি রঙের চুল বের হয়ে আসে ঝরনার মতো।

'তোমার ভাগে মাত্র পাঁচজন। মাত্র পাঁচ। ব্যস্ত সময় কাটবে না তোমার।'

'মাত্র পাঁচজন ?' ওয়ার্কশিট হাতে নিয়ে বলে এলেইন।

'হ্যাঁ, পাঁচজন। আমার জন্যে চৌদ্দজন, হানসের দশজন আর রোবেইরীর বারোজন। এটা কী ঠিক ? তুমিই বলো।'

'অফিসের বোধহয় আমার কাজ পছন্দ হচ্ছে না। এজন্যে অল্প কাজ দিচ্ছে। আমার বোধহয় চাকরিটা এবার চলেই যাবে।'

'তোমার চাকরি যাবে ? চাকরি চলে গেলে তোমার তো থাকার জায়গা থাকবে না তখন আমাকেই তোমার বিয়ে করতে হবে। তাই না ?' হাসতে হাসতে বলে রোবেইরী। হাসলে তার গালে টোল পড়ে তাই সবসময়ই সে হাসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমাকে তো হৃদয়ে রেখেছি প্রিয়। সবসময়, স্রেফ আমার টাকা শেষ হলেই তোমাকে – আচ্ছা বেনজোর সাথে দেখা করেছ ? ওয়ার্কশিট তো ওই সামলায়।'

করেছি সব বারের মতো এবারও একই কথা। বুড়ো...'

গলার ভেতরই আটকে থাকে শব্দটা মিকির।

'আচ্ছা রোবেইরী তোমার ভাগের লোকগুলো সব আলফার বাসিন্দা তার মানে ওদের বেশি আগ্রহ থাকার কথা আমাদের স্পোর্টস ফ্যাসিলিটির দিকে। এটাতে তো তুমি ওস্তাদ তাই না ? হ্যান্স-এর ভাগের সবকটা এসেছে "মিউ" থেকে। ওরা মিউ-এর প্রথম প্রজন্ম। ওরা সব নতুন কিছুতেই নার্ভাস থাকার কথা। আর আমরা সবাই জানি হ্যানস-এর সবকিছুতেই বাব'সুলভ ভাব আছে বলে চলে এলেইন।'

'প্যাটারনাল আমার নামের মাঝের অংশ।' বলে হ্যানস।

'আর মিকি তোমার ভাগে সব জিটান-এর বাসিন্দা। ওরা তো আমাদের দেখতেই পারে না। তাই ওদের দরকার খুব অসহায় দেখতে ছোটোখাটো সুন্দর একজন মহিলা। তোমাকে তো কেউ ঘেন্না করে না। করে ?' বলে এলেন।

'মহিলারা করে।' মিকির গলার স্বর নরম শোনায়।

'হয়তো ঠিক। কিন্তু তোমার ট্যুরিস্টরা তো বেশিরভাগই পুরুষ মানুষ। আর আমার দেখ পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন উপগ্রহের পাঁচজন। প্রত্যেকে পুরোপুরি আলাদা আর ওদের আগ্রহের বিষয়ও আলাদাই হবার কথা। আমার মনে হয় প্রত্যেকেই ওরা ভিআইপি আর ভিআইপিদের সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।'

এটুকু বলেই চেয়ারে হেলান দিয়ে চেহারায় এক ধরনের বিষণ্নতা ফুটিয়ে তোলে এলেইন।

'তোমাদের কেউ যদি বদলাতে চাও আমার সাথে তো আমি রাজি', বলে এলেইন।

'আমি চাই না। ছোট্ট মুয়ানগুলোর আমাকে দরকার' বলে হ্যানস।

আলফার লোকগুলোর নিশ্চয়ই এমন কাউকে দরকার যে ফুটবল থেকে গলফ সব খেলাই জানে বলে রোবেইরী।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি তো বলিনি আমি বদলাব। খালি লোকগুলো সমানভাগে ভাগ হলে ভালো হত এটাই তো বললাম', বলে মিকি।

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ে এলেইন। ঢোকে নিজের ছোট্ট অফিসরুমটাতে। ছোটো একটা ডেস্কে ধরে এমন একটা অফিস। সেখানে বেনজো অপেক্ষা করছিল। ধবধবে সাদা একরাশ চুল মাথায় চোখের নিচে কালি আর ভাঁজ।

'ভালো সামলেছ এলেইন ;' বলে বেনজো।

'আপনি শুনেছেন ?'

'হ্যাঁ, আসলে লিস্টটা ওভাবেই অফিস থেকে এসেছে।'

'আমি বানাইনি। অফিস থেকে লিস্ট আসার ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে আমাকে।'

'আমাদের কিছুই করার নেই। অফিসের মতোই আমরা তাহলে কাজ করা শুরু করি।'

'কিন্তু কেন এলেইন ?'

'কী কেন ?

'লিস্টটা অফিস কেন বানাল ?'

'অফিস আপনাকে কিছু জানায়নি বেনজো ?'

'না তো।'

'তাহলে ওরা ব্যাপারটা আপনাকেও জানতে দিতে চাইছে না।'

'হতে পারে। তুমি কী জান ?'

'তারা যদি ব্যাপারটা আপনাকে না জানায় আপনার কি জানতে চাওয়া উচিত ? যেটাই হোক ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব স্পর্শকাতর। আচ্ছা খেয়াযান কি পৌঁছেছে ?' বলে এলেইন।

'নামল বলে।'

'তাহলে ঠিক আছে আপনি আমার ট্যুরিস্টদের অন্যদের আগে নিয়ে আসুন। কাজ শুরু করবার আগে ওদের সম্পর্কে আমার একটু ধারণা নেয়া দরকার। ওদের ভিআইপি হবার কথা। ওদের সাথে তো পান থেকে চুন খসলেই সমস্যা। আমি চাই না ব্যাপারটায় ভজঘট লাগুক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনজো তিক্ত স্বরে বলে, 'অফিস আমাকে ভেতরের ব্যাপারটা জানালেই ভালো হত। পুরো ব্যাপারটায় আমি অন্ধকারে. কিছু হলে আমার কিন্তু কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

'ব্যাপারটা আমার হাতে থাকলে আপনার কথাটা মেনে নিতাম। বিশ্বাস করুন ঝামেলাটা যাই হোক এর মধ্যে আমি থাকতে চাইনি। আপনি কি আমার হয়ে কাজটা করবেন ?'

'অফিস থেকে বিশেষভাবে তোমার কাছে এসেছে কাজটা। এটা এখন তোমার ব্যাপার আমি নাক গলাতে চাই না। ওদের দেখতে চাইলে আমার অফিসে এনে বসাতে পার। এই ফাঁকে আমি আশপাশে থেকে ঘুরে আসব।'

৪.

একটু চিন্তিত মুখে দরজার কাছেই বেনজোর ডেস্কের কোনায় বসা এলেইন। বসে পা দোলাচ্ছে, এটা তার অভ্যাস। গতকাল রাতের আগেও ঝামেলাটা কাঁধে নিতে চায়নি এলেইন। কোনো ঝামেলায় থাকলে রাতে তার ঘুম কম হয়। আর ট্যুরিস্টদের সাথে ঝিমুনি নিয়ে একটা দিন কাটান প্রায় অসহ্য একটা ব্যাপার।

এখন আর ঝামেলা অস্বীকার করার কোনো রাস্তা নেই। সমস্যাটা হচ্ছে পাঁচজন মানুষ, তাদের উপগ্রহ ভিন্ন। তাদের মধ্যে একজন (সম্ভবত) পৃথিবীর মানুষ কিন্তু অভিনয় করবে উপগ্রহবাসী হিসেবে। সেই লোকটার অবশ্যই নিজের কাজটা ভালো বোঝার কথা। এমন কিছু কি আছে যা নিয়মিত চর্চা করেও উপগ্রহবাসীর মতো করা যাবে না ?

পুরো বিষয়টা এলেইনকে অস্থির করে তোলে।

উপগ্রহগুলোকে যতটা সম্ভব পৃথিবীর মতো করার চেষ্টা করা হয়েছে। পৃথিবীর সমান অভিকর্ষ এখানে তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর মানুষ এখানেও পৃথিবীর মতো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে।

শুধু স্পোকগুলো উপরের অভিকর্ষ কমে যায়, ওখানে হয়তো পৃথিবীর লোকটা ঘুম ঘুম অনুভব করবে যদিও যে কোনো উপগ্রহবাসীরও তাই করার কথা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঠিক যতটুকু অক্সিজেন উপগ্রহের বায়ুমণ্ডলেও ঠিক তাই শুধু নাইট্রোজেন ছাড়া। পৃথিবীর বাতাসে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে উপগ্রহগুলোতে তার অর্ধেক। এটাও যে সেই পৃথিবীবাসীর জন্যে সমস্যা হবে তাও না। পৃথিবীতে অনেক পর্বত আছে যেগুলোর উপরে বায়ুচাপ আর অক্সিজেন দুটোই কম।

উপগ্রহবাসীরা সাধারণত পৃথিবীবাসীদের চেয়ে খাটো হয়। উপগ্রহের পথগুলো পৃথিবীর মতো লম্বা চওড়া না আর দিগন্ত রেখার ব্যাপারটাও উপগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ আলাদা। এই ব্যাপারগুলো পৃথিবীর যে কোনো মানুষের পক্ষেই কোনো উপগ্রহ থেকে মানিয়ে নেয়া সহজ। যদি আসলেই কোনো ঘাতক থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে কোনো উপগ্রহে অনেকটা সময় জুড়েই রাখা হয়েছিল। হতে পারে হয়তো গামাতেই রাখা হয়েছিল। যদি অন্য কোনো উপগ্রহে তাকে রাখা হয় তাহলে গামা সম্পর্কে সে পুরোটাই অন্ধকারে আর যদি গামাতেই রাখা হয় তাহলে হয়তো পুরো গামাটাই সে চেনে এখন শুধু স্যাবোটাজ করাটাই বাকি। অবশ্য একথাও নিশ্চিত না যে অন্য উপগ্রহের লোকগুলো গামা সম্পর্কে অন্তত কিছু পড়েওনি। পড়লেও অনেক কিছু জানা যায়।

এই প্রতিটি উপগ্রহগুলোব নিজস্ব সামাজিক আর ব্যক্তিগত আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। যতই অনুশীলন করুক কোনো পৃথিবীবাসীর পক্ষে এটা পুরোপুরি নকল করা সম্ভব নয় ?

এসব ভাবতে ভাবতে ডেস্কে ঝুঁকে ওয়ার্কশিট পড়া শুরু করল এলেইন। পাঁচটা উপগ্রহ, এদের বয়স অনুযায়ী তালিকা করা। প্রথমে ডেল্টা তারপর এপসিলন, থিটা, লোটা এবং কাপ্পা। প্রত্যেকটাতেই তার ঘোরা হয়েছে। কোনো মানুষের সমাজব্যবস্থা পুরোপরি না বুঝলে মানুষটাকে বোঝা কঠিন আর একজন ট্যুরিস্টকে বোঝাটাই হচ্ছে ট্যুরিস্ট গাইডের প্রথম কাজ।

ডেল্টা মোটামুটি একটা উপগ্রহ। সবগুলো মানুষ কেমন যেন কাজ পাগল। একঘেয়ে সুরে কথা বলে। লোকগুলো লম্বা হয় আর তুক ফর্সা। কিন্তু এটা তো ব্যাপার না। লম্বা মানুষ অন্য উপগ্রহেও আছে যেমন আছে খাটো আর কালো। শারীরিক দিক দিয়ে চিন্তা করা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এপসিলন ঘনবসতিপূর্ণ উপগ্রহ এখানে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। লোকগুলো খাটো আর মোটা। পৃথিবীর পূর্ব এশিয়ার লোক এই উপগ্রহেই সবচেয়ে বেশি

থিটা পুরোপুরি কৃষিপ্রধান উপগ্রহ। অন্য উপগ্রহে সাধারণত তিনটি ব্লক কৃষিকাজের জন্যে নির্ধারিত কিন্তু থিটাতে ছয়টা ব্লকে চাষবাস করা হয়। এই একটা মাত্র উপগ্রহে গরু ছাগল ভেড়ার উপর বেশ জোর দেয়া হয়েছে। ওদের আছেও প্রচুর।

উপগ্রহে যে পাঁচটি নতুন সিম্ফানি তৈরি হয়েছে তার তিনটাই থিটাবাসীদের অবদান। তার মানে এই নয় যে ওরা সবাই খুব সঙ্গীতবোদ্ধা। এমনো হতে পারে হয়তো শতকরা ৯৫ জনই সুর সম্পর্কে কিছুই জানে না। হয়তো এই ৯৫ জনের একজনই আমাদের ঘাতক।

লোটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি রপ্তানিকারক উপগ্রহ। যদিও সবকটা উপগ্রহেই নিজস্ব পাওয়ার স্টেশনে সৌরশক্তি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে কিন্তু লোটাতে তাদের কলোনির চেয়ে বড় হচ্ছে পাওয়ার স্টেশন। সৌরশক্তি ব্যবহার করে মাইক্রোওয়েভে রূপান্তর করার পর একটা বড় অংশ ওরা পৃথিবীতে পাঠায়। এ কারণে পৃথিবীর সাথে ওদের যোগাযোগ এবং সম্পর্ক অন্য উপগ্রহগুলোর চাইতে ভালো আর ওরা পৃথিবী থেকে নানারকম সুবিধাও পায়। এ কারণে বাকি বারোটা উপগ্রহের চেয়ে স্বাধীনতার বা জোটের ব্যাপারে ওদের উৎসাহ সবচেয়ে কম। একজন লোটাবাসী কী পৃথিবীর হয়ে কাজ করবে ? কিংবা পৃথিবীর এজেন্টটাকে কি লোটাবাসীর ছদ্মবেশ দেয়া হবে ? ওরাও নিশ্চয়ই জানে যে আমরা ওদের মধ্যকার সুসম্পর্কে কথা মাথায় রেখে লোটার লোকটার উপরেই বেশি চোখ রাখব।

কীভাবে বের করা সম্ভব ? অস্থিরভাবে ভাবতে থাকে এলেইন।

কাপ্পার লোকজন খুব সংস্কৃতিমনা আর ওদের অনেক অবসর সময়ও থাকে। কাপ্পাই উপগ্রহগুলোর মধ্যে ঘোরাঘুরি করার জন্যে আদর্শ জায়গা। অন্তত এলেইনের তাই মনে হয়েছে।

আসল লোক আর নকল কীভাবে বের করা সম্ভব ? উপগ্রহের লোকজনের আকার আকৃতি যদি ধরা যায় তাহলে বলা যায় পৃথিবীরও সেসব আকার আকৃতির মানুষ আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে এটা নিশ্চিত ঘাতক যেই হোক না কেন সে কিছুইতেই উপগ্রহগুলোর স্বাধীনতা বা জোটের পক্ষে মনোভাব নিয়ে আসবে না। এমনও হতে পারে স্বাধীনতার বিরোধী মনোভাব চেপে নিয়ে সে স্বাধীনতার পক্ষেই মতামত দেবে। তার এটাও মনে হতে পারে এই মনোভাবটাই একটা সন্দেহের বিষয়। হয়তো লোকটা জানে না তাকে খোঁজা হচ্ছে কিংবা হয়তো জানে। পুরো ব্যাপারটা এলেইনের মাথায় জট পাকিয়ে যায়।

এরচেয়ে কোনো সূক্ষ্ম ব্যাপার কী চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে ? পুরো স্বাধীনতা বা জোটের ব্যাপারটা আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তির আবেগের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে অন্তত ২০৭৬ সালের ব্যাপারে কি কোনোকম অস্থিরতা দেখাবে লোকটা ? কিংবা আমেরিকা বিরোধী কোনো মনোভাব দেখাবে ?

হয়তো অন্য উপগ্রহের লোকগুলোর এ ব্যাপারে কোনো মতামতই থাকবে না।

এলেইনের চিন্তার অর্থহীনভাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে।

জানোস আবার এদিকে বলে দিয়েছে কোনোভাবেই ব্যর্থ হওয়া যাবে না।

ঠিক এই সময় দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল বেনজো।

'তোমার লোকজন এসে গেছে। ভালো থেক।' ভালো থেক শব্দ দুটোর উপর একটু বেশি জোর দেয় বেনজো। এলেইন নিজেকে আবার গোছাতে শুরু করে সাথে ভাবনাগুলোও।

৫

সবাই এলেইনের সামনে লাইন ধরে দাঁড়ান। মুখে প্রসন্ন হাসি নিয়ে আস্তে আস্তে এলেইন কথা বলা শুরু করে।

'আমি এলেইন। আর পরিবারের টাইটেল হচ্ছে মেটো। আমাদের গামাতে সাধারণত নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকা হয়। আপনাদের যেটাতে সুবিধা সেটাতেই ডাকতে পারেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেল্টার লোকটার মুখে অসমর্থনের ছায়া পড়ে। লম্বা লোকটার কাঁধ বেশ চওড়া : তার মাথায় পড়া খাড়া টুপিটাতে তাকে আরো লম্বা লাগে স্লেট গ্রে রঙের কোট নেমে এসেছে কোমর ছাপিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। ভারি বুটে পা টেনে হাঁটে আর হাঁটার সময় লম্বা হাত দৃঢ়ভাবে মুঠি পাকান থাকে।

চার্ট থেকে প্রত্যেকের নাম জেনে নিয়েছে এলেইন। ওর নাম স্যান্ডো সানসেন।

সানসেন কর্কশ আর একঘেয়ে সুরে বলে উঠে, 'আপনার বয়স কত ?'

'আমার চব্বিশ চলছে মিস্টার সানসেন।' ডেল্টায় নিয়ম হচ্ছে নামের শেষের অংশ ধরে ডাকা, তাই করল এলেইন।

'মাত্র চব্বিশ বছর বয়স আপনার, আপনি আপনার নিজের উপগ্রহের কতটুকু জানেন যে আপনি আমাদের গাইড হয়েছেন ?' একঘেয়ে স্বরে প্রশ্ন সানসেনের এইরকম নির্বোধের মতো কথা ডেল্টার লোকগুলোই বলে। ডেল্টা অধিবাসী হতে গিয়ে কি একটু বেশি অভিনয় করে ফেলছে বেচারা ? ভাবে এলেইন

হাসি আর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জবাব দেয় এলেইন। 'আমার ধারণা আমি যথেষ্ট জানি আর আমি আমার কাজে যথেষ্টই দক্ষ। আমার গ্রহের সরকার অন্তত আমার উপর এই বিশ্বাসটুকু রাখতে পেরেছে যে গামার জীবনযাত্রা অথবা অন্য যেকোনো বিষয় আপনারা যতটা জানতে চান, দেখতে চান আমি আপনাদের তা জানাতে বা দেখাতে পারব।'

র‍্যাভন জি আন্দোর কাপ্পার মানুষ। উচ্চতা মাঝারি, চমৎকার করে ছাঁটা চুল। স্বাভাবিকভাবে চুল যতটা ব্লন্ড হয় তারচেয়ে বেশি ব্লন্ড, কোনোভাবেই তার কালো চোখ আর কালো চামড়ায় মানায় না। গায়ে অতিরিক্ত গহনা আর গায়ে তীব্র গন্ধের পারফিউম।

র‍্যাভন জি আন্দোর সরাসরি এলেইনের চোখের দিকে তাকায়। ধরা গলায় বলে', তার মানে হচ্ছে আমরা যা চাই তা আপনি দিতে সক্ষম। আমার তো মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনি নিশ্চয়ই স্বয়ং গামার চলমান জীবনযাত্রার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সামনে, তাই না ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাপ্পার লোকজন এভাবেই প্রশংসা করে, জানে এলেইন। কাপ্পার নাম ডাকার নিয়মটা মাথায় আসে এলেইনের।

'র‍্যাভন জি, আমি এই মূহূর্তে ততটা হয়তো পারব না, তবে সময় নিশ্চয়ই আসবে তাই না ? তখন চেষ্টা করব গামার যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সামনে নিজেকে তুলে ধরার।'

থিটার বাসিন্দা একজন মহিলা মেডজিম নাবেলান বেশির ভাগ থিটার মানুষের মতো তার ত্বক কুচকুচে কালো, ইলাস্টিক দিয়ে চিবুকের সাথে আটকান। চওড়া কার্নিসের টুপির আড়ালে কোকড়ানো কালো চুল। গায়ে চওড়া স্ট্রাইপের কাপড়ের জামা।

'আরে মেয়ে চল তো, তাড়াতাড়ি শুরু করি এই কাপ্পার কনকচানি ভালো লাগছে না। ওভিয়ে উঠে মেডজিম নাবেলান। কথাটা শুনেও সানসেনের মুখে হাসি লেগেই থাকে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে এলেইন।

ঘাতক ছেলে না মেয়ে তার ঠিক নেই, হতে পারে সাদা কিংবা কালো। একজন মানুষের কাজ যদি হয় একটা উপগ্রহে আক্রমণ করা তাহলে দেরি হলে অস্থিরতা তার আসতেই পারে।

লোটার অধিবাসীর নাম ইয়েভ অ্যাবড্যারামান। এই গ্রুপের আরেক মহিলা। ছোটোখাটো দেখতে, বয়স অল্প। খয়েরি জামায় তাকে চমৎকার লাগছে। এটা খুব সম্ভবত মেয়েটাও জানে তাই তার সবই খয়েরি রঙে ম্যাচ করা।

'পুরোপুরি ভিন্ন উপগ্রহের লোকদের একটা দলে দেয়া খুব বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়েছে। তার উপর যদি আমরা ঝগড়া করি তাহলে তো কিছুই হবে না।' ঘুম ঘুম স্বরে বলে ইয়েভ অ্যাবড্যারমান।

'না না তা হবে কেন ? ইয়েভ আপনারা যদি আলাদা করে আপনাদের আগ্রহের ব্যাপারগুলো আমাকে জানাতেন তো আমার সুবিধা হত।'

'চলুন শুরু করা যাক।' বলে এপসিলনের অধিবাসী উ কাই সী। 'আমরা কী জানতে চাই তা তো যেতে যেতেই বলা যায়। অযথা সময় নষ্ট করার দরকার কী ?' ছোটোখাটো, গোলগাল মানুষ উ কাই সী, চীন বা জাপানের মানুষগুলোর চাইতেও চোখ আরো বেশি ছোটো। কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে আধো বোলে বাচ্চাদের মতো। স্কার্টের মতো একটা জামা পরনে প্রায় মেঝে ছুঁয়ে গেছে।

আরেকজন অস্থির মানুষ ভাবে এলেইন।

'আমরা এখন গামার আবাসিক এলাকায় আছি। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে হাঁটা দিয়ে শুরু করতে পারি এখানে গামার স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার কিছু উদাহরণ আছে।'

তারা অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করে। দলে সেই থাকে সবার আগে। পেছনে পাঁচজন মানুষ। চারজন হয়তো উপগ্রহের আরেকজন হয়তো পৃথিবীর। সবাইকেই সন্দেহ হতে থাকে এলেইনের কিন্তু নির্ধারিত মানুষটিকে খুঁজে বের করার মতো যথেষ্ট দোষ সে কারোই দেখতে পায় না।

উপগ্রহের থাকা মানুষগুলোর এমন সূক্ষ্ম অথচ প্রকাশ্য কিছু নিশ্চয়ই আছে যা কোনো পৃথিবীর মানুষ আয়ত্ত করতে পারবে না, কোনোভাবেই না, সেটা কী ? আকৃতি নাকি অন্যকিছু ? মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলতে থাকে এলেইনের। হাতে সময় বড্ড কম।

চিন্তা ছাড়া কাজে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করে এলেইন। 'এই হচ্ছে গামা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন, চার বছর আগে বানান। এতে বক্রতার একধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে যাতে এটাকে অনেক বড় দেখায়।' যান্ত্রিকভাবে বলে চলে এলেইন কিন্তু এই বক্রতার বিভ্রান্তি তার চিন্তাভাবনাকে অন্যদিকে নিয়ে যায়।

৬.

তারা হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে গামার ছোটো ছোটো বাড়িগুলোকে পাশ কাটাতে থাকে। প্রতিটি বাড়ির ডিজাইন ভিন্ন, সামনে সবুজ লন আর বাড়িগুলোর মাঝখানে মাঝখানে হালকা ধাঁচের বেড়া দেয়া। বাড়িগুলোর এই সেকশন অ্যাপার্টমেন্ট সেবাশন থেকে পুরোপুরি আলাদা। বাড়িগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে পাশাপাশি থাকে আর অ্যাপার্টমেন্টগুলো অনেকটা স্তূপের মতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাদের সামনে বায়ুরোধী এয়ারলক আছে, তারপরই আমাদের কৃষিবিভাগ শুরু।' বলে এলেইন।

'আপনাদের এখানের এয়ারলকগুলো খোলা কেন ? ভুল করে করা হয়েছে নিশ্চয়ই ?' স্যানসেল বলল।

'ঠিক তা নয়। এটা পুরোপুরি অটোমেটিক। এর ভেতরে বায়ুচাপ যদি কোনো উল্কাপাত বা অন্য কোনো আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণে কমে যায় তাহলে এয়ারলকগুলো বন্ধ হয়ে যায় পুরো ছয়টা সেক্টরকে আলাদা করে ফেলে। রাতে অবশ্য এই কৃষিবিভাগের এয়ারলক বন্ধ রাখা হয় যাতে এখানকার আলো আবাসিক এলাকায় ঢুকতে না পারে।'

'যদি উল্কাপাত এই এয়ারলকের যন্ত্রপাতির উপর হয় তাহলে কী হবে ?' তাচ্ছিল্যের সাথে প্রশ্ন করে র‍্যাডন জি।

'এটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম তাও যদি ঘটে আমাদের ক্ষয় ক্ষতি হবে যথেষ্টই কম। এয়ারলক যন্ত্রপাতির মূল অংশের আলাদা আলাদা দুটি কপি আছে একেবারে গামার দুই প্রান্তে। প্রতিটি কপিই আলাদাভাবে এই এয়ারলক মেকানিজম চালাতে পারে।'

৭

পুরো কৃষি বিভাগ ঘোরার সময় র‍্যাডন জির কোনো আগ্রহই দেখা গেল না। রিসাইক্লিং সেন্টারে ঢোকার সময় তার চেহারায় অসন্তোষের ছায়া পড়ে।

'আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। এনিমেল ওয়েস্টেজ আমার কাছে খুব একটা সুন্দর দৃশ্য না।'

'আপনাদের কাপ্পাতেও তো প্রাণিজ বর্জ্য রিসাইকেল করা হয়। কোনো পৃথিবীবাসীই রিসাইক্লিং সেন্টারে যেতে চায় না।'

এলেইন সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চোখ থেকে সতর্ক ভাবটা দূর করতে।

'আমার সামনে তো আর করা হয় না। আর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং আর স্ট্যাটিসটিকস সম্বন্ধে কিছুই জানি না। শোনো মেয়ে, আমি বাইরে আছি তুমি ওই ডেল্টার লোকটাকে নিয়ে যাও, দেখ ওর ব্যাটা জুতো পরে পুরো তৈরি। সাথে বাকিদেরও নিয়ে যাও। আমি যাব না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি আপনাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছি কিন্তু তাতে ঝামেলা হবে আমার। অফিস ভাববে আমি আপনাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। প্লিজ আসুন, আমি আপনার হাত ধরছি', সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এলেইন।

এইরকম তেল দেয়া কথাবার্তা কোনো কাপ্পাবাসীর পক্ষে এড়ান অসম্ভব। র‍্যাভ জির মুখে তীব্র অসন্তোষ ফুটে উঠে যদিও মুখে বলে 'তোমার মতো সুন্দরী পাশে থাকলে অবশ্যই হাঁটু সমান গোবরেও হাঁটা যায়।'

এলেইনের যদিও মনে হয় না র‍্যাভন জির আসলেই ইচ্ছে আছে যাবার।

রিসাইক্লিং সেন্টার র‍্যাভন জির পাশে পাশেই থাকল এলেইন। র‍্যাভেনের কথা মতো এত বাজে অবস্থা না সেন্টারের। পুরো প্রক্রিয়াটাই চোখের আড়ালে আর যন্ত্রনির্ভর। অন্তত র‍্যাভন জির চেহারায় যে অসন্তোষ ফুটে উঠে তা হবার মতো কিছুই সেন্টারে নেই, শুধু হালকা বাজে গন্ধ ছাড়া।

সবকিছু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল শুধু স্যানসেন। পেছনে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখে হাঁটে সে আর উ কাই সী পুরো অনুভূতিশূন্য শুধু নোট নিচ্ছে, পাশ দিয়ে যাবার সময় এলেইন নোট পড়ারও চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্বোধ্য এপসিলনের লেখা সে পড়তেই পারে না।

তখনো র‍্যাভন জি এলেইনের হাত ধরে থাকে। 'তুমিই বলো এলেইন এই রিসাইক্লিং প্রক্রিয়াটা কি খুব জরুরি ?' বলে র‍্যাভন জি।

'অবশ্যই জরুরি এমনকি আরো বিরাট আকারে পৃথিবীতেও জরুরি।'

কাপ্পার কোনো ভদ্রলোক এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না আমি বাজি ধরতে পারি। এলেইনের শেষ কথাটায় কোনো মন্তব্য করলেন না র‍্যাভন জি।

'আপনি কাপ্পাতে কী করেন ?'

'আমি নাট্য সমালোচক। তোমাদের এখানকার নাটকের ওপর নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব আমাদের কাগজে, এজন্যেই এখানে আসা।'

'আপনি তাহলে আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তিতে নাট্যসপ্তাহে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নাট্যসপ্তাহ ?' র‍্যাভনজির চেহারা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়।

'আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তি।' বলে এলেইন।

অস্পষ্টভাবে বলে র‍্যাভন, 'কই জানি না তো। আচ্ছা তোমাদের মঞ্চ নাটক কোথায় হয় ?'

র‍্যাভন জির না জানার ব্যাপারটা কি অভিনয় ? নাকি সে আসলেই তিনশো বছর পূর্তির কিছুই জানে না ?

'চার নম্বর সেকশনে নাটক হয়। উপগ্রহের উল্টো পাশে।'

র‍্যাভন জি সাগ্রহে উপরের দিকে তাকায়, একজন স্বাভাবিক উপগ্রহবাসীব মতোই।

'আমর' ওখানেই যাব নিশ্চয়ই। কী বল ?' এই উপরে তাকানোর ব্যাপারটা হঠাৎই মাথায় আসে এলেইনের। এটা কি কোনো সূত্র হতে পারে ?

৮

'আচ্ছা গাইড আপনাদের এই গবাদিপশুর এলাকায় কোনো প্রাণীই তো দেখছি না।' রূঢ়ভাবে বলে মেডজিম নাবেলান।

'আমাদের অল্পকিছু গবাদিপশু আছে তাও এখানে নেই। গবাদিপশু আমাদের আসাশ্রয়ী মনে হয়। খরগোস আর মুরগি এর চেয়ে দ্রুত আর অধিক পরিমাণে প্রোটিন দিতে পারে।

'বাজে কথা বলবেন না। আপনারা জানেনই না কী করে গবাদিপশু ব্যবহার করতে হয়। আপনাদের ব্যবহারের প্রক্রিয়াটা তো অনেক প্রাচীন।'

'আপনার কথাগুলো আমাদের কৃষি অধিদপ্তরের খুব কাজে লাগার কথা।' শান্ত স্বরে বলে এলেইন।

'আমারও তাই মনে হয়। কৃষি অধিদপ্তরের কাজেই আমি এখানে এসেছি। অন্য কোথাও ঘোরাঘুরি করলে আমার স্রেফ সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমাকে বলুন আপনাদের কৃষি অধিদপ্তরটা কোথায় ?' তাড়া দেয় নাবেলান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি দল ছেড়ে গেলে আমার সমস্যা হবে। আমার অফিস ভাবতে পারে আমি আপনাকে ভাগিয়েছি।'

'বুদ্ধু নাকি ?' নাক কুঁচকে বিরক্ত স্বরে বলে নাবেলান। 'কৃষি অধিদপ্তরটা কোথায় তাই বলুন।'

'উল্টো পাশে ' বলে এলেইন। এবার সে রীতিমতো হাত উঠিয়ে উপরে দেখায় এলেইন সাথে সাথে নাবেলানও উপরে তাকায়। 'আপনি যদি চলে যান তাহলে দলটা ভেঙে যাবে। থাকুন প্লিজ।' অনুনয় থাকে এলেইনের গলায়।

মেডজিম নাবেলান বিড় বিড় করে কিছু বলেন কিন্তু তার জোরে ছাড়া দীর্ঘশ্বাসের জন্যে শোনা যায় না। দল ছেড়ে যাবার কোনো লক্ষণও তার মধ্যে থাকে না।

এলেইন আবার তার স্বভাবসুলভ শান্ত গলায় বলা শুরু করে :

'আমাদের কৃষি বিভাগে পুরো চব্বিশ ঘণ্টাতেই প্রতিফলতি আলো ফেলা হয় আর আবাসিক এলাকাগুলোতে দৈনিক ষোলো ঘণ্টা আলো আর আট ঘণ্টা অন্ধকার থাকে।

গামার সবাই কি এক সময়ে ঘুমায় ?' উ কাই সী জিজ্ঞেস করে।

'না তো। যার যখন ডিউটি থাকে না তখন ঘুমায় কিছু লোককে তো রাতের শিফটে কাজ করতেই হয়।'

'প্রতিটি আবাসিক এলাকার নিজস্ব সূর্যালোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই অর্থহীন ঐক্যের কোনো মানে হয় না।' বলেই আবার নোটবুকে লেখা শুরু করে উ কাই সী।

'এপসিলনে শুধুমাত্র দিন রাতের নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানটাকে মানা হয় না। রাতের সময়টুকু সৌরালোকের নিরবচ্ছিন্ন শক্তি গ্রহণটাকে কমায় এটা অন্তত উপগ্রহের তাপমাত্রাটাকে সহনীয় মাত্রায় রাখে।' ইভ অ্যাবডারম্যান উঁচু আর পরিষ্কার সুরে বলে।

'একদম না। আপনার যদি ধারনা হয় এপসিলনে গরম থাকে বেশি তাহলে আপনি ভুল করছেন। দিনরাতের মাঝখানে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধান রক্ষা করা হচ্ছে অর্থহীনভাবে পৃথিবীকে অনুসরণ করা।' উ কাই সী বলে চলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলেইনের শরীরে কোথাও টিকটিক করে কিছু একটা বোঝাতে চায়। এলেইন ধরতে পারে না। তার শুধু মনে হয় লোকটা পৃথিবীকে অস্বীকার কেন করতে চাচ্ছে ? নিজের পরিচয়টা লুকাতে ?

'আমার মনে হয় না আমাদের পৃথিবীর ঐতিহ্য অস্বীকার করা উচিত · এ বছর আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তি আর এ সুযোগে যদি আমরা আমাদের উপগ্রহগুলোর ...' কারো কোনো আগ্রহ না দেখায় চুপ করে যায় এলেইন।

ইভ একবার এলেইনের দিকে তাকিয়ে উ কাই সীর দিকে তাকায় · 'আমি এপসিলনে গিয়েছিলাম ওখানে যথেষ্টই গরম।' ইভের অভিযোগ।

'আপনার মতো সবার নিশ্চয়ই তাপমাত্রা নিয়ে এত বেশি মাথাব্যথা নেই।' কঠিন গলায় বলে উ কাই সী।'

'চলুন এগুনো যাক। উপগ্রহের অন্যপাশে যেতে হবে। এবার হাত উপরে তোলে এলেইন সাথে তারাও উপরে তাকায়। আমাদের চেয়ে অন্যরা এগিয়ে গেছে।

'এই রিসাইক্লিং সেন্টারের পুরোটা কম্পিউটারাইজড। আমার মিশনে এটার গুরুত্ব অনেক। আপনাদের সরকার কি এখানে বাইরের মানুষের উপস্থিতি অনুমোদন করে ?' ইভের প্রশ্ন।

'আমার মনে হয় আপনারা এই অধিদপ্তরে কথা বললেই জানতে পারবেন। আগ্রহীদের তো সরকার নিরাশ করবে না মনে হয়।' এলেইন বলে।

মিশন শব্দটা যদিও এলেইনের কানে খট করে লাগে। শব্দটি কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস জানিয়ে দিচ্ছে নাকি কোনো চিন্তা না করেই কথাটা বলেছে ? এলেইনের মনে নতুন চিন্তার উদয় হয় : মাত্র পাঁচ ফুট আকৃতির এই মহিলা। আসলে পাঁচ ফুটের আকার কি তার মিশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ?

স্যাডো সানসেন অনেকটা অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করে মিস এলেইন, 'আর কতদূর ?'

'খুব বেশি না। আপনি আলাদা করে কি কিছু খুঁজছেন ?'

'পাওয়ার স্টেশন। শোনো মেয়ে আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এই ফসলের ক্ষেত আর মাছের খামার আমার বিষয় না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি নিশ্চিত না আমাদের পাওয়ার স্টেশনে ট্যুরিস্ট ঢোকার ব্যাপারে,' অনিশ্চিত স্বরে বলে এলেইন।

'আমি ট্যুরিস্ট নই : আমি আমার সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি।' গর্ব ফুটে উঠে স্যাভো সানসেনের গলায়।

'তা তো অবশ্যই। আমরা এখন স্পোকের ভেতর দিয়ে আমাদের হাসপাতাল এলাকা দেখতে যাচ্ছি : আমাদের চিকিৎসা সুবিধা অন্য যে কোনো উপগ্রহের চেয়ে ভালো। ওখানেই আমি অফিসে কথা বলে নেব পাওয়ার স্টেশনে ঢোকার ব্যাপারে। হাসপাতালের পরই পাওয়ার স্টেশন।'

ঠিক আছে বলে সানসেন যদিও, চেহারায় সন্তুষ্টির কোনো ছাপ পড়ে না।

৯

প্রতিটি স্পোকের মাঝেই হাসপাতাল এলাকা আছে। মোট ছয়টা হাসপাতাল। তারা ওই মুহূর্তে যে স্পোকে ছিল তা অন্য সবকয়টার চেয়ে উঁচু। এখানে নিম্নমাত্রার অভিকর্ষে বায়োলজিক্যাল গবেষণা চালান হয়।

অভিকর্ষেও সব ট্যুরিস্টকেই অভ্যস্ত লাগে। স্বাভাবিকের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ কম। শুধু নাবেলান একবার হোঁচট খায়। সানসেন একবার দ্রুত হাঁটতে গিয়ে আবার সামলে নেয় পড়ে যাবার আগেই। এলেইনও এখানে মাঝে মাঝেই ভুল করে বড় বড় পা ফেলে।

'আমি নিশ্চিত এ জায়গাটা আপনাদের ভালে' লাগবে। এই নিম্ন মাত্রার অভিকর্ষে আমরা যে গবেষণা করছি তা পৃথিবীতেও করা যায় না এবং এই গবেষণায় আমরা অন্য যে কোনো উপগ্রহের চাইতে অনেক এগিয়ে। এখন আমরা ল্যাবরেটরি ঢুকতে যাচ্ছি ওখানে এসিস্টেন্টরা আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখাবে।'

'মিস্টার সানসেন আর চারশো মিটার পরেই আমাদের পাওয়ার স্টেশন। আমি আপনার এন্ট্রি পারমিট নিয়ে আসছি।' বলছে এলেইন। এর মধ্যেই সবাই হাসপাতালে ঢুকে গেছে। বাইরে শুধু সানসেন আর এলেইন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারমিট আনতে উপগ্রহের অন্যপাশে যেতে হবে। হাত নেড়ে দিকটা দেখায়। হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়তে থাকে। এই ঘাতক হতে বাধ্য। ধরে ফেলার পর এলেইনের চোখ হয়ে উঠে উজ্জ্বল সানসেনের চোখে তা ধরা পড়ে। ছোট্ট একটা মাত্র ভুল করেছে সে আর এতেই সব কভার নষ্ট হয়ে গেল তার।

দাঁড়াও সানসেনের গলা থেকে ডেল্টার কথা বলার টানটা চলে যায়। দ্রুত এলেইনের দিকে এগোয় সানসেন। বুলফাইটের ম্যাটাডরের মতো একপাশে আস্তে করে সরে যায় এলেইন। গলা দিয়ে নিজের অজান্তেই চিৎকার বের হয়ে আসে। মাথায় অজস্র চিন্তা ভর করে।

ও কি আমাকে মেরে ফেলবে ? আমার লাশের কী ব্যাখ্যা দেবে ও ? নাকি ত'র মিশন সফল করতে দু-একজনের মৃত্যু কোনো ব্যাপাব না। মেরে ফেলার পরই কি সে পাওয়ার স্টেশনে ঢুকবে ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার আসতে থাকে সানসেন। তার পা হড়কে যায় কম অভিকর্ষের কারণে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে দ্রুত সরে যায় এলেইন। থেমে দাঁড়ায় সানসেন। হাসপাতালের দরজা আর এলেইনের মাঝে এখন সানসেন। অভ্যস্ত হাতে দ্রুত মাথার হ্যাট খুলে ফেলে সানসেন। ছুড়ে ফেলে একপাশে। শরীরের পেশি দেখা যায়, মুখ হয়ে উঠে কঠিন। এই পিচ্চি মেয়েটাকে মেরে ফেলা তার মাত্র এক মিনিটের কাজ। সে এখন পুরোপুরি প্রস্তুত।

চিৎকার করতেও ভুলে গেছে এলেইন। সানসেনের দিকে চোখ তার, সানসেনেরও তাই। দুজনেই সমান সতর্ক, যেন একটা খেলা। এই মুহূর্তে নিম্নমাত্রার অভিকর্ষে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সানসেন।

ছোটোছোটো পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে সানসেন, এলেইন দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করে। অনেকটা হাওয়ায় গ্লাইড করে সানসেনের পেছনে চলে যায় এলেইন। দ্রুত খুব দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করে। ধাক্কাটা হজম করে আবার দাঁড়িয়ে যায় সানসেন। আবারও দরজা আর এলেইনের মাঝে সানসেন।

এলেইন দরজার দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করে, অনেকটা সাপের ছোবল দেবার মতো এলেইনের হাত ধরে ফেলে সানসেন।

এক মুহূর্তের জন্যে সব স্থির।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নির্দয় হাসি ফুটে উঠে সানসেনের ঠোঁটে। নিজের দিকে টেনে আনে এলেইনকে। চিৎকার করে উঠে এলেইন লাথি দেয় সানসেনকে। চুপ করে কোমরে হজম করে নেয় লাথিটা, প্রাণপণ চেষ্টা করে ছুটে যাবার কিন্তু শক্তিতে কিছুতেই কুলোয় না এলেইন।

ঠিক এই সময় একটা কালো হাত সানসেনের গলা পেছন থেকে পেঁচিয়ে ধরে। সানসেনের গলায় চেপে বসে তাকে সোজাভাবে দাঁড়াতে বাধ্য করে। এলেইনকে ধরা হাতের মুঠো হালকা হয়।

'ধন্যবাদ', ফিস ফিস করে বলে এলেইন।

মেডজিম নাবেলানের কালো চামড়া আরো কালো হয়ে যায় ঘৃণায়।

'ডেল্টার পশুটা কি কিছু করেছে ?'

'ও ডেল্টার মানুষ না।' বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে বলে এলেইন। চারপাশে লোক জমতে থাকে।

'কষ্ট করে পুলিশ ডাকুন। ওকে ছাড়বেন না নাবেলান।' বলে এলেইন। ধাক্কাটা সামলানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সে।

'ভয় পাবার কিছু নেই, ওকে ছাড়ব না। আপনি যদি বলেন তো ঘাড়টা ভাঙব।' মহিলার চোখে মুখে বোঝা যাচ্ছিল কাজটা তার পক্ষে করা সম্ভব।

সানসেনের দম বন্ধ হয়ে ততক্ষণে চোখ প্রায় কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে।

'তার দরকার নেই। ওকে আমাদের জ্যান্ত দরকার।'

১০

জানোস এর সাথে প্রথম দেখা হবার দুদিন পর আবার জানোসের অফিসে যায় এলেইন।

'এরচেয়ে ভালোভাবে ব্যাপারটা শেষ বোধহয় আমিও করতে পারতাম না। সানসেনই সেই লোক। ডেল্টা তার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব স্বীকার করেনি। ওদের দাবি সত্য না মিথ্যা তা আমরা এখন জানতে চাচ্ছি না তবে ওদেরকে জোটের ব্যাপারে চাপ দেয়া হচ্ছে। মেডজিম নাবেলানকে সব বোঝান হয়েছে থিটিতে গিয়ে জোটের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারে ওই কথা বলবে। পৃথিবী সরকার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ বিব্রত। আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তির অনুষ্ঠানও পুরো দমে এগুচ্ছে। কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকলেও আশা করছি এই ২০৭৬ সালের আবেগটাকে আমাদের জোট আর স্বাধীনতার ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারব। কিন্তু এলেইন আসল কথাটা বলো তো। কীভাবে বুঝলে ও নকল ?' হাসিখুশি মনে বকে চলে জানোস।

এলেইন বলল, আমি প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করেছি এই উপগ্রহগুলোকে যদিও পৃথিবীর মতো তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে তারপরেও উপগ্রহে আসলে পৃথিবীর মানুষ কী ভুল করতে পারে ? একসময় গ্রহের বক্রতলের ব্যাপারটা মাথায় আসল। পৃথিবী বিরাট একটা গ্রহ আর এর উপরে থাকে মানুষ, দিগন্তরেখা পর্যন্ত মানুষের কাছে পৃথিবীটা সমতল মনে হয়। দিগন্ত রেখার পর পৃথিবী খুব আস্তে আস্তে নিচের দিকে বেঁকে যায়। আর আমরা যারা উপগ্রহে থাকি তারা থাকি উপগ্রহের ভেতরে, এটা বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে।

"পৃথিবীতে "দুনিয়ার আরেক পাশ" বোঝায় নিচের দিকে। এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত পৃথিবীর কোনো লোক দুনিয়ার আরেকপাশ বোঝাতে হয় নিচের দিকে দেখাবে নয়তো কিছুই করবে না। কিন্তু এই উপগ্রহগুলোতে "দুনিয়ার আরেকপাশ" উপরের দিকে। শুধু আমরা না অন্য সব উপগ্রহবাসীরাও অন্যপাশ দেখাতে উপরের দিকেই দেখায়। আমি দেখাই, আপনি দেখান, সবাই দেখায় তাই না ?

'এটাকেই আমি ব্যবহার করেছি। যখনই আমি উপগ্রহের উল্টোপাশের কথা বলেছি আমি আঙুল দেখিয়েছি নিচের দিকে কিন্তু ওদের মধ্যে চারজন আমার আঙুলের দিকে না তাকিয়ে উপরে তাকিয়েছে। কারণ ওরা উপগ্রহে থাকে, ওরাও স্বাভাবিকভাবেই উল্টোপাশ বলতে উপরেই বোঝে। শুধু সানসেনকে যখন উল্টোপাশের কথা বলে আঙুল নিচে দেখালাম ও আমার আঙুলের সাথে নিচে তাকিয়েছে। যদিও খুব অল্প সময়ের জন্যে তাও এটা একটা ভুল। ছোটো হলেও একটা খুঁত। আমি একটা খুঁতই চেয়েছিলাম।'

জানোস বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি নিজে হলেও এতটা সূক্ষ্মভাবে বোধহয় ভাবতে পারতাম না যথাসময়ে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।' বলে জানোস।

'তা বোধহয় খুব একটা জরুরি না। জোট আর স্বাধীনতাই আমাদের সবার জন্যে বোধহয় বড় পুরস্কার তাই না?' বলে হেসে উঠে এলেইন।

অনুবাদ : মানিস চন্দ্র দাস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ডেথ সেন্টেনস্

'তুমি জান এসব অতিরঞ্জিত ব্যাপার', অস্বস্তিভরে হাসল ব্র্যান্ড গরলা।

'না, না, না', গোলাপি চোখের ছোটোখাটো আলবিনো মানুষটি পলক ফেলতে ফেলতে বলল। 'ভেগান সিস্টেমে অন্য কেউ প্রবেশের আগে ডরলিসই উচ্চতর ছিল। এটা আমাদের চেয়েও বড় একটা মহাজাগতিক সংঘের কেন্দ্র ছিল।'

'তবে বলা যায় এটা একটা প্রাচীন রাজধানী. আমি এতটুকুই পেশ করব এবং বাকিটা প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে দেব।'

'প্রত্নতত্ত্ববিদরা কোনো কাজের নয়। আমি যা আবিষ্কার করেছি তার জন্যে বিশেষজ্ঞ দরকার আর তুমি সেই বিশেষজ্ঞ বোর্ডে আছ।'

একথা শুনে গরলাকে অনিশ্চিত দেখাল। তার পূর্ববর্তী বোর্ডে থিওর রিয়্যালো নামে একজন শ্বেতাঙ্গ ছোটোখাটো লোক দিল। লোকটি বেখাপ্পা ধরনের ছিল। সে অনেক কাজে ফাঁকি দিয়েছিল। কিন্তু এত অনেক আগের কথা। তবে. গোলাপি চোখের ছোটোখাটো মানুষটি সন্দেহজনক, সে, যতটুকু মনে পড়ে তখনো সন্দেহজনক ছিল।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব', ব্র্যান্ড গরলা বলল, 'যদি তুমি কী চাও, তা আমাকে বলো।'

সে আকাঙ্ক্ষাময় দৃষ্টিতে তাকাল, বলল, "আমি ঠিক ঘটনাটি বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। তুমি কি করতে দিবে?'

ব্র্যান্ড বলল, 'থিওর, যদি আমি তোমাকে সাহায্য করিও, তবে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই মনস্তাত্ত্বিকদের বোর্ডে আমি একজন কনিষ্ঠ সদস্য। তাই এটার প্রভাব তেমনভাবে পড়বে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলে, ঘটনাই তাদের জানিয়ে দেবে', এলবিনো লোকটির হাত কেঁপে উঠল।

'এগিয়ে যাও', ব্র্যান্ড মনে মনে বলল, 'এ লোকটা যথেষ্ট অভিজ্ঞ তার কথা অযৌক্তিক নাও হতে পারে।'

ব্র্যান্ড গরলা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। সিলিঙের জানালা দিয়ে আলো আসছে। আলোটা জানালার কাচে তার তীব্রতা হারাচ্ছে। এ আলো গোলাপি চোখের মানুষের জন্য অস্বস্তিকর তাই তার পলক বারবার পড়ছে।

'আমি পঁচিশ বছর ধরে ডরলিসে ছিলাম, ব্র্যান্ড। আমি ব্যাপারগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ডরলিস একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক নগরী, যা আমাদের নগরের চেয়ে বড় ছিল।'

'যা শেষ হয়ে গেছে তা ভালোই মনে হয়'-ব্র্যান্ড হাসল, 'এই তত্ত্বটা তুমি জান, নতুনেরা একে "গড তত্ত্ব' বলে, গুড-ওল্ড-ডে, ঠিক কিনা।'

থিও ভ্রু কুঁচকাল। এরপর যে অবজ্ঞাভরে হেসে জানাল, 'তুমি অন্য কোনো অবহেলিত ঘটনাকে এভাবে ধামাচাপা দিতে পারো। কিন্তু তুমি আমাকে বল যে, মনস্তাত্ত্বিক প্রকৌশল সম্পর্কে কী জান ?'

ব্র্যান্ড কাঁধ ঝাঁকাল, 'তেমন কিছুই না, গাণিতিকভাবেও তেমন কিছু না। মনস্তাত্ত্বিক প্রকৌশলের সকল বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি একটু কড়া ধরনের এবং কিছু ক্ষেত্রে এটা খুব কার্যকরী। তুমি মনে হয় এটাই বলতে চাচ্ছ !'

'ঠিক তা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, নির্ধারিত শর্তে এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি গোষ্ঠীর উপর যে পরীক্ষা করা হয়, সেই ব্যাপারে।'

'এসব কথা তো আগেও আলোচনা করা হয়েছে। এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ কাঠামো এর উপর ভিত্তি করে দাঁড়াতে পারবে না। আর এটা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা তাও ঠিক জানি না।'

থিও আশ্চর্যান্বিত হল, 'কিন্তু প্রাচীন লোকেরা এটা জানত এবং তারা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণও করেছিল।'

ব্র্যান্ড এবার ধীরে বলল, 'এটা আশ্চর্য ও চমৎকার কিন্তু তুমি কী করে জানলে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কারণ, আমি এর সাথে সম্পর্কিত কিছু তথ্য পেয়েছি', সে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'এটা একটা সম্পূর্ণ জগৎ, ব্র্যান্ড, যা সবদিক থেকে এর লোকজনদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। লোকগুলো ছিল শিক্ষিত, ছকে বাঁধা ও পরীক্ষিত। তুমি কী তা দেখনি ?'

ব্র্যান্ড মানসিক অনিয়ন্ত্রণে কোনো সাধারণ অপরাধ খুঁজে পেল না। এটা সম্ভবত খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। ঘটনাক্রমে সে বলল, 'এটা ভ্রান্ত ধারণা, এটা একেবারে অসম্ভব। তুমি মানবগোষ্ঠীকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পার না, এটা খুব অস্থিতিশীল ভাবনা।'

'এটাই কথা, ব্র্যান্ড, তারা তো মানুষ নয়।'

'কী ?'

'তারা ছিল রোবট, পজিট্রনিক রোবট। তাদের একটি জগৎ ব্র্যান্ড। তারা বেঁচে থাকা আর তাদের প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া কোনো কাজ ছিল না। তারা একদল অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।'

'অসম্ভব।'

'আমার কাছে প্রমাণ আছে–কারণ আমি জানি, রোবটদের সেই জগৎটি এখনো আছে। প্রথম সংঘটি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু এখনো সেই রোবো-জগৎ আছে, আছে তাদের অস্তিত্ব।'

'কিন্তু, তুমি কীভাবে জানলে।'

থিওর রিয়্যালো উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কারণ আমি গত পঁচিশ বছর ওই স্থানে ছিলাম।'

বোর্ড প্রধান তার লাল পাড়ের গাউনটা একপাশে সরিয়ে পকেট থেকে অপ্রচলিত সিগারেটটা বের করল।

'অযৌক্তিক–সে কর্কশ গলায় বলল', একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ব্যাপার।'

'ঠিক'–বলল ব্র্যান্ড, 'এবং আমি এটাকে জোরালোভাবেও বলতে পারি না। তারা তো শুনতে চাইবে না। প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে, এরপর আপনার দলকে আমি বলতে পারব।'

'অসহ্য ! আমি বুঝতে পারলাম না, কে এই ব্যক্তি ?'

ব্রান্ড বলল, 'সে এক নাছোড়বান্দা। "আর্কচারাস ইউ"তে সে আমার ক্লাসে ছিল এবং সে এক বাতিকগ্রস্ত এলবিনো। সে যে কোনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুর ধারণা পেলেই, পরিকল্পিতভাবে সেই ব্যাপারে অগ্রসর হয়। সে বলেছে যে সে ডরলিসে পঁচিশ বছর ছিল এবং সম্পূর্ণ ভাগ্যটা সম্পর্কে তার কাছে সব তথ্য আছে।'

বোর্ড মাস্টার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'হ্যা। আমি জানি ট্যালেস্ট্যাট পর্যায়ে বুদ্ধিদীপ্ত অপরিপক্ব সবসময় বড় বড় ঘটনাকে অনাবৃত করে। এ ল্যান্স, এক চতুর ব্যক্তি, অসহ্য ! তুমি কী প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাথে কথা বলছ ?'

'অবশ্যই, এবং ফলাফলটা মজাদার। কেউ ডরলিসের সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখে না। এটা খুব প্রাচীন ইতিহাস নয়, আপনি দেখবেন। এটা বাস্তব পৌরাণিক ঘটনা। সম্মানিত প্রত্নতাত্ত্বিকরা এটা নিয়ে খুব বেশি সময় নষ্ট করে না।'

বোর্ড মাস্টারের স্বাভাবিক মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল, 'এটা আত্মমর্যাদার জন্য স্তুতিজনক নয়। এর মধ্যে কি কোনো সত্য আছে। প্রথম সংঘের আমাদের চেয়েও মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি ছিল : তাই তাদের পজিট্রনিক রোবট বানান প্রয়োজন ছিল। যারা আমাদের নীল নকশার প্রায় পঁচাত্তর গুণ উপরে। মহাজাগতিক গাণিতিক চিন্তাও এর মধ্যে আছে।'

'দেখুন, স্যার, আমি সবার ক্ষেত্রেই এই আলোচনা করেছি। আমি আপনাকে এ কথাটা বলতাম না যদি সবদিক থেকে এট বুঝতে পারতাম। আমি মিস্টার ব্লাকের কাছে প্রথম বিষয়টা নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি একজন রোবট সম্পর্কিত গাণিতিক বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, এটা অসম্ভব কিছু না ; যথার্থ সময়, অর্থ ও মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা প্রদান করলে এ ধরনের রোবট এখনই বানান সম্ভব।'

'তার কাছে কি প্রমাণ আছে ?'

'কে ? মিস্টার ব্লাক ?'

'না। তোমার এলবিনো বন্ধু। সে নাকি বলছে, তার কাছে কাগজপত্র আছে।'

'হ্যাঁ। আছে। সে এগুলো এখানে পেয়েছ। সে তথ্যগুলো পেয়েছে এবং এর গুরুত্বকে অবহেলা করেনি। সে সবদিক থেকে একে পরীক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে দেখেছে। আমি এগুলো পড়িনি আর অবশ্যই থিও রিয়্যালো ছাড়া আর কেউ এগুলো পড়েনি।'

'এগুলো একত্রিত করা হয়েছে, ঠিক কিনা ? আমাদের তার কথা শোনা উচিত।'

'হ্যাঁ। এটা একটা পথ। কিন্তু সে তার অবস্থান থেকে বেশি গ্রহণযোগ্যতা দাবি করতে পারে না। সে বলেছে এটা প্রাচীন শতাব্দীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং আমার এক্ষেত্রে একজন ভাষাবিদকে যুক্ত করা উচিত। এটাকে পরীক্ষা করার জন্য, যদি এটা সঠিক না হয়, তাও আমরা জানতে পারব।'

'ঠিক আছে। তবে দেখা যাক।'

ব্র্যান্ড গরলা প্লাস্টিক বাঁধাই করা তথ্যগুলো নিয়ে অসল বোর্ড মাস্টার ওগুলো একপাশে রেখে অনুবাদটা পড়ছে। পড়ার সময় ধোঁয়া উঠতে থাকল।

'আহা, ডরলিস সম্পর্কে অনেক বৃত্তান্ত এতে আছে বলে আমি মনে করি।'

'থিওর দাবি করে এরকম একশো থেকে দুইশো টন নীলনকশা একত্রে এক একটা পজিট্রনিক রোবটের মস্তিষ্কে রয়েছে। তারা এখনো কোনো পাতালকক্ষে আছে। কিন্তু সংখ্যায় কম। সে রোবট জগতে ছিল। সে কিছু চিত্র ও টেলিটাইপ পেয়েছে, বৃত্তান্ত সহকারে। তারা একত্রিত নয় এবং অবশ্যই এটা এমন একজনের কাজ, সে জানে পরবর্তী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে। সে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে যা প্রমাণ করে যে সে ওই জগতে ছিল এবং তা প্রাকৃতিক নয়।'

'তুমি কি সেগুলো সাথে এনেছ।'

'সবকিছু। এর বেশিরভাগই মাইক্রোফিল্মে আছে এবং আমি প্রজেক্টরও এনেছি। আপনার আইপিসটা কোথায়।'

এক ঘণ্টা পর বোর্ড মাস্টার বলল, 'আমি কাল একটা সভা ডাকব এবং এটা উপস্থাপনা করব।'

গরলা আস্তে বলল, 'আমরা ডরলিসে একটি বাহিনী পাঠাব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কখন', শুকন কণ্ঠে বোর্ড প্রধান জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এ ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি পাব। আমাকে এটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে দিন। আমি এর সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাই।'

'তাত্ত্বিকভাবে সরকারি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগগুলো সকল বৈজ্ঞানিক তদন্তের নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দলগুলো স্বাধীন এবং সাধারণত সরকার এ ব্যাপারে আলোচনা করতে যথেষ্ট উদাসীন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম কখনই সার্বজনীন নিয়ম নয়।'

বোর্ড মাস্টার বুঝতে পারল এবং বিরক্ত হল এই ভেবে যে, এখন ওয়েন মারির সাথে সাক্ষাত করতে হবে। মারি মনস্তত্ত্ব, মানসিক রোগ ও মন প্রকৌশল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি এবং সে একজন ভালো মনস্তাত্ত্বিক।

বোর্ড মাস্টার ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। সেক্রেটারি মারি তার এই দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেল। সে বলল, 'এ তথ্য, এই কেসের জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা কি এভাবে আগাতে পারি ?'

বোর্ড প্রধানের কড়া জবাব, 'তোমার কী তথ্য দরকার আমি দেখিনি। সরকার বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় এর পরিচালনা কমিটি আবশ্যক আর এই কেসে আমার বলতে হচ্ছে, উপদেশটা হবে অগ্রহণযোগ্য।'

মারি বলল, 'পরিচালনা কমিটির সাথে আমার কোনো বিবাদ নেই। আমরা সরকারের অনুমতি ছাড়া গ্রহ ছাড়ব না। এক্ষেত্রে কম তথ্যের প্রশ্নটা আসে।'

তোমাকে যা তথ্য দেয়া হয়েছে এর বেশি আমাদের কাছে নেই।'

'কিন্তু কিছু কমতি যে আছে। এগুলো অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনয়ী গোপনীয়তা।'

বৃদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক অবাক, 'গোপনীয়তা। যদি প্রসাশনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু না জান তবে আমার কিছু করার নেই। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবাইকে জানান যায় না, যতক্ষণ না গবেষণার নির্দিষ্ট কোনো উন্নতি হয়। যখন তুমি ফিরে আসবে আমাদের প্রকাশনার মধ্যে তোমার কপিগুলো ছাপানো হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারি মাথা নাড়ল, 'উহ্ ! যথেষ্ট নয়। আমরা ডরলিসে যাচ্ছি, আপনি যাবেন না।'

'আমরা বিজ্ঞান বিভাগে এটা জানিয়েছি।'

'কেন ?'

'তোমার জানার কী দরকার ?'

'কারণ, এটা একটা বড় ধরনের ব্যাপার, তবে কেন বোর্ড প্রধান যাবে না। আর প্রাচীন নগরায়ন আর রোবো-জগৎটাই বাকি ?'

'তুমি তা জান।'

'অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে কিছু হিজিবিজি ব্যাপার। আমি বিশদভাবে জানতে চাই।'

'এর বেশি কিছু জানার নেই, আর ডরলিসে না যাওয়া পর্যন্ত এর বেশি জানাও যাবে না।'

'সুতরাং আমি আপনার সাথেই যাচ্ছি।'

'কী ?'

'আর আমি বিশদভাবে ও ব্যাপারটা জানতে চাই।'

'কেন ?'

'আহ্', মারি উঠে দাঁড়াল, 'এখনো আপনি এ প্রশ্ন করছেন। আমি জানি বিশ্ববিদ্যালয় এ গবেষণায় আগ্রহ দেখাবে না। কোনো প্রসাশনিক সংঘ আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে না। কিন্তু "আর্কচারাস" সাহায্য করবে। আমি এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য নেব এবং আপনি কী করবেন এ ব্যাপারে আমি জানতেও চাই না। আপনার সাথে আমি গেলে ব্যাপারটা সরকারি বলেই গণ্য হবে।'

ডরলিস জগৎ হিসেবে চমৎকার। এটা মহাজাগতিক অর্থনীতির শূন্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা বাণিজ্যিক রুট থেকে দূরে, এর অভিবাসী অশিক্ষিত এবং অনগ্রসর, এর ইতিহাস অখ্যাত। এই জগতে প্রাচীন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এটা একটা অস্পষ্ট প্রমাণ যে কোনো আলোকরশ্মি ও ধ্বংসযজ্ঞ অনেক আগে ডরলিসকে ধ্বংস করেছে, যা ছিল বৃহত্তর নগরের বৃহত্তর রাজধানী।

বোর্ড প্রধান মাথা ঝাঁকাল। তার চুলগুলো পেছনের দিকে আঁচড়ান। গালে এক সপ্তাহের না কামান দাড়ি। সে বলল, 'সমস্যাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হল কোনো ইঙ্গিত নেই ! ভাষাটা বোঝা গেলেও আমি মনে করি এ দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়।'

'আমার মনে হয় একটা বড় ধরনের চুক্তি নেয়া হয়েছে।'

'অন্ধকারের মাঝে প্রতিষ্ঠিত। তোমার আলবিনো বন্ধুর অনুবাদ থেকে যে অনুমান করা যায়, তা আশাজনক নয়।'

'অসম্ভব' – ব্যান্ড বলল। 'আমি নিমিয়ান অ্যানুমালিতে দুই বছর কাটিয়েছি।'

বোর্ড মাস্টার সিগারেটটা শেষ করে, আস্তে বলল, 'তিন ধরনের গাধামি আমার অসহ্য লাগে, প্রথমত এসব ব্যাপারে সরকারের নাক গলান, দ্বিতীয়ত, আমরা মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসের কোনো চূড়ান্ত অবস্থায় থাকাকালে, কোনো আগন্তুককে অবজ্ঞা করা, তৃতীয়ত মহাজগতের কী সে চায় ? এরপর আর কী আছে ?'

'আমি জানি না।'

'এরপর কী হতে পারে তুমি কি ভেবেছ ?'

'আসলে না, আমি একে আমল দেই না। আপনার জায়গায় থাকলে আমি এটা এড়িয়ে যেতাম।'

'তুমি পারতে। তুমি জান, এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র এড়িয়ে যাবার জন্য। আমি জানি যে তুমি জান মারি একজন মনস্তাত্ত্বিক।'

'আমি জানি।'

'আর তুমি এটাও জানো যে, সে আমাদের এসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আমি মনে করি এটাই স্বাভাবিক।'

'তুমি তো অনেক কিছুই জান' – তার গলা হঠাৎ নেমে গেল। ঠিক আছে, মারি দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে।'

ওয়েন মারি আসল।

'ঠিক আছে, স্যার'– মারি কৌতুকসুরে বলল, 'আপনি কি জানেন আমি ৪৮ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি কি বড় কিছু পেয়েছেন ?'

'ভাবছি।'

'না, না, আমি সিরিয়াস, রোবো-জগৎ আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার কী মনে হয় এটা নেই ?'

সেক্রেটারি মাথা নাড়ল বিনিতভাবে, 'একজন সন্দেহবান লোক আছে। তোমার পরিকল্পনা কী ?'

'এটা কেন জিজ্ঞাসা করলেন ?'

'দেখি, তারা আমার সাথে উপহাস করছে কি না।'

'আর আপনার কী ?'

সেক্রেটারি বলল, 'না, না, আপনি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। আপনার কি এখানে থাকার ইচ্ছা ?'

'এটা সঠিকভাবে শুরু করতে সময় লাগবে।'

এটা কোনো উত্তর হল না। আপনি সঠিকভাবে বলতে কী বোঝাচ্ছেন ?'

'এর সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এক বছরও লাগতে পারে।'

'ও ! কী বিধ্বংসী !'

বোর্ড মাস্টার ভ্রু কুঁচকাল কিন্তু কিছু বলল না।

সেক্রেটারি নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'তাহলে, আমি ধরে নিচ্ছি রোবো-জগৎ কোথায় আপনি তা জানেন।'

'হ্যাঁ, থিওর রিয়্যালো সেখানে ছিল, তার তথ্য এখন নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।'

'ওই এলবিনো, তবে সেখানে চলুন।'

'সেখানে, কখনোই না।'

'আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন ?'

কষ্ট করে ধৈর্য ধরে বোর্ড মাস্টার বলল, 'দেখ তুমি এখানে আমাদের আমন্ত্রণে আসনি। আমরা তোমাকে আমাদের কর্ম নির্দেশনাও দিতে বলিনি। আর এটা দেখতে আমি একটা লড়াই বাধাতে চাই না। আমি তোমাকে উপমাস্বরূপ বলছি। ধরো, আমাদের একটা বিশাল ও যন্ত্র দেয়া হল যার ভেতরে অসংখ্য তত্ত্ব ও উপাদান রয়েছে। যার আর কিছুই দরকার নেই। এটা এতই বিশাল যে আমরা এর অংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি না, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য তো বাদই থাক। এখন, তুমি কি আমাকে বলছ যে ডেটোনেটিং রশ্মির সাহায্যে-এ যন্ত্রের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই জটিল ও রহস্যপূর্ণ চলমান অংশগুলোকে সবটা না জেনে আগেই আক্রমণ করি ?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। আপনার কথা রহস্যপূর্ণ তাই কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না।'

'এটা ভুল। এই পজিট্রনিক রোবটগুলো এমন নিয়মে তৈরি করা হয়েছিল যার আমরা কিছুই জানি না। আর এখন আমাদের এমন নিয়ম অনুসরণ করতে বলা হয়েছে যার সাথে আমরা অপরিচিত। রোবটগুলো সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা হয়েছিল, নিজেদের ভাগ্য নিজেরা তৈরি করার জন্য। এখন সেখানে যাওয়া মানে পরীক্ষাটা নষ্ট করা। এখন আমরা যদি সেখানে সশরীরে যাই তাহলে নতুন অদেখা উপাদান এবং অজানা আশাতীত সম্পর্ক সবকিছু নষ্ট করে দেব। এমনকি যদি বিন্দুমাত্র সমস্যাও করা হয়।'

'ও ! থিওর রিয়্যালো তো সেখানে চলে গেছে।'

. বোর্ড মাস্টার হঠাৎ রাগান্বিত হল, 'তুমি নিশ্চয় জানো একথা আমার জানা। যদি ওই উন্মাদ, অজ্ঞ এলবিনো মনস্তত্ত্বের কিছুমাত্র জানত, তবে কি এটা ঘটত ?'

'মহাজগৎ-ই জানে নির্বোধটা সেখানে কী ঘটিয়েছে।'

হঠাৎ নীরবতা নেমে এল।

দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে সেক্রেটারি বলল, 'আমি জানি না, কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারব না।'

সে চলে গেলে বোর্ড মাস্টার ব্র্যান্ড এর দিকে তাকাল, 'রোবো-জগৎ যেতে চাইলে, তাকে তুমি কীভাবে থামাবে ?'

'আমরা যদি না বলি তবে সে কীভাবে যাবে, সে তো খোঁজ জানে না।'

'আহা ! সে যে খোঁজ জানে না, এটাই আমি তার আসার আগে বলতে চেয়েছিলাম। আমরা আসার পর দশটা জাহাজ ডকে ভিড়েছে।'

'কী ?'

'হ্যাঁ। তাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু, কী জন্য !'

'এটাই তো বুঝতে পারছি না, বালক।'

ওয়েন মারি বলল, 'আমি কি আসতে পারি ?'

কাগজপত্র থেকে চিন্তিত মুখ তুলল থিওর রিয়্যালো। 'এসো, আমি তোমার জন্য আসন পরিষ্কার করে দিচ্ছি।'

দুটো চেয়ারের একটি থেকে এলবিনো লোকটি জিনিসপত্র সরিয়ে দিল। 'তুমিও কি এখানে কোনো কাজে এসেছ ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

থিওর মাথা নাড়িয়ে মৃদু হাসল এবং অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই অনেকগুলো কাগজ একত্রে জড়ো করে উল্টে রাখল।

কয়েক মাসের মধ্যে সে ডরলিসে কয়েকজন মনস্তাত্ত্বিক নিয়ে আসার পর, তার মনে হচ্ছে সে তার কাজ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। তার নিজের জন্য কোনো স্থান নেই, শুধু রোবোজগতের বিবরণ দেয়া ছাড়া, যেখানে সে একাই ভ্রমণ করেছে এবং কোনো কিছুতেই অংশগ্রহণ করেনি। আর সেখানে সে বলতে চেয়েছে যে সেখানে তারই যাওয়া উচিত ছিল, একজন বৈজ্ঞানিকের নয়।

এটাই হওয়ার কথা ছিল এবং যে কোনোভাবেই এরকম হয়ে আসছে।

'ক্ষমা করবেন', মারি বলল। 'এটা আশ্চর্যজনক যে তোমাকে বলা হয়নি। তুমি তো জিনিসটা আবিষ্কার করেছ।'

আলবিনোর চোখ চকচক করে উঠল, 'এটা আমার ভুল ছিল। তারা আমাকে বলেছে যে আমি সব নষ্ট করে দিতে পারি।'

মারি মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'তুমি মনে হয় প্রত্যক্ষভাবে তাদের চেয়ে বেশি জান তাদের উঁচু উঁচু পদমর্যাদা দেখে তুমি মনে করো না যে, তুমি কিছু না। অঙ্ক বিজ্ঞের চেয়ে একজন সাধারণ জ্ঞানের মানুষ ভালো। আমি নিজেও একজন সাধারণ মানুষ, তুমি জান। আমাদের নিজেদের অধিকারের জন্য দাঁড়াতে হবে। নাও, একটা সিগারেট ধরাও।'

'আমি যদিও ধূমপায়ী না, তবু একটা নিচ্ছি, ধন্যবাদ।' দীর্ঘদেহী মানুষটির পাশে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে উষ্ণ মনে করল। সে কাগজপত্রের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পঁচিশ বছর', থিওর ঢোক গিলতে গিলতে বলল।

'তুমি ওই জগৎ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ?'

'মনে হয়। তারাও আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আর তাদের জিজ্ঞাসা করলে ভালো হত না ? তারা মনে হয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে', সবটুকু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল সে।

মারি বলল, 'আসলে তারা শুরু করেনি। মনস্তাত্ত্বিক অনুবাদের মাধ্যমেই আমি তথ্যগুলো জানতে চাই। প্রথমত রোবটরা কী ধরনের মানুষ বা জিনিস। তোমার কাছে কি তাদের কোনো ছবি আছে ?'

'না, আমি তাদের জাতিকে ধরতে পারি না। তারা জিনিস নয়, তারা মানুষ !'

'না, তারা কি মানুষের মতো দেখতে ?'

'হ্যাঁ-অনেকটা, বাহির থেকে যাই হোক, আমি কিছু অণুবীক্ষণিক পরীক্ষার তথ্য নিয়ে এসেছি। বোর্ড মাস্টারের কাছে তা আছে। এর ভেতরটা ভিন্ন আপনি জানেন, অনেকটা সরল। এটা আশ্চর্যজনক এবং সুন্দর।'

'এটা কী গ্রহের অন্য প্রাণীর চেয়ে সহজতর কাঠামো ?'

'ও, না, এটা আদি জগৎ এবং...এবং তাদের প্রোটোপ্লাজমিক ভিত্তি আছে। আমি মনে করি, তারা যে রোবট এ সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে।'

'না, আমি তা মনে করি না। তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান কেমন ?'

'আমি জানি না। আমার দেখার সুযোগ হয়নি আর সবই বেশ ভিন্ন। আমার মনে হয় এটা বুঝতে একজন অভিজ্ঞ প্রয়োজন হবে।'

'তাদের কি যন্ত্র আছে ?'

এলবিনো বিস্ময়ের চোখে তাকাল, 'অবশ্যই অনেকগুলো যা থেকে বাছাই করা যায়।'

'বড় নগরী ?'

অবশ্যই।'

সেক্রেটারির চোখ চিন্তিত দেখাল, 'আর তুমি তাদের পছন্দ করো কেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থিওর রিয়্যালো বলল, 'আমি ঠিক জানি না।, তারা পছন্দের যোগ্য ছিল। তারা আমাকে বেশি যন্ত্রণা করত না। তারা আসল মানুষদের মতো এত জটিলও ছিল না।

'তারা কি বেশি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল ?'

'না, এরকম না। তারা আমাকে খুব বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করত না। আমি ছিলাম আগন্তুক এবং তাদের ভাষাও জানতাম না। কিন্তু আমি তাদের বুঝতাম এবং বলতে পারতাম তারা কী ভাবছে। কিন্তু কীভাবে তা জানি না।'

'হু, ভালো, আরেকটা সিগারেট চলবে ?'

'না, আমাকে ঘুমাতে যেতে হবে। আমার দেরি হচ্ছে।'

সে চলে গেল। নিজে নিজে বলল, 'এটা মৃত্যুদণ্ডের মতো মনে হচ্ছে'—যখন সে তার কোয়ার্টার দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটানা বাঁশি বাজছিল।

সে তার অবস্থা পুনরায় পরের দিন বোর্ড মাস্টারের সামনে ব্যক্ত করল কিন্তু বসল না।'

'আবার ?' বোর্ড মাস্টার বলল।

'আবার !' সেক্রেটারি চমকে উঠল, 'কিন্তু এবার আসল কথাটা হল আমাকেই অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিতে হবে।'

'কী ? অসম্ভব স্যার। আমি এরকম কোনো প্রস্তাবনা মানব না।

'আমার ক্ষমতা আছে', ওয়েন মারি মেটালয়েড সিলিন্ডারটা দেখিয়ে দিল। যার উপর আঙুল দিয়ে ঘসা দেয়া হলে খুলে যায়।

'আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছ, এসব ব্যবহার জানার। তুমি দেখো, এটা স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে। ফেডারেশন কংগ্রেস দ্বারা এটা স্বাক্ষরিত হয়েছে।'

'তাই ! কিন্তু কেন ?' বোর্ড মাস্টার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিল।

'এটা অস্বাভাবিক স্বেচ্ছাচারিতা। এর কি কোনো কারণ আছে ?'

'খুব ভালো কারণ আছে আমার প্রতিটা তথ্য সবদিক থেকে দেখেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কখনোই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না বরং শান্তির ক্ষেত্রে তাদের নাক গলানোর কথাই চিন্তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে দেখে। আমার মনে হয় না, রোবো জগতের বিপজ্জনক দিকটা তুমি ভাবছ।'

'আমি কোনো বিপদ দেখছি না। এটা একেবারে বিপদমুক্ত।'

'তুমি কীভাবে জানলে ?'

'পরীক্ষার ধাবা থেকেই জেনেছি' সে রাগান্বিত হয়ে উঠল।

'মূল পরিকল্পনাকারীরা যত সম্ভব একটা বন্ধ কাঠামো পরিকল্পনা করেছে। আর এটা বাণিজ্যিক পথ থেকে দূরে ছোটো একটা বসতি। সমস্ত পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে রোবটরা কোনো সহায়তা ছাড়াই বেড়ে উঠতে পারে।'

মারি হাসল, 'আপনার সাথে আমি একমত নই। মূল সমস্যা হল আপনি তত্ত্বের উপর বেশি জোর দিচ্ছেন। যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবেই দেখছেন। আমি বাস্তববাদী মানুষ। যেটা যেরকম, সেরকম দেখি কোনো পরীক্ষা নির্দিষ্টভাবে ঠিক না করে চালান যায় না। এটা অন্তত পক্ষে একজন পর্যবেক্ষক দ্বারা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং অবস্থা সাপেক্ষে এর সংযোজন-বিয়োজন দরকার।'

'ভালো ?' বোর্ড মাস্টার বলল

'এ পরীক্ষার পর্যবেক্ষক ডরলিসে প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিকদের সাথেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং পনেরো হাজার বছর ধরে পরীক্ষাটা নিজে নিজেই চলছে। ছোটো ছোটো ভুল যোগ হয়েছে এবং এখন তা বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। বাইরের কিছু ব্যাপারও আরো কিছু ভুল তৈরি করছে। এটা একটা জ্যামিতিক ধারা, কেউ একে বন্ধ করতে পারবে না।'

'প্রকৃত প্রকল্প হয়তো আর তুমি তো কেবল রোবোজগতের ব্যাপারে আগ্রহী, আমাকে ভাবতে হয় সমগ্র সংঘের বিষয়ে।'

'কিন্তু রোবো-জগৎ সংঘের কী ক্ষতি করতে পারে। এটা আর্কচারাসে বসে আপনারা কী চালাচ্ছেন।'

মারি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "আমি সাধারণভাবেই বলব, কিন্তু নাটকীয় হয়ে গেলে আমাকে দোষ দিবেন না। সংঘ কয়েক শতক ধরে যুদ্ধে জড়ায়নি, কী ঘটবে এসব রোবটদের সংস্পর্শে এসে ?'

'তারা কি একটা জগৎ সম্পর্কেই ভীত ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হতে পারে। তাদের বিজ্ঞান কী রকম, রোবটরা মাঝে মধ্যে হাস্যকর কাজ করতে পারে।'

'তাদের বিজ্ঞানে কী থাকতে পারে তারা তো ধাতব বৈদ্যুতিক অতিমানব নয়। তারা দুর্বল প্রোটোপ্লাজমিক প্রাণী। প্রকৃত মনুষ্যকুলের দুর্বল নকল, পজিট্রনিক মস্তিষ্ক দিয়ে তৈরি হয়েছে যা মানবিক মনস্তত্ত্বের সরলকৃত নিয়ম মেনে চলে। রোবট শব্দটি কি তোমাকে ভীত করছে?'

'না তা নয়, তবে থিওরের সাথে কথা হয়েছে, সেই একমাত্র রোবটদের দেখেছে।'

বোর্ড মাস্টার নিঃশব্দে অভিশাপ দিতে দিতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, "দুর্বল মনের একজন অজ্ঞ লোককে কথা বলতে দিলে সে কেবল অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে এবং তা ক্ষতিকর।'

সে বলল, 'রিয়্যালোর পুরো গল্পটা আমরা শুনেছি এবং পুরোটাই পরীক্ষা করে দেখেছি। এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। পরীক্ষা সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণমূলক। আমি এটা নিয়ে দুই দিন ব্যয় করতাম না যদি বোর্ড এটা নিয়ে না ভাবত। যা থেকে আমরা পাই–পুরো ব্যাপারটাই পজিট্রনিক মস্তিষ্ক সম্বলিত প্রাথমিক প্রমাণ। আমরা বুঝেছি যে, ওই সময়ে পৌরাণিক মনস্তাত্ত্বিকরা অবশ্যই ধাপে ধাপে কাজটা করেছে। ওই সময়ের রোবটগুলো অতি মানব বা জন্তু-জানোয়ার ছিল না। মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে এতটুকু নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি।'

'দুঃখিত, আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই। একটু বেশি নিয়মে আমি ভয় পাই। সাধারণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া উচিত। এটা যদিও যুক্তিসঙ্গত নয়, তবু আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না। তুমি জান আমরা যুদ্ধবাজ মানুষ। একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করাকে উৎসাহিত করে না। এটা ভালো থাকার জন্যেও উপযোগী নয়। কিন্তু যদি রোবটগুলো যুদ্ধবাজ হয়। ধরো সহস্রাব্দের কোনো ভুল পদক্ষেপ তাদের চোখে ধরা পড়েনি। তবে তারা তাদের স্রষ্টার ইচ্ছার চেয়ে বেশি যুদ্ধবাজ হবে।'

'যদি সকল মহাজাগতিক নক্ষত্র একত্রে জ্বলে ওঠে একসাথে। এটা তখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখানে আরেকটা ব্যাপারও আছে।'

মারি ভ্রু কুঁচকে বলল, "থিওর রিয়্যালো ওই রোবটদের পছন্দ করে। মানুষের চেয়েও সে রোবটদের বেশি পছন্দ করে। নিশ্চিত বলতে পারি যে, থিওর রিয়্যালোর মানসিক বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন দিক থেকে তা রোবটদের মতোই হবে।' 'এবং' সেক্রেটারি বলল, 'থিওর রিয়্যালো ২৫ বছর ধরে এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে। যখন তার বিপক্ষে সকল বিজ্ঞান হাসছে। এখানে অবশ্য কিছু মোহ কাজ করছে–ভালোমানুষী, সততা, মানবিক সকল গুণ। মনে হয় রোবটগুলো এরকমই।'

'তুমি অযৌক্তিক কথা বলছ। তুমি অসংলগ্ন ও নির্বোধের মতো বললে।'

'আমার কঠিন গাণিতিক প্রমাণ দরকার। সামান্য সন্দেহই যথেষ্ট। সংঘকে বাঁচাতে হলে এটাই যুক্তিসঙ্গত।'

'ডরলিসের মনস্তাত্ত্বিকরা এতটা নির্ভরযোগ্যও নয়। তাদের ক্রমেই এগিয়ে যেতে হয়, তুমি যেভাবে দেখিয়েছ। তাদের রোবট বলো না, শুধুমাত্র মানুষের নকল নয়, তারা ভালো হতে পারে। যদিও মানুষের জীবনধারা অনেক জটিল। সমাজ সচেতনতার মতো জিনিস, আদর্শগত কাঠামো প্রতিষ্ঠার এবং অনেক সাধারণ জিনিস যেমন নৈতিক, দানশীলতা, ভালো মানুষ। এসব নকল করা সম্ভব নয় আমি ভাবি না ওই হিউমেনয়েডদের এসব আছে কিন্তু অবশ্যই তারা ধৈর্যশীল যার জন্য তারা একগুঁয়ে ও যুদ্ধবাজ হয়ে উঠবে। যদি থিওর রিয়্যালোর সম্পর্কে আমরা ধারণা ঠিক হয়। আর তাদের বিজ্ঞান কোনো একটা অবস্থানে পৌঁছে থাকে, তবে তাদের মহাজগতের কোথাও হারিয়ে যেতে দিতে চাই না। যদিও আমাদের সংখ্যা তাদের হাজার বা লক্ষগুণ বেশি। আমি কোনোমতে তাদের তা করতে দেব না।'

মুখটা শক্ত করে বোর্ড মাস্টার বলল, 'তুমি এখনই কী করতে চাও?'

'যদিও এখনো ঠিক করিনি, আমি ভাবছি গ্রহে একটা ছোটোখাটো দল নামিয়ে দেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দাঁড়াও।'

সে সেক্রেটারির হাত ধরে ফেলল, 'তুমি কি জান আসলে তুমি কী করতে চাও ? এ বিশাল পরীক্ষার সম্ভাবনা সকল গাণিতিক হিসেবের বাইরে। তুমি জানতেও পারবে না তুমি কী ধ্বংস করছ।'

'আমি জানি। তুমি ভাবছ ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে। এটা কোনো বীরের কাজ নয়। আমি একজন মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে জানতে চাই সেখানে কী ঘটছে। সংঘকে রক্ষা করার জন্য আমি করছ। হোক না তা নোংরা কাজ। এ ছাড়া কিছু করার নেই।'

'তুমি এটা ভেবে বের করতে পারবে না। তুমি যদি ভেতরের খবর জানতে পারতে তবে অবশ্যই মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে আমরা জ্ঞান পেতাম। এটা হত দুই জাগতিক নিয়মের সমন্বয় এবং তা আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যেত, যে আমাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা রোবটরা যে ক্ষতি করতে পারে, তার লক্ষ গুণ বেশি হত। যদি রোবটগুলো ধাতব-বৈদ্যুতিক অতিমানব হত।'

সেক্রেটারি ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'আপনি এখন অস্পষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। শোনেন, আমি একটা যুক্তিতে আসছি, তাদের ঘিরে রাখুন। তাদের মহাকাশযানগুলোকে আপনাদের মহাকাশযানগুলো থেকে আলাদা রাখুন। পাহারাদার পাঠান কিন্তু তাদের কিছু করবেন না। আমাদের আরেকটা সুযোগ দিন এবং অবশ্যই আপনার তা করা উচিত।'

'আমি এটা ভেবেছি। কিন্তু সংগ্রেসকে এটাতে একমত হতে হবে। কিন্তু, জানেন এটা ব্যয়বহুল।'

বোর্ড মাস্টার ধৈর্য হারিয়ে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল, 'তুমি কী ধরনের খরচের কথা বলছ। তুমি কি ভাবতে পার আমরা কী পরিমাণ লাভবান হব।'

মারি বিচক্ষণের মতো হেসে বলল, 'আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ যদি তারা শুরু করে ?'

বোর্ড মাস্টার তাড়াতাড়ি বলল, 'তবে আমি আমার প্রস্তাবনা ফিরিয়ে নেব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেক্রেটারি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আমি কংগ্রেসের সাথে এটা আলাপ করি।'

ব্র্যান্ড গরলা ভাবলেশহীন মুখে বোর্ড মাস্টারের সকল কর্মকাণ্ড দেখল।

অনুসন্ধানে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা দেখা দিল। ব্র্যান্ড গরলা তাড়াহুড়া করে তাদের নামের তালিকা করতে শুরু করল। সে বলল, "আপনি এখন কী করতে চাচ্ছেন?'

বোর্ড মাস্টার ঘাড় ফেরাল না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে বসে রইল। 'আমি থিওর রিয়্যালোকে ডেকে পাঠিয়েছি, গর্দভটা পশ্চিম মহাদেশে গিয়েছে গত সপ্তাহে।'

'কেন?'

বৃদ্ধ লোকটা বাধা দেয়ায় বিরক্ত হল, 'আমি কি জানি গাধাটা কী করে। মারি ঠিকই বলেছিল। ও মানসিক ভারসাম্যহীন, আমরা তাকে নজরের বাইরের রাখতে পারি না। সে ফিরে আসছে। যদিও সে ওখানেই থাকতে চেয়েছিল।'

'ওর তো দুঘণ্টা আগেই ফেরার কথা।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'ভালো–তুমি কি মনে করো কংগ্রেস এ রোবো-জগৎ ঘুরে দেখবে? এতে খরচ হবে এবং অধিবাসীরা কিছুই দেখতে পারবে না, যদিও তাদের কর দিতে হবে।'

'মনস্তাত্ত্বিক সমীকরণ, সাধারণ যুক্তিতে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আসলে আমি বুঝতে পারছি না, মারি কেন কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করতে চায়।'

'তুমি বুঝতে পারছ না?' বোর্ড মাস্টার অবশেষে তার জুনিয়রের দিকে মুখ ফেরাল। হ্যাঁ বোকাটা নিজেকে মনস্তাত্ত্বিক মনে করে। মহাজগৎ আমাদের সাহায্য করে এটাই তার দুর্বলতা। সে দেখায় যে, সে রোবো-জগৎ নিজ থেকে ধ্বংস করতে চায় না। কিন্তু, সংঘের জন্য এটা করা দরকার এবং এজন্য সে যে কোনো ধরনের আত্মত্যাগ করতে রাজি। কংগ্রেস যে এটাতে রাজি হবে না, এটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই', খুব শান্তভাবে ধৈর্যের সাথে কথাগুলো বলল সে।

'আমি দশ বছর চাইব, দুই বছর চাইব, দুই মাস চাইব, যত পারি তত চাইব, কিন্তু আমি কিছু পাবই। সেই সময় রোবো-জগৎ সম্পর্কে নতুন কিছু শিখতে পারব কোনো না কোনোভাবে আমরা আমাদের আবেদনকে জোরাল করব এবং নতুন করে সময় চাইব। যখন সময় পার হয়ে যাবে তখনো আমরা পরীক্ষাটা বাঁচিয়ে রাখব।'

অল্প সময় বিরতি নিয়ে বোর্ড মাস্টার বলল, 'আর সেখানেই রিয়্যালেব ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ব্র্যান্ড গরলা সবকিছু নিঃশব্দে দেখছিল। বোর্ডমাস্টার বলল, 'এখানেই মারি বুঝতে পেরেছিল রিয়্যালো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ নয় এবং সমস্ত ব্যাপারে আমাদের প্রধান সূত্র, যা আমরা বুঝতে পারিনি। যা আমরা দেখিনি। আমরা যদি তাকে পরীক্ষা করতাম তবে রোবট সম্পর্কে একটা ধারণা পেতাম। যদিও তা পুরোপুরি ঠিক হত না, কারণ তার পরিবেশ ছিল বন্ধুহীন ও শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু আমরা এটা ঠিক করে নিতে পারতাম। বিশ্লেষণের মাধ্যমে...আহ্ ! পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিরক্তিকর।'

সিগন্যাল বাতি জ্বলে উঠল। বোর্ড মাস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সে এসেছে, গরলা তুমি উত্তেজিত হয়ো না, বসে পড়, আমি তাকে দেখছি।'

থিওর রিয়্যালো ঘুমকাতুরের মতো দরজায় আবির্ভূত হলও রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এ এক সপ্তাহে অনেকের সাথে তার দেখা করতে হল।

'কীভাবে এসব ঘটল' বোর্ড মাস্টার শান্তভাবে বলল 'বসো, তোমাকে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমার কথার উত্তর দাও। আরে বসো', রিয়্যালো বসল। তার চোখগুলো জ্বলছিল। 'তারা রোবোজগৎ ধ্বংস করতে চায়, তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'কিন্তু, তুমি তো বলেছ তারা রোবোজগৎ ধ্বংস করতে পারে যদি রোবটরা আন্তঃগ্রহ জগৎ আবিষ্কার করে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি তাই বলছ।' বোকা, তোমরা কী দেখতে পারছ না', বোর্ড মাস্টার ভ্রু কুঁচকে বলল, 'শান্ত হও।'

আলবিনো ঠোঁট কামড়ে বলে উঠল। 'তারা অনেক আগেই এ আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ আবিষ্কার করেছে।' দুজন মনস্তাত্ত্বিক চিৎকার করে উঠল, 'কী ? তোমরা কীভাবে ?'

অনেকটা হতাশ হয়ে রিয়্যালো, 'আমি সমুদ্রের মধ্যে একটা মরুভূমিতে নেমেছি, নিজে নিজেই একটা জগৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি। আমি সেখানে নামার পর তারা আমাকে গ্রেফতার করে একটা বড় শহরে নিয়ে যায়। এটা আমার শহর থেকে আলাদা। আমি আপনাদের তা বলব না।'

'শহরের কথা ভাবতে হবে না। তোমাকে বন্দি করল, তারপর বলো" বোর্ড মাস্টার বলল।

'তারা আমাকে পরীক্ষা করেছে, আমার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করেছে। এবং এক রাতে আমি সংঘকে বলার জন্য চলে আসি। তারা জানেও না আমি চলে আসি। তারা চায়নি আমি চলে আসি।' তার গলা ভেঙে আসল, "আমার সেখানেই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু, সংঘ কোনো না কোনোভাবে জানতে পারতই।'

'তুমি কি তাদের তোমার জাহাজের ব্যাপারে কিছু বলেছ ?'

'কীভাবে বলব। আমি তো মেকানিক নই। আমি তো যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কিছু জানি না। তারা কীভাবে চলে দেখিয়েছি, এতটুকুই।'

ব্র্যান্ড গরলা অনেকটা নিজে নিজেই বলল, 'তারা কখনো ওটা পাবে না। যথেষ্ট তথ্য তাদের হাতে নেই।' আলবিনো হঠাৎ উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, আছে আমি ওদের চিনি। তারা যন্ত্র। আপনি জানেন আমরা সমস্যাটার উপর কাজ করছি, তারা করছে এবং আরো করবে। তার কখনো এটা ছাড়বে না এবং এটা কী বের করবে।'

বোর্ড মাস্টার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি আমাদের বলোনি কেন ?'

'কারণ তোমরা আমার পৃথিবীকে আমার থেকে সরিয়ে নিয়েছ। আমি নিজে নিজেই আবিষ্কার করেছি, আর যখন আমি তোমাদের

www.BanglaBook.org

আসল কাজ করার আমন্ত্রণ জানালাম, তখন তোমরা আমাকে পর করে দিলে সব দোষ পড়ল আমার উপর। কেন আমি ওই জগতে গিয়েছিলাম ? আমার যাওয়ার ফলেই যেন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি কেন তোমাদের বলব ? নিজেরই খুঁজে বের করো যদি তোমরা জ্ঞানী হও। আমাকে ছাড়াই করো যদি তুমি পার।'

বোর্ড মাস্টার বিরক্তির সাথে ভাবতে লাগল। 'হীনম্মন্যতায়, ভালো, এখন সবই মিলে যাচ্ছে। এখন আমাদের দূরের জিনিস থেকে চোখ সরিয়ে, কাছের জিনিস ভাবতে হচ্ছে। এখন সবই ভেস্তে যাচ্ছে।'

সে বলল, ঠিক আছে রিয়্যালো তুমি চলে যাও, আমরা হেরে গেছি।'

ব্র্যান্ড গরলা গম্ভীর মুখে বলল, 'সবশেষ, আসলেই সবশেষ।'

বোর্ড মাস্টার বলে উঠল, 'আসলেই সব শেষ। মূল পরীক্ষাই শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে বসে যে পরিকল্পনা করেছিলাম রিয়্যালোর ভ্রমণের ফলে সে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণে সব শেষ হয়ে গেল। তাছাড়া মারিই ঠিক, তারা যদি আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ চালু করে থাকে তাহলে তারা আসলে বিপজ্জনক।'

রিয়্যালো চিৎকার করতে থাকল, 'কিন্তু, তোমরা তাদের ধ্বংস করবে না। তোমরা তাদের ধ্বংস করতে পার না।

কেউ কোনো উত্তর দিল না। সে বলে চলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি। আমি ওদের সাবধান করে দেব। তারা প্রস্তুত থাকবে, আমরা তাদের সাবধান করে দেব।'

সে দরজার দিকে পিছু হটতে থাকল, তার মাথার হালকা চুল নড়ছিল এবং লাল চুলগুলো জ্বলজ্বল করছিল।

যখন সে দৌড়ে বের হয়ে গেল, বোর্ডমাস্টার তাকে থামানোর চেষ্টাও করল না। 'এটা তার জীবন। আমার এ বিষয়ে কিছু করার নেই।'

থিওর রিয়্যালো রোবো-জগতের দিকে যাত্রা শুরু করল।

সামনে কোথাও ধূলায় ঢাকা এক নির্বাসিত জগৎ সেখানে কৃত্রিম মানবতার অনুকরণে তৈরি নিদর্শন যুদ্ধ-কষ্ট চলছে এক পরীক্ষার মধ্যে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে বস্তু আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্ধভাবে যুদ্ধ এগিয়ে চলেছে এক লক্ষ্যে। অন্তগ্রহ ভ্রমণ, যা হবে তাদের মৃত্যু পরোয়ানা।

সে যাচ্ছে সেই জগতের দিকে, সেই একই শহরে, যেখানে তাকে প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার ভালো করেই সব মনে আছে। শহরের নাম হল সেই শব্দ যা সে শিখেছিল তাদের ভাষায় সর্বপ্রথম শব্দ হিসেবে—

'নিউইয়র্ক।'

অনুবাদ : আবেদ-আর-রহমান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অথার ! অথার !

'তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি', এই কথাটা নিজের প্রেমিকা কিংবা কোনো পছন্দের মেয়েকে বলার বিরাট ঝামেলাও আছে যদি প্রেমিকা বা মেয়েটি কথাটা বিশ্বাস করে ফেলে। এই রকম একটা ঘটনা ঘটল গ্রাহাম ডর্নের বেলায় যদি এটাই যে প্রথমবার তা নয়।

এরকম একটা কথা বলার জন্যেই গ্রাহাম ডর্নের প্রেমিকা তাকে একরকম জোরাজুরি করে তার একমাত্র খাল'র সাহিত্য সংঘে বক্তৃতা করার মতো বিব্রতকর একটা কাজ করতে রাজি করিয়ে ফেলল। হাসবেন না। একজন বক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা মোটেই হাস্যকর নয়। কারণ বক্তাকে কথা বলতে হয় তার শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে।

খোলাসা করেই বলা যাক। গ্রাহাম ডর্নকে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। তার বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে "আমেরিকান সাহিত্যে রহস্য উপন্যাসের অবস্থান।" খুবই বিমর্ষ গলায় বক্তৃতা করা শুরু করল গ্রাহাম ডর্ন। তার অতিপ্রিয় ভালোবাসার মানুষ জুনের লেখা বক্তৃতাটা তাও আজেবাজে কথাবার্তায় ভরতি।

পুরো বক্তৃতাটা যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চালালেন গ্রাহাম ডর্ন। কাল্পনিক সব কথাবার্তা তার মানসিক অবস্থাকে যেন আঘাত করছিল। বক্তৃতা শেষের দিকে চারপাশের দানবীর যত মহিলা শ্রোতাবৃন্দ যেন চারপাশ থেকে চেপে আসা শুরু করল। বক্তৃতার পরই গরমাগরম আলোচনা, ব্যাপারটা আসলে মহিলাদের নির্ভেজাল আড্ডা।

'ওহ্ মিস্টার ডর্ন আপনি কি কোনো অনুপ্রেরণা থেকে লেখেন ? আমি বলতে চাচ্ছি আপনি কি আসলে স্রেফ বসে বসে লিখতে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিত্যনতুন বিষয় হঠাৎ করে আপনার মাথায় চলে আসে ? আপনি নিশ্চয়ই সারারাত বসে লেখেন আর ব্ল্যাক কফি খেয়ে রাত জাগেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন।' (গ্রাহাম থর্ন প্রতিদিন বিকালে দুই থেকে চারঘণ্টা লেখেন এবং দুধ পান করেন)

আচ্ছা, মিস্টার ডর্ন আপনি নিশ্চয়ই ওই ভয়াবহ খুনগুলোর দৃশ্য লেখার আগে অনেক গবেষণা করেন। আপনি প্রতিটা গল্প লেখার আগে ঠিক কী পরিমাণ সময় গবেষণা করেন ?'

'সাধারণত ছয় মাস। (গ্রাহামের রেফারেন্স বই শুধু ছয় খণ্ডের এনসাইক্লোপেডিয়া আর দুবছর আগের একটা ওয়ার্ল্ড আলম্যানাক)

'আচ্ছা মিস্টার ডর্ন আপনি রেইনাল্ড ডি মেইস্টার চরিত্রটা নিশ্চয়ই কোনো সত্যিকারের মানুষ থেকে নিয়েছেন। তাই হবার কথা। এই চরিত্রটার প্রতিটি খুঁটিনাটি খুবই পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন আপনি।'

'এই চরিত্রটা আমার খুব প্রিয় এক বাল্যবন্ধুর চরিত্র থেকে নেয়া। (ডর্ন ডি মেইস্টার নামের কাউকে চেনেন না। এ জাতীয় চরিত্রের সাথে দেখা করার কথা তিনি দুঃস্বপ্নেও দেখেন না। তিনি সূক্ষ্মভাবে বিষ মেশান চমৎকার একটা আংটি পরতে রাজি আছেন তাও ডি মেইস্টার নামের চরিত্রটার সাথে দেখা করতে রাজি নন)

ডর্নের চারপাশে মহিলাদের ভিড়। দূরে নিজের সিটে বসে জুন গর্বভরা এক ধরনের দুর্বল হাসি দিল গ্রাহামের দিকে।

গ্রাহাম জুনের দিকে ফির তাকিয়ে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবার ভঙ্গি করল। তা দেখে জুন শুধু হাসল আর গ্রাহামের দিকে একটা চুমু ছুড়ে দিল। আর কিছু করল না।

গ্রাহাম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নারীবিহীন কঠিন জীবন যাপন করবে সে। আর চেয়েছিল তার লেখা গল্পগুলোতে মন্দলোকের চরিত্র চমৎকারভাবে আঁকতে।

চারপাশের মহিলাগুলোর জবাবে তার উত্তরগুলো হচ্ছিল দুই তিন শব্দের। হ্যাঁ আর না এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। হ্যাঁ একসময় সে কোকেন সেবন করত। সে দেখেছে, কোকেন নিলে সে তার প্রতিশীল কাজে গতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়। না, সে চায় না ডি মেইস্টার নামের চরিত্রটা নিয়ে হলিউডে কোনো সিনেমা তৈরি হোক। তার ধারণা আসল শিল্পের সত্যিকারের প্রকাশটুকু সিনেমাতে হয় না। তার বদলে হয় ক্ষ্যাপামি। হ্যাঁ সে মিস ক্রামের লেখা পাণ্ডুলিপি পড়তে পারেন যদি মিস ক্র্যাম সেগুলো তার কাছে নিয়ে আসেন। এবং আনন্দ নিয়ে পড়বেন। শিক্ষানবিশদের পাণ্ডুলিপি পড়াটা অবশ্য বেশ মজার যদিও সম্পাদকেরা যথেষ্ট রুঢ় আচরণ করেন।

এ জাতীয় কথাবার্তার মধ্যে ঘোষণা দেয়া হল যে খাবার দেয়া হয়েছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গ্রাহামের চারপাশ থেকে মহিলাদের দল হাওয়া হয়ে গেল। শুধু একজন রয়ে গেলেন। যে রয়ে গেলেন তার উচ্চতা সর্বোচ্চ চার ফুট আট ইঞ্চি আর ওজন হবে পঁচাশি পাউন্ডের মতো। গ্রাহাম ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা আর ওজন হবে দুশো দশ পাউন্ড। মোটামুটির পেশিবহুল মানুষ বলা যায় তাকে। তার ধারণা মহিলাটাকে সে অনায়াসে সামলাতে পারবে যদিও মহিলাটার হাতে জোড়াতালি লাগান একটা পার্স সামলাতেই ব্যস্ত। একটু হালকা বোধ করলেন গ্রাহাম থর্ন। নাজুক মহিলাটাকে কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল না তার। তার দরকারও নেই বোধহয়।

মহিলাটা গ্রাহামের দিকে এগোতে শুরু কবল। প্রশংসা আর চপলতা তার চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে উঠছে আর গ্রাহামের মনে হল পিঠে দেয়াল ঠেকে গেছে। হাতের কাছে কোনো দরজাও দেখা যাচ্ছে না পালানোর জন্যে।

ওহ মিস্টার ডি মেইস্টার, আপনি আপনাকে ডি মেইস্টার ডাকতে দিন। আপনার সৃষ্টি আমার কাছে এত আসল মনে হয়েছে যে আপনাকে আমার শুধু গ্রাহাম থর্ন ডাকতে ইচ্ছে করছে না আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না। তাই না ?'

'না, অবশ্যই না।' গলায় ঘড়ঘড় শব্দ করে উত্তর দিলেন গ্রাহাম থর্ন, সাথে পুরো বত্রিশ দাঁত দেখাচ্ছেন।

'আমার নিজেকে প্রায়ই রেইনাল্ড মনে হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ আপন চিন্তাও করতে পারবেন না আপনার সাথে দেখা করার কী প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল আমার। আমি আপনার প্রতিটা লেখা পড়েছি। চমৎকার আপনার লেখা।'

'আপনার কথায় আমি আনন্দিত।' সচরাচর রুটিন মাফিক কথা বলে গেলেন গ্রাহাম।

'আপনি আসলে কিছুই জানেন না। হা হা হা পাঠকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে আমাকে অনেক কিছুই লিখতে হয়। এগুলো আরো উন্নত করা সম্ভব। হা হা হা...।'

'কিন্তু আপনি তো জানেন আপনি কী লিখছেন', কথায় প্রগাঢ় আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে, 'মানে ওগুলো ভালো, আসলেই ভালো, আপনার মতো একজন লেখক হওয়া চমৎকার একটা ব্যাপার। ব্যাপারটা প্রায় ঈশ্বর হবার কাছাকাছি কিছু একটা।'

'সম্পাদকের কাছে তা নয়', উদাস স্বরে বললেন গ্রাহাম। এই ফিসফিসানি মহিলার কানে পৌঁছায় না। সে বলতে থাকে, 'শূন্য থেকে একটা চরিত্র সৃষ্টি, পৃথিবীতে একটা আত্মার উন্মোচন করা। ভাবনাগুলোকে শব্দে রূপদান করা, একটা ছবি তৈরি করা এবং ভুবন তৈরি করা। আমার প্রায়ই মনে হয় জগতের মধ্যে লেখকরাই সবচেয়ে ঐশ্বরিক দানে সমৃদ্ধ সৃষ্টি। সিংহাসনে বসা রাজার চাইতে চিলেকোঠায় থাকা অভুক্ত লেখক অনেক ভালো। আপনার কি তাই মনে হয় না?'

'অবশ্যই', মিথ্যে বলল গ্রাহাম।

হোয়াট আর দি ক্রেস মেটারিয়াল গুডস অব দ্য ওয়ার্ল্ড টু দ্য ওয়ান্ডার্স অব উইভিং ইমোশোন এ্যান্ড ডিডস ইনটু এ লিটল ওয়ার্ল্ড অব ইটস ডন?

'আসলে কী?'

'এবং উত্তরপুরুষ, উত্তরপরুষ সম্পর্কে ভাবুন!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো প্রায়ই ভাবি।'

হাতজোড় করে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। 'আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ, আপনি যদি...' মহিলার চেহারা কিছুটা ফ্যাকাসে দেখায়। 'আপনি যদি অসহায় রেইনাল্ড – আপনি যদি একবার আমাকে ওকে বলার অনুমতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেন– লেটিসিয়া রেইনোল্ডকে বিয়ে করার সুযোগ দিতেন ওকে। আপনি আসলে লেটিসিয়াকে খুব বেশি নির্দয় বানিয়েছেন। আমি কয়েকবার কয়েকঘন্টা ধরে কেঁদেছি। এবং তারপর রেইনোল্ডকে আমার কাছে আসল একদম আসল মানুষ বলে মনে হয়েছে।'

এবং হঠাৎ করে কোথাও থেকে ঝালরযুক্তও সুদৃশ্য রুমাল বেরিয়ে এল মহিলার হাতে। চোখ মুছে নিল সে। বেশ সাহসী হাসি দিলেন তিনি তারপর দ্রুত চলে গেলেন। গ্রাহাম ভর্ন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, চুপচাপ জুনের পাশে গিয়ে জুনের দুহাতের ভেতরে ঢুকে গেলেন।

হঠাৎ করে চোখ মেললেন গ্রাহাম, 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ', দুম করে কথা শুরু করলেন গ্রাহাম, 'আমাদের বিয়েটা ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তোমার বৃদ্ধ অসহায় বাবা-মায়ের কথা ভেবেই আমি এখনো আছি নইলে অনেক আগেই তুমি আমার "প্রাক্তন প্রেমিকা" হয়ে যেতে।'

'তোমার অনেক দয়া, প্রিয়তমা', গ্রাহামের বুকে গাল ঘষছিল জুন, 'চলো তোমাকে বাসায় নিয়ে যাই, তোমার মনের সব কষ্ট আমি দূর করে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। আমাকে তোমার উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমার প্রিয় খালার কাছে কী একটা কুড়াল পাওয়া যাবে ?'

'কেন ?'

'একটাই কারণ। সে আমাকে সবার সামনে, ওই ঈশ্বর, বিখ্যাত রেইনাল্ড ডি মেইস্টারের বুদ্ধি পিতা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।'

'তুমি কি তা নও ?'

'তোমাকে খোলাসা করে বলি, শোনো। আমি বুদ্ধি বা অন্য কোনোভাবে এই চরিত্রটার সাথে জড়িত নই, আমি এটাকে নিজের বলে স্বীকার করি না। আমি চরিত্রটাকে অন্ধকারে ছুড়ে ফেলেছি। থুথু ছিটাই ওই চরিত্রটার উপর। আমি ওকে জারজ সন্তান হিসেবে ঘোষণা করেছি। একটা বদ অপজাতক, হাউন্ডের বাচ্চা এবং ও যদি কখনো ওর অভিজাত বাজে নাকটা আমার টাইপরাইটারে গলায় আমি ওকে খুন করে ফেলব।'

www.BanglaBook.org

ট্যাক্সিতে জুন গ্রাহামের টাই ঠিক করতে করতে **বলল, 'ঠিক আছে** সনি, চলো চিঠিটা দেখি।'

'কিসের চিঠি ?

'প্রকাশকের কাছ থেকে আসা চিঠি।'

গ্রাহামের শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিল জুন।

গ্রাহাম তার জ্যাকেটের পকেট থেকে দুমড়ান একটা চিঠি বের করে খুলল "ভেবেছিলাম ওই বদ ফ্লিন্টহার্ট ওর বাড়িতে আমাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছে। তার বদলে ও স্ট্রিকনিন বিষ খাবার জায়গা ঠিক করেছে।'

'পরে রাগ করো তো। ও কী বলতে চায় ? হুম ! আ......হা। যা আশা করা হয়েছিল তা হয়নি–মনে হচ্ছে ডি মেইস্টার তা স্বাভাবিক চরিত্রতে নেই–একটু রিভিশন দরকার বোধহয়–উপন্যাসটার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন–এটা আলাদা প্রচ্ছদে ছাপা যেতে পারে।'

চিঠিটা উল্টে রাখল জুন। 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি সান্‌চা রডারগুয়েজকে মেরে ফেলাটা ঠিক হয়নি। তোমার ঠিক যা দরকার, এ চরিত্রটা তাই ছিল। তুমি উপন্যাসে ভালোবাসার দিকটাতে একটু কম মনোযোগ দিচ্ছ।'

'তুমিও তাই বললে ! সংঘের মহিলারা আমাকে মিস্টার ডি মেইস্টার ডাকল, খবরের কাগজে আমার ছবির নিচে লেখা থাকে মিস্টার ডি মেইস্টার। আমার যেন আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। কেউ গ্রাহাম ডর্নের ব্যাপারে কিছু শোনেনি। আমি সব সময়ই ডর্ন, ডর্ন তুমি তো জানই। আমি সেই ডর্ন যে এই ডি মেইস্টারকে নিয়ে উপন্যাস লিখছি।'

ধ্যাত ! তুমি তোমার নিজের তৈরি গোয়েন্দাটাকে হিংসা করছ। তীক্ষ্নস্বরে বলল জুন।

'আমি আমার তৈরি এই চরিত্রটাকে হিংসা করছি না। শোনো, আমি গোয়েন্দাগুলো ঘৃণা করি। আমি লেখার পর কখনো পড়ে দেখি না। আমি প্রথমে একটা চতুর, তীক্ষ্ন মর্মভেদী, আক্রমণাত্মক কৌতুক করতে চেয়েছিলাম। তা শুধু রহস্যগল্প লেখকদের মিথ্যে পাঠশালাটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উড়িয়ে দেবার জন্যে। এ জন্যেই আমি তৈরি করেছি ডি মেইস্টার চরিত্রটাকে। সবকটা গোয়েন্দাকে মারার জন্যে একটা গোয়েন্দা। গ্রাহাম ডর্নের তৈরি একটা পরিপূর্ণ গাধা।'

'আর জনগণ সাপ, ভাইপার, পরিবারে অকৃতজ্ঞ সন্তানের পাপগুলোকেই আপন করে নিয়েছে। আমি একটার পর একটা রহস্যগল্প লিখে গেছি শুধু জনগণকে—'

ব্যাপারটা ভেবে একটু থামলেন গ্রাহাম ডর্ন।

'আর শোন', চমৎকারভাবে হাসলেন তিনি যেন কোনো আত্মা তার দ্বৈধতা কাটিয়ে উঠে ফিরে আসল। 'তুমি দেখনি ? আমি লেখার জন্যে অন্য জিনিস পেয়ে গেছি। আমি আমার জীবনটা নষ্ট করতে পারি না। কিন্তু গ্রাহাম ডর্নের লেখা একটা ডারিক্কি উপন্যাস কে পড়বে যেখানে আমাকে পরিচয় দেয়া হয় ডি. মেইস্টার হিসেবে।'

তুমি ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পার।'

আমি ছদ্মনাম ব্যবহার করব না। আমি আমার নাম নিয়ে গর্বিত।

"কিন্তু ডি. মেইস্টার লেখা বাদ দেয়াটা উচিত হবে না। একটু ভেবে দেখ লক্ষ্মীটি।'

'একজন স্বাভাবিক প্রেমিকা চাইবে তার ভবিষ্যৎ স্বামী সত্যি সত্যি কিছু চমৎকার লেখা লিখে সাহিত্যের জগতে বিশাল নাম হয়ে থাকুক', তিক্ত স্বরে বলল গ্রাহাম থর্ন।

'আমিও তাই চাই গ্রাহাম। কিন্তু এই ছোট্ট ডি মেইস্টার তোমার চলার খরচটা জোগাবে।'

'হাহ্ ! গ্রাহাম মনের তীব্র ব্যথা সামলানোর চেষ্টা করলেন চোখের উপর হ্যাটে টোকা দিয়ে।' এখন তুমি বল যে আমি আমার লেখাকে পতিত না করে খ্যাতির শীর্ষে পৌছাতে পারব না। তাই তো বলবে তুমি ! গাড়ি থেকে নেমে যাও তুমি। আমি বাড়ি যাব। গিয়ে একটা ভালোরকম জ্বলন্ত চিঠি অ্যাসবেসটসে মুড়িয়ে বুড়ো মি. ম্যাকভানল্যাপকে পাঠাব।

'তোমার যা ইচ্ছা করো।' একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল জুন। এবং আগামীকাল যখন ভালো বোধ করবে তখন তো এসে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবে এবং আমরা আবার "তৃতীয় ডেকে মৃত্যু" গল্পটা পড়ব, তাই না ?'

'আমাদের বিয়েটা ভেঙে দিলাম', শান্তস্বরে বলল গ্রাহাম।

'আচ্ছা প্রিয় ! আমি কাল আটটায় বাড়িতে থাকব। তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

প্রকাশক আর সম্পাদকেরা মোটামুটি অস্পৃশ্য গোত্রের। এরা উত্তরাধিকার সূত্রে খোলা হাত, বত্রিশ দাঁত বের করা হাসি আর পিঠ চাপড়ানোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে।

কিন্তু সম্ভবত রাত গভীর হলে যে চেতনার জগতে লেখকরা হন্তদন্ত হয়ে ছোটোছুটি করে সেখানে এক ধরনের ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেয়া হয়ে যায়। চেতনার এই জগত এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো কথা উচ্চারিত হলে অন্য কেউ শুনতে পায় না। সেখানে কোনো চিঠি লেখা হলে তা পাঠানোর দরকার হয় না, এবং সম্ভবত একজন প্রকাশকের ছবিও ওখানে আঁকা থাকে, মুখে শূন্য হাসিযুক্ত ছবি, ছবিটা যেন টানান থাকে লেখকের টাইপরাইটারের ঠিক উপরে, ডার্ট লেখার বুলস আই টার্গেট বোর্ডের মতো।

ম্যাকডানল্যাপের এরকম একটা ছবি গ্রাহাম ডর্নের রুম আলো করে আছে। গ্রাহামের লেখার যন্ত্রপাতি হচ্ছে একটা টাইপরাইটার আর সাধারণত বাইরে থেকে কাপড় না বদলেই তিনি লিখতে বসে যান। আজও তাই। টাইপরাইটারে চারটা কাগজ নষ্ট করার পর পাঁচ নম্বর কাগজটাতে তিনি লেখা শুরু করলেন। নষ্ট হওয়া চারটা কাগজ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে শোভাবর্ধন করছে।

তিনি লেখা শুরু করলেন :

'প্রিয় মহোদয়', ধীরে ধীরে এবং আক্রোশের সাথে আরো যোগ করলেন 'অথবা মহাশয়া, আপনি যাই হোন না কেন।'

তিনি অসম্ভব দ্রুত টাইপ করা শুরু করলেন, টাইপরাইটারের বোতামগুলো থেকে যেন উত্তাপের পাকান গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

'আপনি বলেছেন আপনি মনে করেন না গল্পটাতে ঐ মেইস্টারকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমিও এই মুহূর্তে ডি

www.BanglaBook.org

মেইস্টারকে নিয়ে খুব বেশি ভাবছি না। আপনি আপনার দুর্বল শরীরটাকে ওর সাথে বেঁধে ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে নিচে লাফ দিন এবং আমি আশা করি কর্তৃপক্ষ আপনি লাফ দেবার আগেই ইস্ট রিভারটাকে ওখান থেকে সরিয়ে নেবে।'

'এখান থেকে আমার লেখাগুলো আর আপনার কুষ্ঠ হওয়া ছাপাখানার জন্যে হবে না। একদিন আসবে যখন আমি আমার জীবনের এখনকার এই সময়টার দিকে তীব্র অনিচ্ছা নিয়ে স্রেফ–'

এই শেষ প্যারাটা লেখার সময় গ্রাহামের কাঁধে কেউ টোকা দিল, লেখার মাঝখানে বিরক্ত করায় রেগে গেলেন গ্রাহাম থর্ন।

লেখা বন্ধ করে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালেন গ্রাহাম থর্ন ; দেখতে পেলেন নম্র, ভদ্র একজন আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি কোনো শয়তানের লাঠি ? উত্তর না দিয়েই আপনি চলে যেতে পারেন। আমি আপনাকে অসভ্য ভাবব না।'

আগন্তুকটা ভদ্রতার একটা হাসি দিল। হালকা নড করল আগন্তুক, তার মাথার দামি তেলের হালকা সুবাস গ্রাহামের নাকে গেল। লোকটার পাতলা, দৃঢ় চোয়াল বাইরে বেরিয়ে আছে, সে বেশ নিয়ন্ত্রিত সুরে বলল–

'আমার নাম ডি মেইস্টার। রেইনল্ড ডি মেইস্টার।'

গ্রাহামের বোধ বুদ্ধি একটু ঝাঁকুনি খেল, ঝাঁকুনিতে কিছু ভাঙার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি।

'গ্লাব' গ্রাহাম বললেন।

মাফ করবেন ?

গ্রাহাম নিজেকে ফিরে পেলেন ; আমি বলেছি "গ্লাব" এটার অর্থ ডি মেইস্টার :'

'দ্য ডি মেইস্টার' বিনয়ের সাথে ব্যাখ্যা করল ডি মেইস্টার।

'আমার তৈরি চরিত্র ? আমার বানান গোয়েন্দা ?'

ডি মেইস্টার নিজ থেকেই বসলেন, বসে একটা টার্কিস সিগারেট ধরালেন, গ্রাহামের হঠাৎ করেই মনে পড়ল এটাই গোয়েন্দাটার প্রিয় ব্র্যান্ড। সিগারেটটা হাতের তালুতে ধীরে ধীরে কয়েকবার সাবধানে ঠুকে নিলেন ডি মেইস্টার। এটা তার স্বভাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সত্যি, বৃদ্ধ মানুষ', ডি মেইস্টার বলা শুরু করে। 'ব্যাপারটা যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু মজার. আমি জানি আমি আপনার তৈরি চরিত্র, কিন্তু একবার একটু অন্যভাবে ভাবুন, ব্যাপারটা ভয়াবহ বিচ্ছিরি হয়ে যায়।'

'গ্লাব', বলে যেন কথায় যোগ দিল গ্রাহাম।

তিনি দ্রুত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছেন। মদ পান করেননি। কেন করলেন না এটা ভেবে তার একটু কষ্ট হচ্ছে এখন। তার মানে তিনি মাতাল নন, তার পরিপাকতন্ত্রের অবস্থা যথেষ্ট ভালো এবং মাথা এই মুহূর্তে ঠাণ্ডাই আছে। তাহলে এটা দৃষ্টিভ্রমও হতে পারে না। তিনি কখনো স্বপ্ন দেখেননি আর তার কল্পনাশক্তিও যথেষ্ট রকম নিয়ন্ত্রিত। আর একথা সবাই জানে অন্যান্য লেখকদের মতো তার মাথা খারাপ না, মস্তিষ্কবিকৃতির তো প্রশ্নই আসে না।

তাহলে ডি মেইস্টারের এরকম বাস্তব অস্তিত্ব পুরোপুরি অসম্ভব এটা ভেবে এক ধরনের নির্ভার অনুভব করেন গ্রাহাম। বই লিখতে গিয়ে অসম্ভব ব্যাপারগুলো যে লেখক উপেক্ষা করতে পারেন না তিনি একজন দুর্বল লেখক।

খুব মিহি স্বরে গ্রাহাম বললেন, 'এখানে আমার সর্বশেষ লেখার পাণ্ডুলিপিটা আছে। আপনি দয়া করে আপনাকে নিয়ে লেখা পৃষ্ঠাগুলোতে ঢুকে যান। আমি একজন ব্যস্ত মানুষ। ঈশ্বর জানেন আমি আপনার সম্পর্কে অনেক লিখেছি।'

'কিন্তু বন্ধু, আমার এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি আপনার সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তিতে আসতে চাই। চারপাশে যা ঘটছে সেগুলো খুবই অস্বস্তিকর।'

'দেখুন আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন কাল্পনিক চরিত্রদের সাথে আমার কথা বলার অভ্যাস নেই। আর আসলে আমি এ জাতীয় চরিত্রের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করি না। তাছাড়া এখন তোমার মা বলেছে যে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই '

'প্রিয় বন্ধু আমার, আমার অস্তিত্ব সবসময়ই ছিল। অস্তিত্ব অনেকটা মনোজগতের ব্যাপার। কেউ যদি কিছু সম্পর্কে ভাবতে থাকে তখনই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটার অস্তিত্ব তৈরি হয়। আমার অস্তিত্ব আপনার মনে আছে, সেই সেদিন প্রথম আপনি আমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তখন থেকে।'

'প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে আপনি আমার মনের বাইরে কী করছেন ? মনের জায়গাটা আপনার জন্যে ছোট হয়ে গেছে নাকি ? কোনো বড় জায়গা দরকার ?' ঘৃণায় কেঁপে উঠল গ্রাহামের গলা।

'ঠিক তা না। আপনার মনের জায়গাটা বেশ ভালো কিন্তু মাত্র আজই বিকেলে আমি আগের চেয়ে শক্ত একটা অস্তিত্ব পেয়েছি আর তাই আমি আপনার মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটু আগেই তো বললাম একটা বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি করতে চাই আমি। আপনি তো সন্ধ্যাবেলায় চিকণ আবেগপ্রবণ মহিলাটাকে সাহিত্য সংঘে দেখেছেন–'

'কিসের সংঘ ?' গলায় ফাঁকা আওয়াজে প্রশ্ন করলেন গ্রাহাম। ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হওয়া শুরু হয়েছে তার কাছে।

'ঐ যে আপনি বক্তৃতা দিলেন গোয়েন্দা উপন্যাসের উপর। ঐখানে ওই পাতলা মহিলাটা আমার বাস্তব অস্তিত্ব বিশ্বাস করেছে তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার অস্তিত্ব তৈরি হয়েছে।' গ্রাহামের তিক্তস্বরের বদলে এবার ডি মেইস্টার তিক্তস্বরে উত্তর দেয়।

ডে মেইস্টার সিগারেট শেষ করে কব্জির হালকা মোচড়ে দূরে ফেলল।

যুক্তি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। 'কিন্তু আপনি যাই চান না কেন তার উত্তর হচ্ছে "না"', যেন ঘোষণা করলেন গ্রাহাম।

'আপনি কি বুঝতে পারছেন যে আপনি যদি ডে মেইস্টার গল্প লেখা বন্ধ করেন তাহলে আমার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। আর দশটা সেকেলে নাটুকে গোয়েন্দার মতো অবস্থা হবে আমার আমাকে ধূসর আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে দুর্বোধ্য সব কথা বলতে হবে "হোমস" "লেকোক" আর "ডুপিন" এর সাথে।

'চমৎকার ভাবনা। আমার মনে হয় এটাই আপনার জন্যে উপযুক্ত ভাগ্য হবে '

রেইনাল্ড ডি মেইস্টারের চোখ বরফের মতো শীতল হয়ে গেল। হঠাৎ করেই গ্রাহামের 'দ্য বেইস অফ দ্য ব্রোকেন অ্যাসট্রে"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপন্যাসের একশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠার একটা প্যারার কথা মনে পড়ে যায়।

'তার চোখ, কিছুটা অলস আর অমনোযোগী। যেন দুটো স্যুইমিং পুল জমাট বেঁধে নীল বরফ হয়ে গেছে। সে দৃষ্টি বেয়ারাকে যেন বিদ্ধ করল, বেয়ারা ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল, মুখের কোণে ভয়ের তীব্র ছাপ।'

বইয়ের পাতা থেকে বেরুবার পরও চরিত্রের কিছুই হারায়নি ডি মেইস্টার।

একটু পিছিয়ে গেলেন গ্রাহাম ডর্ন। ভয়ের ছাপ পড়ল ঠোঁটের কোণে।

ডি মেইস্টার হুমকির স্বরে বলল, 'আপনার জন্যে ভালো হবে যদি ডি মেইস্টার এর গল্প লেখা চালিয়ে যান। বুঝতে পেরেছেন ?'

গ্রাহাম এক ধরনের দুর্বল ক্রোধের সাথে বললেন, 'একটু দাঁড়ান। আপনি সীমা অতিক্রম করছেন। মনে রাখবেন এক অর্থে আমি আপনার সৃষ্টিকর্তা। তাই তো ! আপনার বুদ্ধিগত পিতা। আপনি আমাকে কোনোভাবেই কোনো হুমকি দিতে পারেন না। এটা সন্তানসুলভ কোনো ব্যাপার হচ্ছে না। এই হুমকিতে আর যাই হোক যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা নেই।'

'আর একটা ব্যাপার' গলা আগের মতোই ডি মেইস্টারের 'লেটিসিয়া রেইনোল্ডসের ব্যাপারটা খোলাসা করা দরকার। আপনি জানেন ব্যাপারটা খুব বিরক্তিকর হয়ে যাচ্ছে।'

'এখন আপনি আজেবাজে কথা বলছেন। আমার লেখায় প্রেমের দৃশ্যগুলো মায়া আর আবেগের অলৌকিক সম্মিলনের নীরব ঘোষণার মতো ব্যাপার, হাজার খানেক গোয়েন্দা উপন্যাসের মধ্যে একটাতে পাওয়া যায়। দাঁড়ান, আপনাকে কয়েকটার কথা বলছি। আমার কার্যকলাপে আপনার নাক গলানোতে আমি সত্যি মনে কষ্ট পাব যদি আপনি আমার লেখার সমালোচনা করেন।'

'কোনো উপন্যাসের রিভিউ করতে হবে না। মানসিক ব্যথা কিংবা এ জাতীয় পচা ব্যাপারগুলো আমি চাই না। আমি গত পাঁচ খণ্ড ধরে শুধু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই সুন্দরী মহিলার পিছনে পেছনে ঘোরার মতো পাগলের কাজ করছি। এটা বন্ধ করা দরকার।'

'কীভাবে সম্ভব ?'

'এই নতুন গল্পটাতে মেয়েটাকে আমি বিয়ে করব। হয় এটা করবেন নয়ত অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে ভালো, সম্মানিত একজন গৃহিণী বানিয়ে দিন ওকে। আর আমাকে বুদ্ধু ভিক্টোরিয়ানদের মতো ভদ্রলোক বানান বন্ধ করতে হবে। আমিও একজন মানুষ।'

'অসম্ভব, এটাই আপনার চরিত্রের সবচেয়ে ভালো বৈশিষ্ট্য।' গ্রাহাম বলল।

ডি মেইস্টার আরো রেগে গেল। 'ঠিক বলেছেন। একজন লেখক হিসেবে আপনি এমন একটা চরিত্রতে খুব কম মনোযোগ দিচ্ছেন যে আপনাকে বেশ কয়েকটা বছর ভালোরকম সহযোগিতা করেছে।'

গ্রাহাম খুব সুন্দর করে বললেন, 'সহায়তা, তাও আমাকে ? তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আমি অন্য সত্যিকারের উপন্যাস বিক্রি করতে পারব না ? ঠিক আছে আমি আপনাকে দেখাব। আমি দশ লাখ ডলার দিলেও আর কোনো ডি মেইস্টার উপন্যাস লিখব না। এমনকি রয়ালটি যদি পঞ্চাশভাগ এবং সাথে টেলিভিশন স্বত্ব দেয়া হয়, তাও না। কেমন হবে ?'

ডি মেইস্টার কাটাকাটা স্বরে কথা বলা শুরু করলেন, আসামিদের কাছে যেটা প্রলয়ধ্বনি বলে মনে হয়, 'ঠিক আছে দেখব আমি, আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি।'

শক্ত দৃঢ় চোয়াল নিয়ে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল ডি মেইস্টার।

গ্রাহাম ধীরে ধীরে মাথা নামালেন নিচের দিকে, হাত দিয়ে মাথা স্পর্শ করে অনুভব করার চেষ্টা করলেন তিনি।

তার এই দীর্ঘ জীবনে এই প্রথমবারের মতো তিনি অনুভব করলেন তার শত্রুরা ঠিক কথা বলে। শত বাজে কথাতেও তিনি হেলার মানুষ নন।

তিনি একজন শক্ত মানুষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয়বারের মতো দরজায় ঘণ্টি বাজালেন গ্রাহাম। তার স্পষ্ট মনে আছে জুন বলেছিল আটটার সময় সে বাসায় থাকবে।

পিপ হোল খুলে গেল দরজার, 'হ্যালো।'

'হ্যালো।'

দীর্ঘ নীরবতা

গ্রাহাম একটু প্রার্থনার সুরেই যেন বলে, 'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমি কি একটু শুকানোর জন্যে ভেতরে ঢুকতে পারি ?'

জানি না। আমাদের কি বিয়েটা হচ্ছে, মিস্টার ডর্ন ?

'যদি না হয়' গলাটা একটু কঠিন হয়ে যায় গ্রাহামের "তাহলে আমি আমার প্রবল অনুরাগী কয়েকশো ক্ষিপ্ত মহিলাদের মধ্য থেকে সুন্দর দেখে একজন বেছে নেব, কোনো কারণ ছাড়াই।'

'গতকাল তুমি বলেছিলে'—

'ধ্যাত্তেরি। আমার কথা কে শোনে ? আমি তো ওভাবেই কথা বলি। দেখ তোমার জন্যে "পোসি" নিয়ে এসেছি। বলেই পিপ হোলের দিকে গোলাপের তোড়া উঁচিয়ে ধরে গ্রাহাম।

জুন দরজা খুলে দেয় 'গোলাপ ! কী চমৎকার। ভেতরে এসো। বসে পড়ো সোফায়। দাঁড়াও, দাঁড়াও ! তোমার আরেক হাতে কী ? "ডেথ অন দ্য থার্ড ডেক"-এর পাণ্ডুলিপি নিশ্চয়ই ?'

'ঠিক ধরেছ, তবে ওই অপ্রয়োজনীয় গল্পটার না। এটা অন্যটার পাণ্ডুলিপি।'

চিৎকার করল জুন, 'তোমার ওই বিখ্যাত উপন্যাসটা, তাই না ?'

বিস্ময়ে ঘাড় টানটান হয়ে যায় গ্রাহামের "তুমি কীভাবে জানলে ?'

'তুমি উপন্যাসটার প্লটটা ম্যাকডানল্যাপের পঁচিশতম বিবাহ বার্ষিকীতে বলেছিলে।'

'না তা হতে পারে না, যদি না আমি মাতাল হই।'

'তুমি মাতালই ছিলে, আসলে শব্দটা হবে মদে চুর ছিলে। তারপর আবার দুটো ককটেল নিলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা। যদি মাতাল হয়ে থাকতাম তাহলে তোমাকে আমার তো আসল প্লটটা বলতে পারার কথা না।'

উপন্যাসটা কি কয়লা খনি শহর নিয়ে ?

'হ্যাঁ, তাই তো।'

সাথে সাথে মাথা ঝাঁকাল জুন। 'আমার পরিষ্কার মনে আছে। প্রথমে তুমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেলে তারপর একটু হুঁশ হবার পর আমাকে প্রথম কয়েক অধ্যায় বললে, তারপর আমি মাতাল হয়ে গেলাম।'

জুন লেখকের দিকে এগিয়ে গেল, তার কাঁধে সোনালি চুল ভর্তি মাথাটা রেখে বলল, "গ্রাহাম, তুমি কেন ডি মেইস্টারের গল্প লিখবে না ? ভালোই তো টাকা পাও ওগুলো থেকে।'

গ্রাহাম যেন ব্যথায় মোচড় খেয়ে সরে গেল জুনের কাছ থেকে। 'তুমি একটা ভাড়াটে খুনি, একবারও একজন লেখকের আত্মাকে বোঝার চেষ্টা করছ না। তুমি ধরে নিতে পার আমাদের বিয়েটা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তুমি মনোযোগ দিয়ে আমার গল্পটা শুনে নিজের মতামত দিচ্ছ।' শক্তভাবে সোফায় বসল গ্রাহাম ভর্ন।

'ডেথ অন দ্যা থার্ড ডেক' সম্পর্কে আমার মতামতটা কি বলল ?'

'না।'

'ভালো ! প্রথমত তুমি ভালোবাসা, প্রেম এই ব্যাপারগুলো ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারছ না।'

'ঠিক না কথাটা।' ক্ষুব্ধ হয়ে আঙুল নাচাল গ্রাহাম। 'পুরানো দিনের মতো মিষ্টি আর আবেগের গন্ধ আছে ওগুলোতো। আমার কাছে তার রিভিউও আছে।' বলে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল গ্রাহাম।

'ধ্যাত্তেরীকা। তুমি কি ওই পেলসবোরো ক্লারিওনের কথা বলবে নাকি ? ও খুব সম্ভবত তোমার দ্বিতীয় খালাতো ভাই। তুমি জানো তোমার শেষ দুটো উপন্যাসের রয়ালিটি খুবই কম। আর "থার্ড ডেক"টা এখনো বিক্রিই হয়নি।'

'তাও ভালো, ওহ্' বলেই গ্রাহাম দুই হাতে মাথা চেপে ধরে মালিশ করতে থাকে। "তুমি এটা কেন বললে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারণ তোমাকে অক্ষম না করে এই একটা জায়গাতেই আমি যত জোরে ইচ্ছা আঘাত করতে পারি, সেটা হচ্ছে তোমার অহংবোধ। শোনো, তোমার পাঠকেরা ওই মামুলি লেটিসিয়া রোনোল্ডসের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে গেছে। ওর মাথার ঝমঝকে সোনালি চুলের মুকুটটাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দাও।'

'কিন্তু জুন, এই চরিত্র সত্যি জীবন থেকে নেয়া। তোমার কাছ থেকে নেয়া।'

'গ্রাহাম ডর্ন ! আমি এখানে অপমানকর কথাবার্তা শোনার জন্যে বসিনি। এখন রহস্যের বাজার মারামারি, রোমাঞ্চ আর সৎ ভালোবাসার দিকে ঝুঁকে গেছে। আর তুমি এখনো পাঁচ বছর আগের মিষ্টি আবেগময় ভালোবাসায় আটকে আছ।'

'কিন্তু ডি মেইস্টার চরিত্রটার কী হবে ?'

'ঠিক আছে। ওই চরিত্রটাও পরিবর্তন করো। শোনো, তুমি ডি মেইস্টারের সাথে সানচা রডরিগুয়েজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছ। চমৎকার, আমিও ব্যাপারটা সমর্থন করি। সানচা রডরিগুয়েজ একজন মেক্সিকান, আগুনের মতো উগ্র, আবেগপ্রবণ আর ডি মেইস্টারকে ভালোবাসে। তুমি কী করলে ? প্রথমে ডি মেইস্টার একজন নিপাট ভদ্রলোকের মতো আচরণ করল সানচার সাথে, তারপর গল্পের মাঝখানে ওকে তুমি মেরে ফেললে।'

'ও আচ্ছা ! তুমি বলছ চুমু বা অন্য কিছু ঢুকান উচিত ছিল গল্পে, অন্তত ডি মেইস্টারের ভালো লাগত তাই না ?'

'জুন তার চমৎকার দাঁত একেবারে বের করে দিল, হাসিতে। 'প্রেম সত্যি অন্ধ, তাতে আমি খুশিও। যদি এরকম কিছু সত্যিই হত, উফ, আমি ভাবতেই পারছি না। তুমি নিশ্চয়ই পুরো বই জুড়ে ডি মেইস্টার আর সানচার ভালোবাসার কাহিনী ছড়িয়ে দেবে। অবশ্য তুমি লেটিসিয়াকে কোনো গির্জায় নান হিসেবে পাঠিয়ে দিতে পারো, আমার ধারণা ওখানেই ও ভালো থাকবে অন্য জায়গার চাইতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটুকুই তুমি জান। কিন্তু আমাদের রেইনাল্ড ডি মেইস্টার তো ভালোবাসে 'লেটিসিয়া রেইনোল্ডকে, তাকেই চায় সেই। ওই রডরিগুয়েজকে না।'

'তোমার এটা মনে হল কেন ?'

'সেই বলেছে আমাকে।'

'কে বলেছে ?'

'রেইনাল্ড ডি মেইস্টার।'

'কিসের রেইনাল্ড ডি মেইস্টার।'

'আমার রেইনাল্ড ডি মেইস্টার।'

'তোমার রেইনাল্ড ডি মেইস্টার এর মানে কী ?'

'আমার তৈরি চরিত্র রেইনাল্ড ডি মেইস্টার।'

জুন দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ করেই। কয়েকটা বড় বড় শ্বাস টানার পর খুব শান্ত স্বরে বলল, 'প্রথম থেকে শুরু করো।' বলেই এক মুহূর্তের জন্যে রুম থেকে উধাও হয়ে গেল, ফিরে এল অ্যাসপিরিন হাতে নিয়ে।

'তোমার রেইনাল্ড ডি মেইস্টার বই থেকে বেরিয়ে তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছে সে লেটিসিয়া রেইনোল্ডকে ভালোবাসে ?'

'ঠিক তাই।'

জুন অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটটা গিলে ফেলল।

'আচ্ছা ঠিক আছে জুন সে আমার কাছে যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছে সেটাই তোমাকে বলছি। প্রতিটি চরিত্রে অস্তিত্ব আছে অন্তত লেখকের মনে হলেও। কিন্তু যখন পাঠক সত্যি সত্যি এই চরিত্রগুলোকে বিশ্বাস করা শুরু করে। তখন চরিত্রগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব তৈরি হওয়া শুরু হয়। আর জনগণ যা সম্পর্কে সচেতন তাই বিশ্বাস করে। আর আসলে অস্তিত্বটা কী জিনিস ?'

জুনের ঠোঁট কাঁপতে শুরু করে। 'ওহ্, গ্রামি ! দয়া করে এরকম করো না। লোকজন তোমাকে পাগলা গারদে পাঠালে মা আর আমাকে তোমার সাথে বিয়ে দেবে না।'

'ঈশ্বরের দোহাই জুন, আমাকে "গ্রামি" ডেক না। বললাম তো ও এসেছিল তারপর বলার চেষ্টা করেছে কী লিখতে হবে, কীভাবে লিখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে। ওই ব্যাটা তোমার মতো খারাপ মানুষ। আহ্হা ! শোনো তো, কেঁদ না।

'আমি কী করব বলো ? আমি জানতাম তুমি একটা পাগল কিন্তু এটা জানতাম না যে তুমি উন্মাদ !'

'ঠিক আছে। কিন্তু তাতে তফাৎটা কোথায় ? এ বিষয়ে আর কোনো কথা না। আমি আর কোনো রহস্য উপন্যাস লিখব না। যখন আমারই কোনো চরিত্র, আমার চরিত্র আমাকে বলার চেষ্টা করে কী করতে হবে তখন সেটা হয় বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত।'

জুন হাতের রুমালের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কীভাবে বুঝলে ওটাই ডি মেইস্টার ?'

'ওহ ঈশ্বর ! যখন সে তার টার্কিশ সিগারেট হাতের তালুতে টাকা দিল আর সিগারেট শেষ করার পর ঘরেই সিগারেটের বাকিটুকু অভদ্রের মতো ছুড়ে ফেলল তখনই আমি বুঝেছি এটাই সেই বদমাশ।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। জুন উঠে গেল ফোন ধরার জন্যে। 'কোনো কথা বলো না গ্রাহাম। কলটা বোধহয় পাগলাগারদ থেকে এসেছে। ওদেরকে আমি বলে দেব তুমি এখানে নেই। হ্যালো, হ্যালো, ওহ্ মিস্টার ম্যাকডানল্যাপ', স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জুন। এই সময় আবার মাউথ পিস ঢেকে ফিস ফিস করে বলল, "এটা কোনো ফাঁদও হতে পারে।'

'হ্যালো, মিস্টার ম্যাকডানল্যাপ ! না ও তো এখানে নেই। হ্যাঁ দেখা হতে পারে। কাল দুপুরে মার্টিনে, আচ্ছা আমি ওকে বলে দেব। কার সাথে ?' দ্রুত ফোন রেখে দিল জুন।

'গ্রাহাম কালকে তোমাকে ম্যাকডানল্যাপের সাথে দুপুরের খাবার খেতে হবে।'

'তার খরচে ! সে বিল দেবে !'

জুনের আয়ত বড় নীল চোখ আরো বড়, আরো নীল হয়ে যায় এবং রেইনাল্ড ডি মেইস্টার তোমাদের সাথে থাকবে।'

'কোন রেইনাল্ড ডি মেইস্টার ?'

'তোমার রেইনাল্ড ডি মেইস্টার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার বেই-'

'ওহ্ গ্রামি ! না !' জুনের চোখ ভরে যায় জলে "তুমি কী বুঝতে পারছ ওরা আমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে পাঠাবে সাথে মিস্টার ম্যাকডানল্যাপকেও পাঠাবে। ওরা খুব সম্ভবত একই রুমে আমাদের আটকে রাখবে। ওহ্ গ্রামি ! তিনজন তো রীতিমতো ভিড় হয়ে যাবে '

কান্নায় ভেঙে পড়ে জুন।

গ্রিউ. এস. ম্যাকডানল্যাপ (শত্রুরা এই "এস" এর অর্থে "সাম" শব্দটি যোগ করে মজা করে) টেবিলে একা বসে যখন গ্রাহাম ডর্ন হোটেলে ঢুকল। ম্যাকডানল্যাপকে দেখে গ্রাহামের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। এই আনন্দের হয়েছে যতটা না ম্যাকডানল্যাপকে দেখে তারচেয়ে বেশি ডি মেইস্টারকে না দেখতে পেয়ে।

চশমার উপর দিয়ে ম্যাকডানল্যাপ তাকালেন গ্রাহামের দিকে, তারপরেই একটা লিভার পিল খেলেন : ওষুধ সে মিষ্টির মতো খায়।

'আহা ! এই তো এসে গেছেন। এটা কী ধরনের রসিকতা করলেন আমার সাথে ? ডি মেইস্টার যে আসল একজন লোক এটা আমাকে না জানানোর কোনো অধিকার নেই আপনার। আমি আগে থেকে একটা প্রস্তুতি নিতে পারতাম। আমি বডিগার্ড ভাড়া করতে পারতাম কিংবা একটা রিভলবার রাখতে পারতাম সাথে।'

'ও আসল মানুষ না। বেশিরভাগই আপনার কল্পনা।' কিছুটা ক্ষোভ, রাগ থাকে গ্রাহামের গলায়।

'বাজে কথা বলছেন।' সমান উত্তাপ ম্যাকডানল্যাপের গলায়। 'সে আসল না বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ? যখন সে তার পরিচয় দিল তখন আমি একবারে তিনটা লিভার পিল খেয়েছি তারপরেও সে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। আপনি কী জানেন তিনটা পিলের অর্থ কী ? এই পরিমাণ পিল খেলে একটা আস্ত হাতিও চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা। যদি সে আসল না হত তাহলে তারপরেও সে থাকত না চোখের সামনে। আমি জানি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রাহাম ক্লান্তস্বরে বলল, 'ওর অস্তিত্ব শুধু আমার মনে।'

'আপনার মনে ওর অস্তিত্ব আছে, আমি জানি, আপনার মনটা ভালো খাবার আর ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করান দরকার।'

তারপর গ্রাহাম আর ম্যাকডানল্যাপের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। গ্রাহাম যাই বলে তাই অ্যাংলোস্যাক্সন ম্যাকডানল্যাপের তীব্র বিস্ময়সূচক বাক্যের তোড়ে স্রেফ উড়ে যায়। প্রকাশক তো প্রকাশকই, তা অ্যাংলোস্যাক্সন হোক আর যাই হোক।

গ্রাহাম বলল, 'প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কীভাবে ডি মেইস্টারের হাত থেকে মুক্তি পাব ?'

'ডি মেইস্টারের হাত থেকে মুক্তি ?' ম্যাকডানল্যাপ ঝাঁকুনি দিয়ে গ্লাস নাকের সামনে ধরেন তারপর ধরেন গ্রাহামের হাত। আবেগে গলা ভারি হয়ে আসে তার 'কে ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় ?'

'আপনি ওকে আপনার আশপাশে দেখতে চান ?'

ঈশ্বর ক্ষমা করুক। ওর পাশে তো আমার শালাটাকেও ফেরেশতা মনে হয়।' দ্রুত কথাগুলো বললেন ম্যাকডানল্যাপ।

'বইয়ের বাইরে তার কোনো কাজ নেই।'

'আমার কথা হচ্ছে বইয়ের ভেতরেও ওর কোনো কাজ নেই। আপনার পাণ্ডুলিপি পড়ার পর থেকে ডাক্তার কিডনির ওষুধ আর কফ সিরাপ চুকিয়ে দিয়েছে আমার ওষুধের তালিকায়।' ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। একটা কিডনি পিল খেয়ে নিলেন। 'আমার সবচেয়ে বড় শত্রুটা যদি এক বছরের জন্যে বই-এর প্রকাশত হত !'

'তাহলে আপনি কেন ডি মেইস্টারের হাত থেকে বাঁচতে চান না ?' শান্তস্বরে প্রশ্ন করল গ্রাহাম।

'কারণ সে আমাদের পাবলিসিটি।'

গ্রাহাম বোকার মতো তাকিয়ে থাকল ম্যাকডানল্যাপের দিকে।

'দেখুন। অন্য কোনো লেখকের কি সত্যি সত্যি একজন রক্তমাংসের গোয়েন্দা আছে ? সব লেখকদের লেখাই কাল্পনিক। সবাই তা জানেও। কিন্তু আপনার—আপনারটা সত্যি সত্যি রক্তমাংসের মানুষ। আমরা ওকে বড় বড় রহস্য সমাধান করতে দিয়ে সংবাদপত্রের

www.BanglaBook.org

হেডলাইন দখল করে নিতে পারি ওর কাছে তো পুলিশ বিভাগ তুচ্ছ ঠেকবে তার কাছে—।'

'এটা হচ্ছে আমার ইহজীবনে নিজের কানে শোনা সবচেয়ে অন্যায় এবং বাজে একটা প্রস্তাব' কথার মাঝেই কথা বলে গ্রাহাম

'তাতে তো টাকা আসবে।'

'টাকা তো সবকিছু না।'

'একটা জিনিসের নাম বলুন যেটা ...শ্ শ্ শ্ !'

গ্রাহামের বাম গোড়ালি লাথি দিয়ে প্রায় ভেঙে ফেললেন ম্যাকডানল্যাপ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। মুখে দেঁতো হাসি নিয়ে। 'আরে, মিস্টার ডি মেইস্টার !'

'দুঃখিত। সময়মতো আসতে পারলাম না। জানেনই তো অনেক কাজ থাকে। বিরক্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই।' ক্লান্তস্বরে বলে ডি মেইস্টার।

গ্রাহাম ডর্ন হঠাৎ করেই শিহরিত হয়ে উঠলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পেছনের দিকে। একজন মানুষের পক্ষে বসে থেকে ঘাড় যতটা পেছনে ঘোরান যায় ততটা। গ্রাহামের সাথে দেখা হবার পর একচোখা চশমা লাগিয়েছে ডি মেইস্টার। একচোখা চশমা তার চেহারাটাকে আরো ভীতিকর বানিয়ে দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে ডি মেইস্টার সম্ভাষণ জানাল, 'প্রিয় ওয়াটসন, আপনার সাথে দেখা হওয়াতে খুব ভালো লাগছে। আনন্দও হচ্ছে।'

'আপনি নরকে যাচ্ছেন না কেন ?' কৌতূহলী প্রশ্ন গ্রাহামের।

'প্রিয় বন্ধু আমার, ওহ্ আমার একদম প্রিয় বন্ধু।'

ম্যাকডানল্যাপ বিজবিজ করে বললেন, 'এটাই আমি পছন্দ করি : কৌতুক ! মজা ! এটা যে কোনো কিছুর শুরুটা চমৎকার করে দেয় এখন আমরা কী ব্যবসার কথাটা আলোচনা করতে পারি ?'

'অবশ্যই, খাবার আসছে, তাই না ? তারপর আমি এক বোতল ওয়াইন এর অর্ডার দেব। "হ্যানরি" ব্র্যান্ড, সবসময়ের মতো', ওয়েটার যেন উড়ে চলে গেল অর্ডার নিয়ে, তারপর ফিরে এল ওয়াইনের বোতল নিয়ে, ছিপি খুলে ঢেলে দিল গ্লাসে। বুদবুদ উঠছে গ্লাসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডি. মেইস্টার সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে গ্লাসে চুমুক দিলেন।

'আপনার অনেক দয়া, আপনি আপনার গল্পে আমাকে এই জায়গায় খাবার খাওয়ার অভ্যাস করিয়েছেন। পরিচিত পরিবেশ, সবকিছু এখনো সত্যির মতো। প্রতিটি ওয়েটার আমাকে চেনে। আচ্ছা মি. ম্যাকডানল্যাপ আপনি কী মিস্টার ডর্নকে ডি মেইস্টার গল্পের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ', বললেন ম্যাকডানল্যাপ।

'না' বললেন ডর্ন।

'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, উনি আসলে একটু মেজাজী। জানেনই তো লেখকরা কী রকম হয় !' বললেন ম্যাকডানল্যাপ।

'ওনার কথায় কান দেবেন না। ওর ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। এইসব প্রকাশকদের তো চেনেনই।' গ্রাহাম বললেন।

'দেখেন। আমার ধারণা ম্যাকডানল্যাপ আপনার এই অযথা জেদের বাজে দিকটা সম্পর্কে কিছু জানায়নি।'

'সেই দিকটা কী ?' ভদ্রভাবে প্রশ্ন করে গ্রাহাম।

'আপনি কি কখনো ভয় পেয়েছেন ?'

'পেছন থেকে হঠাৎ করে "বু" বলে চমকে দেয়ার মতো নাকি ?'

'প্রিয় বন্ধু, আমি তার চাইতে ভারি কিছু বোঝাতে চাইছি। আমি যে কাউকে আধুনিক উপায়ে আতঙ্কিত করে তুলতে পারি। নিজের সত্তা হারিয়ে গেছে এরকম ব্যাপার কি আপনার কখনো হয়েছে ?'

বলেই একটু চাপা হাসি দিলেন ডি মেইস্টার।

এই চাপা হাসিটা খুবই পরিচিত মনে হল গ্রাহামের। হঠাৎ করেই মার্ডার বাইডস দ্য রেঞ্জ' গল্পের একশো তিন নম্বর পৃষ্ঠার ঘটনাটার কথা মনে পড়ল।

'তার চোখের পাতা অসলভাবে উপরে-নিচে করল। হালকা, ছন্দময় হাসি দিল সে কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারণ করল না। হ্যান্স মারসেলো ভয় পেয়ে গেলেন। হাসিতে প্রচ্ছন্ন হুমকি আর শক্তি ছিল এবং এই হাসিতে র‍্যাঞ্চার তার বন্দুকের দিকে হাত বাড়াতে সাহস পেলেন না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রাহামের কাছে পুরো হাসিটা ভয়ঙ্কর লাগতে থাকে কিন্তু তারপরেও এই হাসিতে ভয় পেয়ে যান গ্রাহাম এবং নিজের বন্দুকটাতে হাত দেবার সাহস করলেন না।

চারপাশে এক ধরনের নিস্তব্ধতা তৈরি হয়। এই নিস্তব্ধতার সুযোগটা কাজে লাগান ম্যাকডানল্যাপ।

দেখছেন গ্রাহাম। ভূতটুতের সাথে খেলাধুলার কী দরকার ? ভূতপ্রেত তেমন একটা সুবিধাজনক জিনিস না। ওরা তো আর মানুষ না। যদি বেশি রয়ালিটির আপনি চান—।'

গ্রাহামের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। 'আপনি কি টাকা পয়সার ব্যাপারে কথা বলা থামাবেন ? আমি এখন থেকে শুধু মানুষের আবেগ নিয়ে লিখব।'

ম্যাকডানল্যাপের ঝকঝকে মুখ হঠাৎ করেই দপ করে নিভে যায়।

'না', ম্যাকডানল্যাপ বলল।

'সত্যি কথা বলতে কী এই বিষয় নিয়ে আমি একটা পাণ্ডুলিপিও নিয়ে এসেছি।' হঠাৎ করেই গ্রাহামের গলার স্বর মিহি, মিষ্টি হয়ে যায়। তার প্রতিটি শব্দে যেন মিষ্টি ম্যাপল সিরাপ মাখান।

গ্রাহাম ঘামতে থাকা ম্যাকডানল্যাপের কোটের কলার শক্ত করে ধরল। 'পাঁচ বছর ধরে আমি এই উপন্যাসটার কাজ করেছি। উপন্যাসটা আপনাকে আঁকড়ে ধরবে। আপনার একদম ভেতরের মানুষটাকে ধরে নাড়া দেবে। এই উপন্যাসটা একটা নতুন পৃথিবী খুলে দেবে আপনার সামনে। উপন্যাসটা—।'

'না', বলল ম্যাকডানল্যাপ।

'এই উপন্যাসটা এই মিথ্যে পৃথিবীর বেসাতি ভেঙে দেবে। এই উপন্যাসটা আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেবে সত্যের মুখোমুখি। এই উপন্যাস—।'

ম্যাকডানল্যাপ হাত বাড়িয়ে উপন্যাসটা হাতে নিলেন।

'না' আবার বললেন ম্যাকডানল্যাপ।

'আপনি কেন এটা পড়ে দেখছেন না ?' প্রশ্ন করে গ্রাহাম।

এখন ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে শুরু করুন।'

'আমি আগামীকাল বা পরশু এটা পড়ব। আমার এখন কফ সিরাপ খেতে হবে।'

'আমি আসার পর একবারও তো আপনাকে কাশতে দেখলাম না।'

'এতটু পরেই দেখাব আপনাকে।'

'এটা প্রথম পাতা। আপনি কেন পড়া শুরু করছেন না। ? এটা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আকৃষ্ট করবে', বলল গ্রাহাম।

ম্যাকডানল্যাপ দুই প্যারা পড়লেন। তারপর বললেন, 'এটা কি কয়লা খনির শহর নিয়ে লেখা ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি এটা পড়তে পারব না। আমার কয়লার গুঁড়ায় অ্যালার্জি আছে।'

'কিন্তু এটাতে তো সত্যি সত্যি কয়লার গুঁড়ো নেই, বুদ্ধু ম্যাক।'

"ডি মেইস্টার নিয়েও তো একই কথা বলেছিলেন।" কথায় প্যাঁচ কষলেন ম্যাকডানল্যাপ।

রেইনাল্ড ডি মেইস্টার একটা সিগারেট নিয়ে হাতের উল্টো পাশে টোকা দিয়ে আগুন ধরাতে লাগলেন। পুরো প্রক্রিয়াটা গ্রাহামের খুব পরিচিত মনে হতে থাকে। কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে সাধারণত ডি মেইস্টার এরকম করে, হঠাৎ করেই ব্যাপারটা মনে পড়ে যায় গ্রাহামের।

'খুব বিরক্ত লাগছে বিষয়টা। আপনারা কেউ ঠিকঠাক বিষয় নিয়ে কথা বলছেন না। চালিয়ে যান ম্যাকডানল্যাপ। অর্ধেক কথা বলার সময় না এখন।' বলল ডি মেইস্টার।

ম্যাকডানল্যাপ নিজেকে সামলে নিয়ে আবার কথা বলা শুরু করলেন, 'ঠিক আছে মিস্টার থর্ন, আপনার কাছে ভালোভাবে কথা বলার কোনো দাম নেই। ডি মেইস্টার গল্পের বদলে আমি পাচ্ছি কয়লার গুঁড়া। গত পঞ্চাশ বছরের সেরা পাবলিসিটির বদলে আমাকে দেয়া হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের গল্প। মিস্টার ডর্ন আপনি যদি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে ঠিক ঠিক প্রস্তু

www.BanglaBook.org

াবটা নিয়ে না আসেন তাহলে আপনি আমেরিকা ও আমেরিকার বাইরের সব সম্মানিত প্রকাশকদের ব্ল্যাকলিস্টে ঢুকে যাবেন।' বলে রাগে আঙুল ঝাঁকালেন ম্যাকডানল্যাপ, তারপর বললেন, 'এমনকি স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেও।'

গ্রাহাম ডর্ন হালকাভাবে হাসলেন, 'আমি লেখক সমিতির একজন অফিসার, আপনি যদি আমার সাথে জোরাজুরি করেন তাহলে আমিই আপনাকে ব্ল্যাক লিস্টে তুলে দেব। কেমন লাগবে আপনার ?'

'খারাপ লাগবে না। কারণ আমি প্রমাণ করতে পারি যে আপনি অন্যের লেখা চুরি করেন।'

'আমি !' গ্রাহামের যেন শ্বাসকষ্ট হতে থাকে কষ্টে, মিথ্যে অপবাদের যন্ত্রণায়। 'আমি এই দশকের সবচেয়ে মৌলিক লেখক।'

'তাই কি ? এবং আপনার খুব সম্ভবত মনে নেই যে আপনি যে কয়টা গল্প লিখেছেন তাতে ডি মেইস্টার এই নোটবুকের কথা উল্লেখ করেছেন।'

'তাতে কী ?'

'ওর কাছে সেই নোটবুকগুলো আছে। রেইনাল্ড, মাই বয়, আপনার শেষ কেইসের নোটবুকটা গ্রাহামকে দেখান তো। ওটা "মিস্ট অব দ্য মাইলস্টোন" নিয়ে, প্রতিটি খুঁটিনাটি আছে ওতে যেগুলো আপনি বইতে লিখেছেন। তারিখগুলোও বই প্রকাশ হবার এক বছর আগেকার। খুবই খাঁটি প্রমাণ।'

'তাতে হচ্ছেটা কী ?'

'আপনার কী কোনো অধিকার আছে ডি মেইস্টারের নোটবুক নকল করে আসল খুন রহস্য হিসেবে গল্প চালানোর ?'

'আপনি একটা মানসিক প্রতিবন্ধী। ওই নোটবুকগুলো তো আমারই আবিষ্কার।'

'কে বলেছে ? লেখাগুলো ডি মেইস্টারের, যে কোনো হস্তলিপি বিশারদ এটা প্রমাণ করতে পারবে। আপনার কাছে কি কোনো চুক্তির কাগজ বা সমঝোতাপত্র আছে যাতে আপনাকে ডি মেইস্টারের নোটবুক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একজন কাল্পনিক মানুষের সাথে কোনো চুক্তিতে আসা কীভাবে সম্ভব ?'

'কিসের কাল্পনিক মানুষ ?'

'আপনি আর আমি দুজনেই জানি ডি মেইস্টারের কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'আচ্ছা ! সেটা কি জুরিরা জানে ? যখন আমি বলব যে আমি তিনটা শক্তিশালী লিভার পিল খাবার পরও সে আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি তখন বারোজন জুরিবোর্ড কি বলবে ডি মেইস্টারের কোনো অস্তিত্ব নেই ?'

'এটা ব্ল্যাকমেইল।'

'অবশ্যই। আমি আপনাকে এক সপ্তাহের সময় দিলাম, অন্য ভাষায় সাত দিনের সময় দিলাম।'

গ্রাহাম ডর্ন অনেকটা মরিয়া হয়ে ডি মেইস্টার এর দিকে ঘুরলেন, 'আপনি এর মধ্যেও আছেন। আমার বইতে আপনাকে আমি সর্বোচ্চ সম্মানটা দিয়েছি। কিন্তু যা করছেন তাতে কি আপনাকে সম্মান করা যায় ?'

'এটাও এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি প্রক্রিয়া', দ্রুত বললেন ডি মেইস্টার। গ্রাহাম উঠে দাঁড়ালেন।

'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'বাড়িতে. আপনার কাছে চিঠি লিখব' ধীরে ধীরে বুঝে পড়ল গ্রাহামের ভ্রু। 'এইবার আমি চিঠিটা মেইল করব। আপনাকে নতুন কোনো উপন্যাসই দেব না. আমি এর শেষ দেখতে চাই। এবং ডি মেইস্টার, আপনি যদি আর একবার কোনোকম ভয় দেখাতে চান আমি আপনার শরীব থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলব। রক্তগুলো ছড়িয়ে দেব ম্যাকডানল্যাপের নতুন স্যুটে।'

দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন গ্রাহাম ডর্ন আর হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন ডি মেইস্টার।

একটা ছোট্ট টেকুর তুলে লিভার পিল, কিডনি পিল আর এক চামচ কফ সিরাপ দ্রুত খেয়ে নিলেন ম্যাকডানল্যাপ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রাহাম ডর্ন বসেছিলেন জুনের বাড়ির ড্রইং রুমে। অনেকক্ষণ ধরে নিজের আঙুল নিয়ে খেলছিলেন। জুন ড্রইংরুমে নেই। তাতে গ্রাহামের খুব একটা যে খারাপ লাগছে তা নয়। তার মন এখন জুনের উপর নেই। গত ছয় দিনের বিভিন্ন ঘটনা তার মনে সিনেমার ফ্ল্যাসব্যাকের মতো ঘুরে ফিরে আসছিলে।

'গ্রাহাম, গতকাল আমার ডি মেইস্টারের সাথে ক্লাবে দেখা হয়েছিল। এত অবাক হয়েছি যে বলার মতো না। আমি তো সব সময়ই ভাবতাম শার্লক হোমসের মতো ওরও আসল কোনো অস্তিত্ব নেই। ব্যাটা তো আমার ঘাড়ে চড়ে বসেছিল। জানি না– আরে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'হেই, ডর্ন শুনলাম তোমার বস ডি মেইস্টার নাকি শহরে ফিরেছে। তোমার নতুন গল্পের মালমসলা পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। তুমি খুব ভাগ্যবান, গল্পের প্লট তুমি প্রায় তৈরি অবস্থায় পাও। তাই না ? আচ্ছা চলি।'

'গ্রাহাম প্রিয়তম ! তুমি গতরাতে কোথায় ছিলে ? অ্যানের ভালোবাসা তোমাকে ছাড়া কোথাও যায় না অথবা যাবার কথা না যদি না সেই ভালোবাসা রেইনাল্ড ডি মেইস্টারের জন্যে না হয়। রেইনাল্ড আপনাকে খুঁজছিল। কিন্তু তারপরই বেচারাকে তার ওয়াটসনকে ছাড়া খুব অসহায় লাগছিল। মিস্টার ডর্নের মতো ওয়াটসন পাবার অনুভূতিটা নিশ্চয়ই চমৎকার। আপনার জন্যেও নিশ্চয়ই।

'আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি বানিয়ে বানিয়ে লেখেন। সত্য কল্পনাকেও হার মানায়। হা হা !'

'বিখ্যাত নবিশ ক্রিমিনোলজিস্ট রেইনাল্ড ডি মেইস্টার কেইসটা সমাধান করতে ইচ্ছুক এই কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ বিভাগ। এ ব্যাপারে রেইনাল্ড ডি মেইস্টারের মতামত জানতে আমাদের সাংবাদিকরা সমর্থ হয়নি। মিস্টার ডি মেইস্টার ডজনখানেক রহস্যময় কেইস এর বুদ্ধিদীপ্ত সমাধানের জন্যে জনগণের কাছে সুপরিচিত একটি নাম। এই সমাধানের গল্পগুলো পরবর্তীতে তথাকথিত "ওয়াটসন" রূপী মিস্টার গ্রেইল ডুন লিখেছেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রাহাম কাঁপছিলেন। তাঁর হাতগুলো কাঁপছিল রক্তের জন্যে। ডি মেইস্টার তার জন্যে আতঙ্ক কিন্তু ভালো খবরটা হচ্ছে এই—সে তার স্বতন্ত্র সত্তাটি হারিয়ে ফেলেছেন, হুমকির মতোই হচ্ছে সব।

একঘেয়ে শব্দ হচ্ছে কোথাও। শেষ পর্যন্ত গ্রাহাম বুঝতে পারল এটা তার মাথায় হচ্ছে না বরং সামনের দরজাটা খোলার জন্যে কলিং বেল বাজছে।

উপর থেকে একটা চিৎকার গ্রাহামের কানে আঘাত করে, 'হেই গ্রামি, দেখ কে এসেছে।' কলিংবেলের আওয়াজে পুরো বাড়ি তো কাঁপছে। 'আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

'দেখছি।'

গ্রাহাম দ্রুত গিয়ে দরজা খোলে। 'আপনি এখানে শুভেচ্ছা!' বলল ডি মেইস্টার। বলেই গ্রাহামের গা ছুঁয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

গ্রাহামের ধূসর চোখ বড় হয়ে যায় তারপর যেন আগুন ধরে যায় ওদুটোতে। যেন কোনো প্রাণীর সমস্ত ক্রোধ এসে ভর করে। গরিলার মতো দাঁড়ায় গ্রাহাম, ডি মেইস্টারের চারপাশে ঘুরতে থাকে। লাল রক্তের যে কোনো আমেরিকান পুরুষের জন্যে স্বস্তিকর একটা মুহূর্ত।

'আপনি কী অসুস্থ?'

'আমি অসুস্থ নই। শিঘ্র আমার ব্যাপারে সব আগ্রহ আপনি হারিয়ে ফেলবেন। আমি আপনার হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে লাল রক্তটা দিয়ে আমার হাত রাঙাতে যাচ্ছি।' ব্যাখ্যা করে গ্রাহাম।

'কিন্তু আমি বলি শেষে তো আবার ওগুলো পরিষ্কার করতে হবে। এটা তো গুরুতর প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে, তাই না?'

'যথেষ্ট হাসি ঠাট্টা হয়েছে। আপনার কোনো শেষ ইচ্ছে আছে?'

'তা অবশ্য নেই।'

'ভালো কথা। থাকলেও আমি আপনার শেষ ইচ্ছে শুনতে আগ্রহী নই।'

ডি মেইস্টারের উপর ক্ষ্যাপা হাতির মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রাহাম ডর্ন। ডি মেইস্টার একটু বামদিকে সরে গিয়ে, হাত আর পা দিয়ে একসাথে আঘাত করলেন গ্রাহামকে। গ্রাহাম শ্রেফ উড়ে গেলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য গতিতে এবং শেষে ভালোরকম ভাঙচুর হল। একটা টেবিলের একাংশ, একটা ফুলদানি, একটা মাছের একোরিয়াম আর দেয়ালের পাঁচ ফুটের মতো পলেস্তারা খসে গেল।

চোখ মেলে তাকালেন গ্রাহাম। বাম ভ্রুর উপর থেকে নেমে গেল একটা কৌতূহলী গোল্ডফিস।

'আমার প্রিয় বন্ধু', ফিসফিস করে বলল ডি মেইস্টার, 'আমার প্রিয় বন্ধু।'

গ্রাহামের "পিস্তল প্যারেড" গল্পের একটা প্যারার কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'ডি মেইস্টারের হাতগুলো চাবুকের মতো দ্রুতগতির এবং প্রচণ্ড শক্তি তার প্রতিটি ঘুসিতে, হাত দিয়েই দুটো গুণ্ডাকে অসহায় করে তুললেন তিনি। নির্দয়ের মতো মেরে নয় বরং তার জুডোর জ্ঞান ব্যবহার করলেন তিনি। তাদের বন্দি করলেন তিনি, ক্লান্ত হওয়া ছাড়াই। গুণ্ডা দুটো ব্যথায় গোঙাচ্ছিল তখন।'

গ্রাহাম ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে।

ডান উরু নাড়ানোর চেষ্টা করলেন কিংবা ফিমারটাকে জায়গা মতো বসিয়ে দিলেন।

'আপনি কি ঠিকমতো উঠতে পারবেন?'

'আমি এখানেই থাকব।' দৃঢ়স্বরে বলল গ্রাহাম। শুয়ে শুয়ে মেঝের প্রোফাইল ভিউ দেখব যতক্ষণ পর্যন্ত সময় না আসবে উঠার কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার পেশি না নাড়াতে পারব। আমি জানি না কোনটা করব। আপনাকে কিছু করার আগেই বলুন এখানে কী চান আপনি।

রেইনাল্ড ডি মেইস্টার তার একচোখা চশমাটা আভিজাত্যের সাথে ঠিক করতে করতে বলল, 'আপনি তা জানেন আগামীকাল ম্যাকডানল্যাপের বেঁধে দেয়া সময়সীমার শেষ দিন।'

'এবং আমি বিশ্বাস করি আপনিও এর সাথে আছেন।'

'আপনি কি ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখবেন না?'

'হাহ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সত্যি', ডি মেইস্টার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'বিরক্তিকর জিনিসের শেষ নেই। আপনি এই পৃথিবীটা আমার জন্যে স্মরণীয় করে দিয়েছেন তাছাড়া আপনার বইগুলোতে আমাকে ক্লাবগুলোতে ভালো রেস্টুরেন্টে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা হল পুলিশ কমিশনার, মেয়র, পার্ক অ্যাভেনিউ পেন্টহাউসের মালিক। আমার একটা অসাধারণ আর্ট কালেকশনও আছে।'

'ঘটনাটা হচ্ছে', ঘোরের মধ্যে থেকে বলে গ্রাহাম, 'আপনার কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি না এবং একটা শব্দও আমার কানে আসছে না।'

'যদিও', আবার বলে ডি মেইস্টার, 'অস্বীকার করছি না বইয়ের জগৎটাই আমার জন্যে বেশি ভালো। বইয়ের জগৎটা যেভাবেই হোক অনেক মোহময়, হাস্যকর যুক্তি বিহীন জগৎ, বাস্তবের পৃথিবীর সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। সংক্ষেপে বললে আমার অবশ্যই সেখানে ফিরতে হবে, আবারও কাজ করতে হবে। আপনার হাতে আর আগামীকাল পর্যন্ত সময় আছে।'

'এটা কি নতুন কোনো হুমকি, ডি মেইস্টার ?'

'পুরানো হুমকির নতুন সংস্করণ। আমি আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতিটি দিক ছিনিয়ে নেব। আর জনমত ডি মেইস্টারের কাজগুলো ভাষায় রূপান্তরের জন্যে আপনার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। খবরের কাগজে আপনার সম্পর্কে কী লিখেছে দেখেছেন ?'

হ্যাঁ দুর্গন্ধময় ডি মেইস্টার, আমি পড়েছি। ওই একই কাগজে দশ নম্বর পৃষ্ঠায় অর্ধেক কলাম জুড়ে কী লিখেছে তা ফক আপনি পড়েছেন ? আমিই বলছি বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিস্ট 1-A, কিছুদিনের মধ্যে তথ্যপ্রমাণের জন্য ডাকা হবে, ড্রাফট বোর্ডের ঘোষণা।'

মুহূর্তের মধ্যে ডি মেইস্টার কিছুই করলেন না। তারপর পরপর যে কয়েকটা কাজ তিনি করল তা মোটামুটি এরকম : সে ধীরে ধীরে একচোখা চশমা খুললেন, ধপ করে সোফায় বসে পড়ল, অন্যমনস্কভাবে চিবুকে হাত বুলালেন, লম্বা সময় নিয়ে টোকা দেবার পর সিগারেট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বালাল। ডি মেইস্টারের কাজগুলো একই সাথে তার উত্তেজনা আর ক্লান্তির ছাপ হিসেবে ধরা পড়ে।

গ্রাহাম মনে করতে পারলেন না তার কোনো বইয়ে ডি মেইস্টার চরিত্রটি দিয়ে এই চারটি কাজ একই সাথে করিয়েছেন কিনা ?

শেষ পর্যন্ত ডি মেইস্টার কথা বললেন, 'আপনার শেষ বইতে ড্রাফট রেজিস্ট্রেশনের কথা কেন লিখেছেন আমি তা সত্যিই জানি না। এই তাড়া দেয়াটা সাময়িক, এই শয়তানি ইচ্ছাটা এই খবরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। এটা রহস্যোপন্যাসের অভিশাপ। সত্যিকারের রহস্য সময় অতিক্রম করে যায়। বর্তমানের সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই।'

'এর হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায় আছে', গ্রাহাম বলল।

'ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স', বললেন ডি মেইস্টার।

'দেখুন, বইয়ের ভেতরে ঢুকে যান। আপনার কোনো সমস্যা হবে না', গ্রাহাম বলে।

আপনি লিখুন আবার, আমি তাই করব।

'মারামারির কথা ভাবছি।'

'আমি ভাবছি আপনার অহংবোধের কথা।' বললেন ডি মেইস্টার। এই সময় একটা নারীকণ্ঠ তাদের কথায় বাধা দেয়। কণ্ঠে জোরের সাথে উদ্বিগ্নতা আছে।

'আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি গ্রাহাম ডর্ন তুমি মেঝেতে কী করছ। আজকেই ঝাড়ু দেয়া হয়েছে এখানে, তুমি নিশ্চয়ই কাজটা আরো ভালো করে আমাকে প্রশংসা করতে যাচ্ছ না।'

'তুমি ঠিক মতো তাকালেই বুঝবে আমি মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছি না।' ভদ্রভাবে উত্তর দেয় গ্রাহাম। 'তুমি দেখতে পাবে তোমার প্রেমিক একরাশ আঘাত আর ব্যথা নিয়ে এখানে শুয়ে আছে।'

'তুমি আমার টেবিল ভেঙে ফেলেছ।'

'আমার পা ভেঙেছে।'

'আমার সেরা বাতিদানিটাও ভেঙেছ।'

'আমার পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার অ্যাকোরিয়ামটাও শেষ'

'আমার অ্যাডামস অ্যাপেলটার করুণ অবস্থা।'

'এবং তুমি তোমার বন্ধুর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দাওনি।'

'আমার কাঁধের হাড়–কোন বন্ধু?'

'এই বন্ধু।'

'বন্ধু! হা তার চোখের উপর যেন ঘোলা মেঘ নেমে আসে। মেয়েটার বয়স কম আর নির্মম; শক্ত পৃথিবীর তুলনায় খুবই ভঙ্গুর।' ও রেইনাল্ড ডি মেইস্টার। বিড়বিড় করে বলে গ্রাহাম।

এ সময় ডি মেইস্টার তার সিগারেট দু টুকরো করছিল। সারা শরীরের অঙ্গভঙ্গিটা এমন যে আবেগে জরজর সে।

জুন ধীরে ধীরে বলল, 'আমি যা ভেবেছিলাম আপনি কেন সেরকম নন?'

'আপনি কেমন আশা করেছিলেন?' মৃদু, রোমাঞ্চকর সুরে প্রশ্ন করে ডি মেইস্টার।

'আমি জানি না, কিন্তু আপনার চেয়ে অন্যরকম। গল্পগুলোতে যেরকম পড়েছি।'

'আপনি যেভাবেই হোক লেটিসিয়া রেনোল্ডসের কথা মনে করিয়ে দিলেন।'

'এরকমই হবার কথা। এই চরিত্রটা গ্রাহাম আমাকে দেখেই বানিয়েছে।'

'খুব দুর্বল কাজ। মিস বিলিংস, ভয়াবহ খারাপ হয়েছে চরিত্রাঙ্কন।'

জুন আর ডি মেইস্টারের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ছয় ইঞ্চির মতো। দুজোড়া চোখ যেন আটকে গেছে সমঝোতার আঠায়। গ্রাহাম তীক্ষ্নভাবে গুঙিয়ে উঠে। তার কপালে যেন কিছু স্মৃতি এসে আঘাত করে।

'কেস অব মাডি ওভার স্যু' গল্পের একটা প্যারা তার মনে পড়ে। দ্য প্রিমরোজ মার্ডারস এর একটা প্যাসেজও তার মনে পড়ে, সাথে সাথে 'দ্য ট্রাজেডি অব হার্টলি ম্যানোর,' "ড্রেস অব এ হান্টার," 'হোয়াইট স্করপিয়ন'-এর প্যাসেজগুলোও প্রতিটিতে একই রকম একটা কথা লেখা ছিল:

www.BanglaBook.org

'ডি মেইস্টারের আবেদন নারীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য এবং তাদেরও তার প্রতি বিরাট আকর্ষণ কাজ করে সবসময়।'

অন্যরকম ঘনিষ্ঠ সময়তেও জুন বিল্লিংসকে গ্রাহামের কাছে যা মনে হয় তা হচ্ছে সে একজন নারী।

এবং এই মোহ জুনের কান দিয়ে বেরিয়ে পুরো মেঝেতে যেন ছয় ইঞ্চি আস্তরণ ফেলে দেয়।

'এই রুম থেকে বেরিয়ে যাও জুন', গ্রাহাম আদেশ দেয়।

'যাব না।'

'ডি মেইস্টারের সাথে আমার একটু আলোচনা করতে হবে।তুমি রুম থেকে চলে যাবে এটা আমার দাবি।

'দয়া করে যান মিস বিল্লিংস', বলল ডি মেইস্টার।

একটু ইতস্তত করে খুব ছোটো স্বরে জুন বলল, 'ঠিক আছে'।

'দাঁড়াও। ওর কথায় তুমি যাবে না। আমি বলছি থাক।' চিৎকার করে গ্রাহাম।

খুব ভদ্রভাবে দরজা বন্ধ করে চলে যায় জুন।

দুটো মানুষ এখন পরস্পরের মুখোমুখি, দুজনেই কোণঠাসা অবস্থায়। কেউ কাউকে ছাড় দেবে না এক ইঞ্চি ও। কোনো সমঝোতাও হবার নয়। গ্রাহাম ডর্ন সাধারণত এরকম অবস্থা তার বইতে পাঠকদের জন্যে তৈরি করেন। একই মেয়ের এক ভালোবাসার জন্যে দুজন মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ।

দুজন একই সাথে বলে উঠল, 'একটা চুক্তিতে আসা যাক।'

গ্রাহাম বললেন, 'আপনি আমার মতো পাল্টিয়ে দিয়েছেন, রিগি। পাঠকের দরকার আমাদের। আগামীকাল থেকে ডি মেইস্টারের নতুন একটা গল্প লেখা শুরু করব। চলুন হাত মেলাই। অতীত ভুলে যাই।'

ডি মেইস্টার নিজের আবেগের সাথে লড়ছিলেন। সে তার হাত রাখল গ্রাহামের কোটের কলারে 'আমি আপনার যুক্তিতে মতো পাল্টিয়েছি আমার জন্যে আপনি আত্মত্যাগ করবেন এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আপনার ভেতর আরো অনেক বড় প্রতিভা লুকিয়ে আছে। ওগুলোরও প্রকাশ ঘটতে হবে। আপনি জয়লা খনি শহর নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপন্যাসটা লিখে ফেলুন। ওগুলো একসময় লোকে মনে করবে, আমার গল্পগুলো না।'

'আমি পারব না। এ পর্যন্ত আপনি যা করেছেন আর বলেছেন আমার সম্পর্কে তাতে আমি আর কিছু লিখতে পারব না। আগামীকাল নতুন গল্প লেখা শুরু করব।'

'গ্রাহাম ! আপনি আমার আত্মিক পিতা। আমি এটা মানতে পারছি না। আপনি কি ভাবছেন আমার কোনো অনুভূতি নেই। সন্তানসুলভ অনুভূতি ? ব্যাপারটা আত্মিক অবশ্যই।'

'মারামারির কথাটা ভাবুন, ভাঙা হাত-পা, রক্ত। এগুলো কী ?'

আমি অবশ্যই থাকব, আমার দেশের আমাকে দরকার।'

'কিন্তু আমি যদি লেখা বন্ধ করি, আপনার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আমিও এটা মেনে নিতে পারি না।'

'ও আচ্ছা !' অনেকটা পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন ডি মেইস্টার।' পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। অনেক লোক আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আমার অস্তিত্বের ব্যাপারটা এখন এতটাই দৃঢ় যে তা নষ্ট হওয়া কঠিন। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর ভাবছি না।'

দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গলায় গ্রাহাম বললেন 'আচ্ছা ! এই হচ্ছে আপনার বুদ্ধি। আপনি তো একটা আস্ত সাপ, আপনি কী ভেবেছেন জুনের সাথে আপনার মাখামাখিটা আমি খেয়াল করিনি ?'

'দেখেন একটা সত্য আর সৎ ভালোবাসা সম্পর্কে আপনার এ ধরনের মতামত আমি মেনে নিতে পারি না। আমি জুনকে ভালোবাসি, জুনও আমাকে ভালোবাসে। আপনি যদি এর মধ্যে নাক গলান কিংবা ভিক্টোরিয়ান মানসিকতার পরিচয় দেন তাহলে আপনি নাইট্রোগ্লিসারিন খেয়ে নিজের পেটের মধ্যে শক্ত একটা আঘাত দিতে পারেন।'

'আমিই আপনাকে নাইট্রোগ্লিসারিন খাওয়াব। আমি আজ বাড়ি গিয়েই আরেকটা নতুন ডি মেইস্টার গল্প লেখা শুরু করব। আপনি এটারই অংশ, আপনাকে আবারও বইতে ঢুকে যেতে হবে। আপনার কী মনে হয়, কী ভাবছেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিচ্ছু না, কারণ আপনি আরেকটা ডি মেইস্টার গল্প লিখতে পারবেন না। আমি অনেক বেশি বাস্তব এখন। আপনি এভাবে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। আপনার কী মনে হয় ?'

সবকিছু গোছাতে গোছাতে গ্রাহামের প্রায় সপ্তাহখানেক সময় লেগে যায়। কিন্তু তারপরও গ্রাহামের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার মতো বা লেখার মতো কিছু হয় না।

মোদ্দা কথা সে লিখতেই পারছিলেন না।

অসাধারণ উপন্যাসের গল্প, আবেগময় নাটক, অসাধারণ সব কবিতা, বুদ্ধিদীপ্ত সব প্রবন্ধ—সব কিছুই তার মাথায় আসছিল কিন্তু রেইনাল্ড ডি মেইস্টার নিয়ে একটা লাইনও তিনি লিখতে পারছিলেন না।

টাইপরাইটার থেকে যেন বড় হাতের R অক্ষরটাই মুছে গেছে।

তিনি লিখতে পারছিলেন না।

এই সময় দরজায় বেলের শব্দ হয়। দরজা খুললেন গ্রাহাম ডর্ন।

দরজার বাইরে ম্যাকডানল্যাপ। হঠাৎ করেই ঢলে পড়লেন তিনি গ্রাহাম ডর্নের গায়ে। দু'হাত দিয়ে ধরে গ্রাহাম ম্যাকডানল্যাপকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালেন।

'পড়তে দাও গ্রাহাম', শীতল গম্ভীর সুরে বললেন ম্যাকডানল্যাপ।

'আমার হার্ট', বলেই আতিপাঁতি করে লিভার পিল খুঁজতে লাগলেন ম্যাকডানল্যাপ।

'এই সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে মরার দরকার নেই [illegible] আমাকে একতাল মানুষের মাংস পোড়ানোর অনুমতি দেবে না।' গ্রাহাম বিনয়ের সাথে পরামর্শ দিল।

'গ্রাহাম !' আবেগ নিয়ে বলতে শুরু করলেন ম্যাকডানল্যাপ, 'আর কোনো হুমকি নয়, চরমপত্র নয়। আমি তোমার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছি।' মৃদু শ্বাসকষ্টের কারণে একটু থেমে শ্বাস নিলেন ম্যাকডানল্যাপ। 'আমি তোমাকে পুত্রের মতো ভালোবাসি। এই অতি ঘৃণ্য ডি মেইস্টারকে অবশ্যই অদৃশ্য করে দিতে হবে। আমার জন্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলেও ডি মেইস্টারের গল্প লিখতে হবে তোমাকে আমি তোমাকে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি আমার স্ত্রী এই গোয়েন্দার প্রেমে পড়ে গেছে আমার স্ত্রী আমাকে বলে আমি নাকি রোমান্টিক নই। আমি রোমান্টিক নই ! তুমি কী ব্যাপারটা বুঝতে পারছ ?'

'পারছি', গ্রাহামের গলাতেও বেদনার সুর। 'ডি মেইস্টার সব মহিলাকে মোহগ্রস্ত করে দেয়।'

'ঐ চেহারা দিয়ে ? ওই একচোখা চশমাটা দিয়ে ?'

'আমার বইগুলোতেও তাই লেখা আছে।'

ম্যাকডানল্যাপ অনমনীয় স্বরে বললেন 'আহ্ হা ! ডোপ। যদি একবার টাইপরাইটার যা বলে তা তোমার মনকে না শুনতে দিতে !'

'আপনি আমাকে বাধ্য করছেন, মেয়েদের মতো।'

ম্যাকডানল্যাপ ইতস্তত করে বললেন, 'হ্যাঁ মেয়েদের মতো কিন্তু খুব জরুরি। কিন্তু গ্রাহাম আমি কী করব ? সে যে শুধু আমার স্ত্রী, তা নয়। ম্যাকডানল্যাপ ইনকর্পোরেশনের পঞ্চাশ ভাগ শেয়ার ওর নামে। যদি আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে যায় আমি ক্ষমতা হারাব। একবার ভাব। প্রকাশনা জগতে ঝড় বয়ে যাবে।'

'শুনুন ম্যাকডানল্যাপ' সমবেদনার সাথে নিজেরও একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে গ্রাহামের, 'আমিও একটা কথা বলি জুন, আমার প্রেমিকা, সেও এই ডি মেস্টারকে ভালোবাসে। এবং ডি মেস্টারও ওকে ভালোবাসে, কারণ লেটিসিয়া রেনোল্ডস চরিত্রটা ওর কাছ থেকেই নেয়া।'

'লেটিসিয়ার কি জুনের কাছ থেকে নেয়া ?' এক ধরনের সূক্ষ্ম অপমানবোধে আক্রান্ত ম্যাকডানল্যাপ প্রশ্ন করেন

'আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে।' খোলা হাসি দেবার পরই কান্নায় ভেঙে পড়ে গ্রাহাম দুফোঁটা জল নাক বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে থাকে।

'মাই পুওর বয়', ম্যাকডানল্যাপ গ্রাহামের দুহাত আঁকড়ে ধরে।

'একটা বদমাইশ দানবের হাতে আটকে গেছি' গ্রাহাম বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জর্মন হয়ে রাশিয়ানদের হাতে পড়ার মতো অবস্থা', বলল ম্যাকডানল্যাপ।

'অমানবিক নিষ্ঠুরতার শিকার' বলল গ্রাহাম।

'ঠিক বলেছ।' গরুর দুধ দোয়ানোর মতো করে গ্রাহামের হাত কচলাতে লাগল ম্যাকডানল্যাপ। 'তোমাকে আবারো ডি মেইস্টারের গল্প লিখতে হবে তারপর ওকে ওর জন্যে উপযুক্ত জায়গা নরকে পাঠিয়ে দাও। ঠিক আছে?'

ঠিক আছে। কিন্তু একটা ছোট্ট সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

"আমি লিখতে পারি না। ও অনেক বেশি বাস্তব এখন। আমি ওকে বইতে ঢোকাতে পারছি না।'

চারপাশে অনেক ছেঁড়া কাগজ পড়ে থাকার অর্থ বুঝতে পারলেন ম্যাকডানল্যাপ। মাথা চেপে ধরে বসে পড়ে গোঙাতে লাগলেন তিনি "আমার ইনকর্পোরেশন, আমার বউ।'

'সবসময়ই বিকল্প রাস্তা খোলা থাকে', গ্রাহাম বলল।

ম্যাকডানল্যাপ মাথা উপরে উঠিয়ে তাকালেন।

'এক সপ্তাহ আগে আমি যে "ডেথ অন দ্য থার্ড ডেক" উপন্যাসটা ফিরিয়ে দিয়েছি ওটার কী অবস্থা?'

'ওটার কোনো গুরুত্ব নেই। ওটা পুরনো গল্প। এটা ইতোমধ্যেই ওর উপর ছাপ ফেলেছে।'

'প্রকাশ না হতেই ছাপ পড়েছে?'

'অবশ্যই। ওই গল্পে আমি ড্রাফট বোর্ডের কথা বলেছি, এটা ওকে 1-A এর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'

'ম্যাকডানল্যাপ!' গ্রাহাম ডর্ন লাফিয়ে উঠল, উত্তেজনায় তার কলার চেপে ধরে বলল, 'গল্পটা তো রিভাইস করা যেতে পারে।'

ম্যাকডানল্যাপ কয়েকবার শুকনো কাশি দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করলেন।

'রিভাইস করে যে কোনো কিছুই লেখা যায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রাহাম ম্যাকডানল্যাপের কলার ধরে ঝাঁকালেন। তারপর তার পুরো শরীর ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন

'কিছু বলছেন না কেন ?'

ম্যাকডানল্যাপ গ্রাহামের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এক চামচ কফ সিরাপ খেলেন। বুকে হার্টের উপর এক হাত দিয়ে চেপে ধরে একটু মালিশ করলেন তিনি। মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রু নাড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। 'ঠিক আছে, আপনি বসে বসে ফুঁসতে থাকুন। আমি একাই রিভাইস করতে পারব।' বলল গ্রাহাম।

গ্রাহাম পাণ্ডুলিপিটা টাইপরাইটারে দিয়ে বোতামে আঙুল চালান শুরু করলেন। ধীরে ধীরে গতি বাড়তে থাকল। এক সময় তার স্বাভাবিক গতিতে চলে গেলেন গ্রাহাম। অন্য এক ধরনের উত্তাপ নিয়ে কাজ করছেন গ্রাহাম।

'কাজ হচ্ছে' চিৎকার করে উঠে গ্রাহাম। 'নতুন গল্প লিখতে পারছি না কিন্তু অপ্রকাশিত পুরানো গল্প রিভাইস করা যাচ্ছে।'

গ্রাহাম ও ম্যাকডানল্যাপ দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি চালাচ্ছেন গ্রাহাম।

ম্যাকডানল্যাপ গ্রাহামের ঘাড়ের উপর দিয়ে বাইরে তাকালেন। বিচ্ছিরি একটা কাশি দিলেন তিনি।

'জোরে আরো জোরে চালাও', উত্তেজিত হয়ে আছেন ম্যাকডানল্যাপ। 'ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশের চেয়ে জোরে চালাব ?' শক্ত গলায় প্রশ্ন করল গ্রাহাম। 'ওহ্ ঈশ্বর, আর পাঁচ মিনিট।'

'ডি মেইস্টার কি জুনের ওখানে থাকবে ?'

ও সবসময়ই ওখানেই থাকে। সে এ সপ্তাহে প্রতি সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে গেছে। ঈশ্বর জানে আপনার সেক্রেটারি না আবার চাকরি ছেড়ে দেয়।

'মাই বয়, জুন, আমার সেক্রেটারি। ওর উপর ভরসা রাখতে পার।'

'তার তো নটার মধ্যেই পাণ্ডুলিপি রিভিশন করার কথা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যদি না সে মারা গিয়ে থাকে।'

'আমার বিশ্বাস ও কাজটা করবে। কিন্তু ও কী বিশ্বাস করবে?'

'প্রতিটা শব্দ বিশ্বাস করবে। ও ডি মেইস্টারকে দেখেছে। সে জানে ডি মেইস্টারের অস্তিত্ব আছে।'

শক্ত ব্রেক কষলেন গ্রাহাম। রাস্তার সাথে রাবারের ঘঁসার শব্দে তার আত্মায় এক ধরনের সহানুভূতি তৈরি হয়।

কয়েক লাফে সিঁড়ি পার হলেন গ্রাহাম হাসফাঁস করে তার পেছনে ছুটছে ম্যাকডানল্যাপ।

বেল বাজালেন গ্রাহাম, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেললেন তিনি।

সামনেই দাঁড়ান ডি মেইস্টার। এক হাতে আঙুল তুলে মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। একচোখা চশমাতে তাকে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র মনে হতে থাকে।

পাশেই জুন বিলিংস দাঁড়ানো। চুপচাপ, দাঁড়িয়ে আছে অস্বস্তি নিয়ে।

'রেইনাল্ড ডি মেইস্টার', গর্জে উঠে গ্রাহাম ডর্ন। 'আপনার শেষ সময়ের জন্যে প্রস্তুত হোন।'

'ওহ্ বয় ! আপনার সময় শেষ', ম্যাকডানল্যাপ বললেন।

'আপনাদের এই নাটকীয় কথাবার্তায় কি আমার ঋণী হওয়া উচিত? আমি কিঞ্চিত দ্বিধাগ্রস্ত।' বলে চমৎকার ভঙ্গিতে একটা সিগারেট জ্বেলে হাসল ডি মেইস্টার।

'হ্যালো, গ্রামি !' কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল জুন।

'দূর হও, শয়তান মহিলা।'

জুন নাক ঝাড়ল। কোনো উপন্যাসের পাতা থেকে যেন আবেগভারাক্রান্ত কোনো নায়িকা উঠে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের নায়িকাসুলভ একটা সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই চোখের পানি পড়তে দিল সে।

'মূল বিষয়ে আসুন। হচ্ছে কী এসব?' রাগতস্বরে প্রশ্ন করেন ডি মেইস্টার।

'আমি "ডেথ অন দ্য থার্ড ডেক" গল্পটা রিভাইস করেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাতে কী ?'

'রিভিসনের কপিটা এখন ম্যাকডানল্যাপের সেক্রেটারি, আমার প্রেমিকা, ভুলের হাতে। এই মেয়েটার কাঙ্ক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আপনার মতো একটা শয়তানের স্ট্যাটাসে পৌঁছানোর। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। সে উপন্যাসের প্রতিটি শব্দই বিশ্বাস করবে।'

'তাতে কী ?'

গ্রাহামের গলার স্বরে কেমন বিপদের আভাস শোনা যায়। 'আপনার সম্ভবত সান্‌চা রডরিগুয়েজের কথা মনে আছে ?'

প্রথমবারের মতো একটু থতমত খেয়ে যান ডি মেইস্টার। খপ করে সিগারেটটা হাত ধরেন তিনি যেন ওটা পড়ে যাচ্ছিল।

'সান্‌চাকে তো ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্যাম ব্রেইক মেরে ফেলেছে। ও আমাকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু এতে এত উৎফুল্ল হবার মতো কী আছে ?'

'এটা তো মাত্র অর্ধেকটা কাহিনী, বাকিটা তো আপনি জানেন না। রিভিশন করার পর সানচা রডরিগুয়েজ মারা যায়নি।'

'মারা গেছি !' হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ কিন্তু পরিষ্কার একটা নারীকণ্ঠ ভেসে আসে। 'আমি মারা গেছি। দেখাচ্ছি মজা। গত মাসে কোথায় ছিলে তুমি ?'

বিস্ময়ে ডি মেইস্টারের মুখ থেকে এবার সত্যি সত্যি সিগারেট পড়ে যায়। এবার ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তিনি করলেন না। ভূতের গলাটা চিনতে পারলেন ডি মেইস্টার। কুসংস্কারমুক্ত একজন দর্শকের চোখে এই ভূতটাকে একজন আয়ত ও ঝকঝকে চোখ আর লম্বা চকচকে নখবিশিষ্ট ল্যাটিন মেয়ে মনে হবে কিন্তু ডি মেইস্টারের কাছে সে সান্‌চা রডরিগুয়েজ। মারা যায়নি সে।

ম্যাকডানল্যাপের সেক্রেটারি পাণ্ডুলিপিটা পড়েছে এবং বিশ্বাস করেছে।

'মিস রডরিগুয়েজ' ভোতা গলায় বলল ডি মেইস্টার। 'তোমাকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে।'

'তোমার জন্যে মিসেস ডি মেইস্টার, বিশ্বাসঘাতক মাটির পোকা, ঘাসের বিছে। আর এই মহিলাটি কে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুন পাশেই চেয়ারে বসা ছিল।

'মিসেস ডি মেইস্টার', মৃদুস্বরে বলে গ্রাহামের দিকে তাকাল ডি মেইস্টার।

'ও তুমি ভুলে গিয়েছিলে ? নীচ কুকুর দুর্বল মহিলার সাথে বাজে আচরণ করলে কী হয় তোমাকে দেখাচ্ছি। নখ দিয়ে মাংসের কিমা বানাব তোমাকে।'

ভয়ে পিছিয়ে গেল ডি মেইস্টার। 'কিন্তু ডার্লিং—কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই মহিলার সাথে তুমি কী করছিলে ?'

'কিন্তু ডার্লিং '

'চুপ করো, একদম চুপ। এই মহিলার সাথে তুমি কী করছিলে ?'

রেইনাল্ড ডি মেইস্টর রুমের এক কোণে পিছিয়ে যাচ্ছে আর মিসেস রেইনাল্ড মুঠি পাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বলছে, 'উত্তর দাও।'

ডি মেইস্টার অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিসেস ডি মেইস্টার তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

গ্রাহাম এবার হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে জুনের দিকে ঘুরে তাকাল। ম্যাকডানল্যাপ একটা কিডনি পিল খেয়ে নিলেন।

কান্নায় ভেঙে পড়ল জুন বিলিংস।

'আমার কোনো দোষ নেই। তুমিই তো তোমার বইতে লিখেছ মেয়েরা ডি মেইস্টারকে দেখলে মোহিত হয়। আমার কী করার ছিল বল ? যদিও ভেতর থেকে ওকে আমি ঘৃণা করতাম। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ ?'

'চমৎকার গল্প ফেঁদেছ।' জুনের পাশে সোফায় বসতে বসতে বলল গ্রাহাম। 'চমৎকার গল্প ফেঁদেছ তুমি। তাও সম্ভবত আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।'

ম্যাকডানল্যাপ বললেন, 'তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তি, আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়েছ। আর মনে আছে তো প্রতিবছর একটা ডি মেইস্টার উপন্যাস।'

দাঁতে দাঁত চেপে গ্রাহাম উত্তর দিলেন 'স্রেফ একটা। আর সব সময় একটা গল্প অপ্রকাশিত রেখে ওকে আমি স্ত্রৈণ বানিয়ে রাখব। বাড়তি সাবধানতা আরকি ! আর আপনি আমার উপন্যাস ছাপছেন তো ?'

www.BanglaBook.org

'হিক্', বললেন ম্যাকডানল্যাপ।

'ছাপাবেন না?'

হ্যাঁ গ্রাহাম, অবশ্যই গ্রাহাম, নিশ্চিতভাবে গ্রাহম।'

'এখন আসুন আপনি। আমার প্রেমিকার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।'

ম্যাকডানল্যাপ হেসে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে।

আহ্, ভালোবাসা, ভালোবাসা, অনেকটা ঘোরে থেকে বলল গ্রাহাম যেন লিভার পিল আর বাক সিরাপ খাবার পর ম্যাকডানল্যাগের মতো নেশা হয়েছে তার।

অনুবাদ : মানিক চন্দ্র দাস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এ্যাস্কেপ

হাইপার বেস থেকে সুজান ক্যালভিন ফিরে এসে দেখে আলফ্রেড লেনিং অপেক্ষা করছেন তার জন্যে। বৃদ্ধ লোকটি কখনো তাঁর বয়সের কথা উল্লেখ করেননি, তবে সবাই জানে তিনি পঁচাত্তর পার করেছেন। এখনো তাঁর মন ধারাল, মননে তরুণ, তিনি ডাইরেক্টর এমরিটাস অব রিসার্চ-এ বোগার্টের মতো অ্যাকটি-ডিরেক্টরের পদাধিকার দখল না করলেও অফিসে হাজিরা দিচ্ছেন নিয়মিত।

'হাইপার অ্যাটোমিক ড্রাইভ-এর কত কাছাকাছি এসেছে ওরা ?' জিজ্ঞেস করলেন লেনিং।

'আমি জানি না,' বিরক্তিকর সুরে জবাব দিল সুজান। 'জিজ্ঞেস করিনি।'

'হুম্‌ম। তাড়াতাড়ি আসাই ভালো। না এলে কনসোলিডেটেড ওদের ধরে ফেলতে পারে। আমাদেরও সেই সাথে ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'কনসোলিডেটেড। এটা দিয়ে কী কাজ ওদের ?'

'মেশিন নিয়ে বিশ্লেষণ শুধু আমরাই করছি না ? আমাদেরটা পজিট্রনিক হতে পারে। তার মানে এ নয় তারা আমাদের চেয়ে ভালো। এ নিয়ে বড় ধরনের মিটিং ডেকেছে রবার্টসন আগামীকাল। তোমার আগমনের অপেক্ষায় ছিল।'

ইউ.এস.রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশন-এর রবার্টসন হল এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতার ছেলে। সে খাড়া নাক সটান করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল তার জেনারেল ম্যানেজারের দিকে, কথা বলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় লাফিয়ে উঠল কণ্ঠার হার, 'শুধু বলো যা বলার খোলাখুলি বলবে।'

চটপট শুরু করে দিল জেনারেল ম্যানেজার 'বস, মাসখানেক আগে কনসোলিডেটেড রোবটস আমাদের কাছে অদ্ভুত একটা সমস্যা নিয়ে আসে। তারা পাঁচ টন ফিগার, ইক্যুয়েশন ইত্যাদি নিয়ে আসে। ব্রেন-এর কাছ থেকে সমস্যাটার সমাধান চায় তারা সমস্যাটা একটি ইন্টারস্টেলার ইঞ্জিনের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে '

রবার্টসন বলল, 'আমি যদ্দুর জানি ওদের একটা থিঙ্কিং মেশিন আছে . তাই না ?'

'জ্বী, স্যার। কনসোলিডেটেড-এর একটি থিঙ্কিং মেশিন ছিল। ওটা ভেঙে গেছে।'

'কী !' লাফিয়ে উঠল রবার্টসন।

'জ্বী। ভেঙে গেছে। কেউ জানে না কেন। ওটা স্রেফ এখন আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। ওদের আরেকটা মেশিন তৈরি করতে ছয় বছর সময় লাগবে।'

সুজান ক্যালভিন বলল, 'আমরা কনসোলিডেটেড-এর সমস্ত তথ্য লজিকাল ইউনিটে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমরা ইউনিটগুলো ব্রেন-এ ঢোকাব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। ফ্যাক্টর যখন প্রবেশ করবে—এখন সৃষ্টি হবে ডিলেমা বা উভয় সঙ্কট—ব্রেন-এর শিশু ব্যক্তিত্ব ইতস্তত : করতে থাকবে। ওটার সেন্স অব জাজমেন্ট পরিণত নয়। ডিলেমা বা এ ধরনের কিছু একটা চেনার জন্যে আগে দরকার হবে প্রত্যক্ষ বিরামকাল। আর ওই বিরামকালে ওরা ইউনিটটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ?' কণ্ঠার হাড় ঘনঘন ওঠানামা করছে রবার্টসনের।

অধৈর্য গলায় ড. ক্যালভিন বলল, 'হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত।'

জেনারেল ম্যানেজার বলে উঠল, 'তাহলে গোটা ব্যাপারটা এসে দাঁড়াল, চিফ। কাজটা আমরা নিলে এটার মধ্যে এভাবে তাহলে প্রবেশ করতে পারব। ব্রেন আমাদেরকে বলে দেবে ইনফরমেশনের কোনো ইউনিট ডিলেমার সাথে সংযুক্ত। ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারব উভয় সঙ্কটটা কেন ? ঠিক বলছি না, ড. বোগার্ট ? আপনি আছেন চিফ।

www.BanglaBook.org

আছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ড. বোগার্ট। আমরা কনসোলিডেটেডকে "নো সল্যুশন" জবাব দেব। হাতিয়ে নেব কয়েকশো হাজার ডলার। ওরা পাবে একটা ভাঙা যন্ত্র, আমরা পুরোটা এক. বড় জোর দুই বছরের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব স্পেসওয়ার্প ইঞ্জিন বা হাইপার-অ্যাটমিক রোবট। সে যে নামেই ডাকুক না কেন ? ওটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো জিনিস।

খিকখিক করে হাসল রবার্টসন। বলল, 'দেখি তো কন্ট্যাক্টটি। আমি এতে সাইন করব।'

দ্য ব্রেনকে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। ড. সুজান ক্যালভিনকে ভল্টে ঢুকতে দেখে নিরাপত্তা কর্মীরা চলে গেল।

ব্রেন আসলে ফুট দুয়েক লম্বা একটি গ্লোব বিশেষ–ওটার ভেতরে হেলিয়াম অ্যাটমস্ফিয়ার তৈরি করা হয়েছে। এই আবহে কম্পন নেই এবং এটা সম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয় মুক্ত আর ওটার মধ্যে রয়েছে ভয়ানক জটিল পজিট্রনিক ব্রেন পাথ যা ব্রেন নামে পরিচিত। এছাড়া গোটা ঘরে বিভিন্ন অ্যাটাচমেন্ট ছড়ান। এগুলো ব্রেনের সাথে বাইরের পৃথিবীর সম্পর্ক রেখে চলে।

ড. কেলভিন নরম গলায় বলল, 'কেমন আছ, ব্রেন ?'

ব্রেনের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ, উচ্ছ্বাসে ভরপুর। জবাব দিল, 'ভালো, মিস সুজান। বুঝতে পারছি আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছেন। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করতে আসেন, সব সময় আপনার হাতে বই দেখি।'

ড. কেলভিন মৃদু হাসল, 'ঠিকই ধরেছ। তবে তোমাকে আজ এমন একটি প্রশ্ন করব যার জবাব দিতে হবে লিখিত। তবে এখনই নয়। আগে একটু কথা বলি তোমার সাথে।'

'বলুন। কথা বলতে আমার আপত্তি নেই।'

'শোনো, ব্রেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ড. লেনিং এবং ড. বোগার্ট তোমার কাছে আসবেন জটিল প্রশ্নটি নিয়ে। খুব সাবধানে জবাব দিতে হবে তোমাকে। তোমাকে কিছু একটা জিনিস তৈরি করতে বলা হবে

www.BanglaBook.org

তথ্য দিয়ে। তবে তোমাকে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি সমাধানটা...আর ইয়ে...মানুষের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।'

'গশ্!' আঁতকে উঠল ব্রেন

'কাজেই দেখ। আমরা একটা শিট নিয়ে আসব তোমার কাছে যার অর্থ শুধু ক্ষতি নয়, মৃত্যুও হতে পারে। এক্ষেত্রে, দেখতেই পাচ্ছ, ব্রেন–আমরা মৃত্যুকে পরোয়া করব না। কাজেই ওই শিটটি যখন তোমার কাছে যাবে, তুমি কাজ বন্ধ করে দেবে–ফিরিয়ে দেবে ওটা। বুঝতে পেরেছ?'

'অবশ্যই। কিন্তু মানুষের মৃত্যু! ওহ্, গড্!'

'ড. লেনিং এবং ড. বোগার্টের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আসছেন এদিকেই ওরা তোমাকে সমস্যার ব্যাপারে খুলে বলবেন। তারপর তুমি শুরু করবে। এ গুড বয় নাউ—'

আস্তে আস্তে শিটটি ঢোকান হল ব্রেনের কম্প্যুটারে। ফিসফিস, খিকখিক নানা শব্দ হতে লাগল ব্রেন থেকে। মানে কাজ শুরু করে দিয়েছে ব্রেন। তারপর নীরবতা। অর্থাৎ আরেকখানা শিট নেয়ার জন্যে প্রস্তুত ব্রেন। বেশ সময় লাগল সতেরোটা মোটা ভল্যুমের ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স ব্রেনকে খাওয়াতে। কিন্তু শেষ শিটখানা খাওয়ার পরে ক্যালভিন মুখ সাদা করে বলল, 'কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।'

লেনিং কোনো মতে বললেন, 'তা হতে পারে না। ওটা কি মরে গেছে?'

'ব্রেন?' কাঁপা গলায় বলল ক্যালভিন 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ব্রেন?'

'হাহ্?' ভেসে এল জবাব। 'আমাকে আপনার দরকার?'

'সমাধানটা—'

'ও, আচ্ছা। ওটা আমি করে দিতে পারব। আমি আপনাকে গোটা একটা শিট তৈরি করে দিতে পারব–যদি কিছু রোবট দেন আমাকে। সুন্দর শিপ বড় জোর মাস দুই লাগবে বানাতে।'

'কোনো জটিলতা নেই?'

'ফিগার আউট করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে,' জবাব দিল ব্রেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড. ক্যালভিন আর কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়ান। তার চেহারা রক্তশূন্য। অন্যদেরকেও ইঙ্গিত করল তার সাথে আসতে।

অফিসে ঢুকে ক্যালভিন বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আমি। যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে ডিলেমা সৃষ্টি হবার কথা। কিন্তু কী যে সমস্যা হল—'

বোগার্ট বলল, 'যন্ত্রটা কথা বলতে পারে, উপলব্ধি ক্ষমতাও রয়েছে। এটা ডিলেমা হতে পারে না।'

ড. ক্যালভিন বলল, 'ডিলেমা হতে বাধ্য।'

লেনিং বললেন, 'সাপোজ মনে করো কোনো ডিলেমা নেই। সাপোজ, কনসোলিডেটেড-এর মেশিন ভেঙে গেছে ভিন্নধর্মী প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে কিংবা মেকানিক্যাল কোনো কারণে।'

'সে যাই হোক,' গোঁ ধরে রইল ক্যালভিন। 'আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। শুনুন। এখন থেকে আমি ছাড়া কেউ ব্রেন-এর সাথে কথা বলবেন না। পুরো ব্যাপারটা আমি একাই দেখব।'

'ঠিক আছে", দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেনিং। দেখ তাহলে।' এদিকে ব্রেন শিপ তৈরি করতে থাকুক। শিপ বানাতে পারলে ওটাকে আমরা পরীক্ষা করে দেখব।'

দুই মাস পরের ঘটনা।

আলফ্রেড লেনিং তাঁর অফিসের বাইরে দেখা করলেন ড. ক্যালভিনের সাথে। নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগার ধরিয়ে তাকালেন তার দিকে।

বললেন, 'ওয়েল, সুজান। ব্রেন নিয়ে তোমার কাজের অগ্রগতি কদ্দুর ?'

ডা. ক্যালভিন জবাব দিল, 'অধৈর্য হবার কিছু নেই। ব্রেন আমাদের কাছে সবচেয়ে দামি বস্তু।'

'কিন্তু তুমি তো ওকে দুমাস ধরে শুধু প্রশ্ন করে চলেছ। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুজান শান্ত ভঙ্গিতে কথা বললেও সে যে রেগে গেছে চেহারা দেখলে বোঝা যায়। সে বলল, 'তাহলে ব্যাপারটা আপনি নিজেই দেখতে চান?'

'আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

'বুঝব না কেন,' বলল সুজান, 'তবে ব্রেন কোনো কাজ করেনি এমন অভিযোগ ওকে করা যাবে না। ইতোমধ্যে ও একটা শিপ তৈরি করেছে। তবে ব্রেনের কাছ থেকে আমি যে সব রিয়্যাকশন পাচ্ছি তা স্বাভাবিক নয়। আর জবাবগুলোও ভারি অদ্ভুত। আর সমস্যাটা যতদিন ধরতে না পারছি, আমাদেরই সন্তর্পণে এগোতে হবে।'

লেনিং কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিকট সুরে বেজে উঠল অ্যালার্ম সিস্টেম। লেনিং চট করে কম্যুনিকেশন সুইচ অন করে দিলেন। যে খবর শুনলেন তাতে তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল।

তিনি বললেন, 'সুজান...নিজের কানেই তো শুনতে পেলে...ব্রেনের তৈরি জাহাজ হঠাৎ উদাও হয়ে গেছে। আধঘণ্টা আগে ওতে আমরা দুই ফিল্ডম্যানকে পাঠিয়েছিলাম। তাদেরসহ অদৃশ্য হয়ে গেছে শিপ। সুজান, যাও। ব্রেনের সাথে আবার কথা বলো গে।' সুজান ক্যালভিন জোর করে শান্ত রইল, 'ব্রেন, তোমার শিপের কী হল?'

খুশি খুশি গলায় জবাব দিল ব্রেন, 'আমি যে শিপটি তৈরি করেছি ওটা, মিস সুজান?'

'হ্যাঁ কী হয়েছে ওটার?'

'কী আর হবে? কিছু হয়নি। দুজন লোক ওটার ভেতরে ঢুকেছিল পরীক্ষা করার জন্যে। আমি ওটাকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হল রোবোসাইকলজিস্টের। বলল, 'বেশ কথা। কিন্তু ওরা ঠিক থাকবে তো?'

'অবশ্যই ঠিক আসবে, মিস সুজান। আমি নিজে শিপটাকে বানিয়েছে। ওটা খুউব সুন্দর শিপ।'

'বুঝলাম সুন্দর। কিন্তু তোমার শিপে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আছে তো? ওরা স্বস্তিবোধ করতে পারবে?'

'প্রচুর খাবার আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তবে ব্যাপারটা ওদের জন্যে একটা শক হতে পারে, ব্রেন। অপ্রত্যাশিত আঘাত। বুঝতেই পারছ।'

ব্রেন বলল, 'ওরা ঠিক থাকবে। বরং মজাই পাবে।'

'মজা পাবে ?' কীভাবে ?'

'মজা আছে বলেই পাবে,' বলল ব্রেন।

'আমরা শিপটার সাথে যোগাযোগ করতে পারব, ব্রেন ?'

'রেডিওতে কথা বললে ওরা শুনতে পাবে।'

'ধন্যবাদ, ব্রেন।' বলে লেনিংকে নিয়ে চলে এল সুজান।

লেনিং বাগে গর গর করতে করতে বললেন, 'গ্রেট গ্যালাক্সি, সুজান। ওটা যদি ওখানে যায় তাহলে আমরা শেষ। আমার লোকদেরকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন ওখানে মৃত্যু ভয় বা বিপদের আশঙ্কা রয়েছে কিনা ?'

'জিজ্ঞেস করিনি,' উদ্বিগ্ন গলায় বলল সুজান, 'কারণ এটা ডিলেমা কেস হলে সমস্যা দেখা দেবে। যাকগে, ব্রেন তো বলল ওদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। চলুন, ওদের সাথে যোগাযোগ করে ফিবিয়ে আনার ব্যবস্থা করি। ওরা বোধহয় কন্ট্রোলগুলো নিজেরা ব্যবহার করতে পারছে না। ব্রেন হয়তো রিমোটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছে শিপ।'

ব্রেন-এর শিপ পরীক্ষা করতে গিয়ে যে দুজন ফিল্ড ম্যান ফাঁদে পড়ে গেছে তারা হল মাইক ডোনোভান এবং গ্রেগরি পাওয়েল। শিপ-এর সর্বশেষ কক্ষে ঢোকার পরে ওরা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে দেখে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে ব্রেন-এর শিপ পারসেক।

গ্রেগ পাওয়েল বলল, 'এমন অবস্থায় এখনো পড়িনি। শিপের ম্যানুয়াল কন্ট্রোলের মধ্যে ইঞ্জিন নেই। পাওয়ার কোত্থেকে আসছে তাও বুঝতে পারছি না। নির্ঘাৎ রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালানো হচ্ছে এটা।'

ডোনোভান বলল, 'ব্রেনের কন্ট্রোল ?'

'কেন নয় ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তার মানে আমাদের এখানে বসে থাকতে হবে যতদিন পর্যন্ত না ব্রেন আমাদের ফিরিয়ে না নিয়ে যায়।'

'হতে পারে। তবে অপেক্ষা করে দেখি। ব্রেন রোবট ছাড়া কিছু নয়। ও রোবোটিক্সের প্রথম আইন মেনে চলতে বাধ্য। মানুষকে আঘাত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তবে এখানে আমরা বোধহয় আরামেই থাকব। জায়গাটা উষ্ণ। আলো আছে। বাতাস আছে।'

'বোকার মতো কথা বলো না, গ্রেগ। আমরা খাব কী? পান করব কী? কোথায় আছি তাই তো জানি না। জানি না ফিরে যাবার কী উপায়। কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হলে কোত্থেকে বেরুব, কী স্পেস স্যুট পরব কিছুই বুঝতে পারছি না। এ শিপে বাথরুম পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার। আর তুমি বলছ আরামে আছি।'

এমন সময় একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল। ধাতব, খনখনে কণ্ঠ। ভেসে এল বাতাসে।

'গ্রেগরি পাওয়েল? মাইকেল ডোনোভান! গ্রেগরি পাওয়েল! মাইকেল ডোনোভান! প্লিজ, তোমাদের অবস্থান জানিয়ে রিপোর্ট করো। তোমাদের শিপ যদি কন্ট্রোলের জবাব দেয়, তাহলে বেস-এ ফিরে এস। গ্রেগরি পাওয়েল! মাইকেল ডোনোভান!' বারবার একঘেয়ে সুরে একই কথা বলে গেল ধাতব কণ্ঠটি।

ডোনোভান জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে আসছে কথাগুলো?'

'জানি না', ফিসফিস করে জবাব দিল পাওয়েল। 'আলো কোত্থেকে আসছে? অন্য আরো অনেক কিছু কোত্থেকে আসছে?'

'এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?' ওরা ধাতব কণ্ঠের বিরতির মাঝে চালিয়ে গেল আলাপচারিতা।

দেয়াল নগ্ন-মসৃণ। পাওয়েল বলল, 'জবাব দাও।'

'তাই করল ওরা। চেঁচিয়ে বলল, 'অবস্থান অজানা। শিপ নিয়ন্ত্রণহীন। অবস্থা গুরুতর!'

'কিন্তু তারপরও ধাতব কণ্ঠটা একভাবে কথা বলে যেতে লাগল।

'ওরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না,' হাঁপিয়ে উঠল ডোনোভান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খবর পাঠানোর কোনো উপায় দেখছি না এখানে। দেয়ালে স্রেফ একটা রিসিভার ছাড়া।'

আস্তে আস্তে কণ্ঠটি ম্লান হয়ে এল, তারপর ফিসফিসে শোনাল। সবশেষে নেমে এল নীরবতা।

মিনিট পনেরো পরে পাওয়েল বলল, 'জাহাজটা আরেকবার খুঁজে দেখি চল। কিছু খেতে হবে তো।'

ডান এবং বামের করিডরে ঢুকে পড়ল দুজনে আলাদাভাবে। ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে। খাবার আগে খুঁজে পেল পাওয়েল। করিডরের দেয়াল এক পাশে সরে যেতে দুটো শেলফ দেখতে পেল সে। ওপরের সেলফ বোঝাই লেবেলহীন বেশ কিছু ক্যান। আর নিচের শেলফে রয়েছে এনামেল করা ক্যান। পাওয়েল অবাক হয়ে দেখল নিচের অংশটা আসলে রেফ্রিজারেটর।

একটা ক্যান খুলে ফেলল পাওয়েল। সিদ্ধ সিমের গন্ধে ভরে গেল ঘর। এক মুঠো সিম মুখে পুরে ডোনোভানকে ডাকল পাওয়েল। ওকেও সিম খেতে দিল। ডোনোভান সিম খেতে খেতে বলল, 'শিপে শুধু এ জিনিসটাই আছে? সিম?'

'সম্ভবত,' বলল পাওয়েল।

'আর নিচের শেলফে কী আছে?'

'দুধ।'

'শুধু দুধ?' চেঁচিয়ে উঠল ডোনোভান রাগে।

'দেখি তো খুলে।'

দুধ আর সিমের ক্যান নিয়ে ওরা শেলফ ছেড়ে চলে আসছে, গোপন দেয়ালটি আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পাওয়েল। 'এখানে সব কিছুই অটোমেটিক। এমন অসহায় বোধ করিনি কোনোদিন।'

ইউ.এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের অফিসে বসে আলফ্রেড লেনিং উদ্বেগের সুরে বললেন, 'ওরা জবাব দিচ্ছে না। আমরা সব ধরনের ওয়েভ লেংথে চেষ্টা করেছি। বাদ দিইনি পাবলিক,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোডেড, স্ট্রেইট কোনো কিছুই আর ব্রেন কি এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না ?' শেষ প্রশ্নটা তির্যক ভঙ্গিতে ছুড়ে দেয়া হল ড. সুজান ক্যালভিনের উদ্দেশে।

সুজান বলল, 'এ ব্যাপারে ব্রেন মুখ খুলতে চাইছে না, আলফ্রেড আমি চাপ দিলে ওটা গম্ভীর হয়ে যায়। কেউ কী কখনো গম্ভীর হয়ে যাওয়া রোবটের কথা শুনেছে ?'

'ঘটনাটা খুলে বলুন, সুজান', বলল বোগার্ট।

'ঘটনা হল ব্রেন নিজেই গোটা জাহাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জাহাজের দুই যাত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত, তবে ব্রেন বোধহয় তার জাহাজকে ইন্টারস্টেলার জাম্প দেয়াচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাসতে শুরু করে। ওকে আমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। তবে হিস্টিরিয়া সারাতে জানি আমি। আমাকে আরো বারো ঘণ্টা সময় দিন। যদি ব্রেনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারি, ওটা শিপটিকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

ঘণ্টা দুই পরে বোগার্ট লেনিংকে ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলল, 'আমি আপনাকে বলছি লেনিং। ইন্টারস্টেলার জাম্পে জীবনের অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে না। পদার্থ এবং শক্তির অস্তিত্ব থাকে না এই জাম্পে। আমি ভয় পাচ্ছি, ঘটনাটা ঘটলে ডোনোভান এবং পাওয়েলকে আর কোনোদিন ফিরে পাব কি না।'

ব্রেন-এর জাহাজ তারার রাজ্য দিয়ে উড়ে চলেছে। তবে এ নক্ষত্রমণ্ডলী অচেনা ডোনোভান এবং পাওয়েলের কাছে। জাহাজের দেয়াল ভীষণ ঠাণ্ডা, আলোগুলো অস্বাভাবিক জ্বলছে ; গজের নিডলটা একটায় নির্দেশ করছে জিরোতে। ডোনোভান এবং পাওয়েল দুজনেরই কেমন অদ্ভুত সব অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা চেপে বসেছে ওদের ওপর। শ্বাস নিতে পারছে না। একটা কম্পনও টের পাচ্ছে ওরা। ওরা বুঝতে পারছে জাহাজটা ইন্টারস্টেলার জাম্প-

www.BanglaBook.org

এর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ইন্টারস্টেলার জাম্প কী জিনিস দুজনেরই ভালো জানা আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল পাওয়েল এবং ডোনোভানের শরীরে। তীব্র যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাল ওরা।

কতক্ষণ পরে, জানে না ওরা, ফিরে পেল জ্ঞান। ডোনোভান প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে পাওয়েলকে বলল, 'গ্রেগ, আমরা কি মরে গিয়েছিলাম ?'

পাওয়েল বলল, 'আমার তাই মনে হচ্ছিল।' নিজের কর্কশ কণ্ঠ নিজের কাছেই কেমন অচেনা শোনাল।

ডোনোভান উঠে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'আমরা সত্যি বেঁচে আছি নাকি ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতাগুলোর আবার মুখোমুখি হতে হবে ?'

'মনে তো হচ্ছে বেঁচে আছি,' কর্কশ গলায় বলল পাওয়েল। 'তুমি কিছু শুনতে পেয়েছিলে...মানে তুমি মরে গিয়েছিলে ?'

ডোনোভান খুব আস্তে মাথা দোলাল। বলল, 'হ্যাঁ। আর তুমি ?'

'আমিও শুনেছি। কফিনের কথা কে যেন বলল...এক মহিলা গান গাইছিল...নরকের আগুনের কথা বলছিল সে।'

বলতে বলতে ঘেমে নেয়ে গেল পাওয়েল।

কয়েক ঘণ্টা পর।

সুজান ক্যালভিন গত ছ'ঘণ্টা ধরে কথা বলছে ব্রেনের সাথে। কিন্তু ব্রেন কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। হাল ছেড়ে দেয়ার আগে সুজান বলল, 'ব্রেন, একটা প্রশ্নের অন্তত জবাব দাও। ইন্টারস্টেলার জাম্প করেছ তুমি ? ওরা কি অনেক দূরে চলে গেছে ?'

'হ্যাঁ। অনেক দূরে চলে গেছে গ্যালাক্সি সিস্টেমের বাইরে।'

'ওখানে ওরা কী দেখেছে ?'

'তারা ছাড়া আর কী দেখবে ?'

'তারা ছাড়া আর কী দেখবে ?' পাল্টা প্রশ্ন করে ব্রেন।

'ওরা কি বেঁচে আছে এখনো ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই।'

'ইন্টারস্টেলার জাম্প ওদের কোনো ক্ষতি করবে না?'

চুপ হয়ে গেল ব্রেন। শুকনো গলায় প্রশ্নটা করল সুজান। ব্রেন বলল, 'আমাকে জবাব দিতেই হবে?'

'যদি দিতে না চাও দিয়ো না। তবে দিলে খুব মজা হবে।' ওকে পটানোর চেষ্টা করল সুজান।

কিন্তু ব্রেন আর কিছু বলল না। চুপ হয়েই রইল।

সকল টেনশনের অবসান ঘটিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এল পারসেক। শিপ থেকে বেরিয়েই গ্রেগরি পাওয়েল জানতে চাইল, 'শাওয়ার কোথায়? গোসল করব।'

সবার কাছে আস্তে ধীরে গল্পটা বলল ডোনোভান এবং পাওয়েল। উপসংহার টানল সুজান ক্যালভিন। বলল দোষটা তারই। ব্রেনকে সি ডিলেমা তৈরি করতে বলে তার মাথাটা গোলমাল করে দিয়েছিল। বিশেষ করে মৃত্যুর কথা শুনে ব্রেন হিস্টিরিয়া রোগীর মতো আচরণ শুরু করে। তবে রোবোটিক্সের প্রথম সূত্র অমান্য করার অবকাশ ছিল না তার। তবে মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে। এটা ছিল ব্রেন-এর রসিকতা। তবে পারসেক-এর দুই যাত্রীকেই সে নিরাপদে রেখেছে। গোটা ব্যাপারটাই ছিল ব্রেন-এর নির্দোষ ঠাট্টা। তবে এই ঠাট্টায় একটা লাভ হয়েছে ইউ.এস. রোবটস-এর ইন্টারস্টেলার ভ্রমণ করে এসেছে। আর মানুষ পেয়েছে গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যে রাজত্ব করার সুযোগ

'সবই বুঝতে পারলাম,' শেষে বললেন লেনিং। 'কিন্তু কনসোলিডেটেড-এর কী হবে?'

'এখানে আমার একটা পরামর্শ আছে,' বলে উঠল ডোনোভান।

'ওরা ইউ. এস. রোবটসকে একটা ঝামেলার মধ্যে ফেলতে চেয়েছিল। এবং এ কারণ আমাকে এবং পাওয়েলকে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতেও হয়েছে। এখন ব্রেন-এর তৈরি জাহাজটা ওদেরকে পাঠিয়ে দিন। আমরা টাকা পেয়ে যাব। আর যদি ওরা জাহাজটা পরীক্ষা করে

www.BanglaBook.org

দেখতে চায় তাহলে ব্রেনকে বলব আগের মতো আবার একটু ঠাট্টা করতে।'

লেনিং গম্ভীর গলায় বললেন, 'পরামর্শটা মন্দ নয়।'

বোগার্ট অন্যমনস্কভাবে বলল, 'চুক্তি অনুসারে এটাই ঠিক আছে।' ১

অনুবাদ: আরিফ আহমেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ক্রিসমাস উইথ আউট রডনি

মাস কয়েক আগে, মধ্য ডিসেম্বরের এক দিনে, আমার স্ত্রী গ্রেসি (ওর বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে) হঠাৎ ফস করে উঠল, 'আচ্ছা, আমরা রডনিকে ছুটিছাটা উপভোগ করতে দিচ্ছি না কেন ? ও-ও ক্রিসমাস পালন করুক না।'

ভাবলাম ইয়ার্কি মারছে গ্রেসি। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালাম ওর দিকে। নাহ্, সিরিয়াস আমার বউ হাসছে না, চোখের মণিতে ঝিলিক দিচ্ছে না কৌতুক। অবশ্য ওর রসবোধ তেমন প্রবল নয় বলেই জানি।

আমি বললাম, 'রডনিকে ছুটি দিতে যাব কেন শুনি ?'

'কেন দেব না ?' পাল্টা প্রতিবাদ গ্রেসির।

'তুমি কি ফ্রিজারকে ছুটি দেবে ? ছুটি দেবে স্টেরিলাইজার কিংবা হল ভিউয়াবকে ? নাকি আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে ছুটি দিতে পারি ?'

'কিসের সঙ্গে কীর তুলনা ?' বিরক্ত হল গ্রেসি। 'রডনি ফ্রিজার বা স্টেরিলাইজার নয় ও একজন ব্যক্তি।'

'ও ব্যক্তি নয় · ও রোবট ওর ছুটির দরকার হয় না।'

'কী করে জান তুমি ? ও অবশ্যই ব্যক্তি। ওরও ছুটির আমেজ উপভোগ করার অধিকার রয়েছে।'

রডনি যে ব্যক্তি বা মানুষ নয় তা নিয়ে গ্রেসির সাথে তর্ক করতে প্রবৃত্তি হল না আমার। আমি অপেক্ষায় রইলাম। ডিল্যান্সি বিয়ে করেছে, মেয়েটি ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো বোঝে এবং ডিল্যান্সির ক্যারিয়ার গঠনে সে সাহায্য করবে বলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রিসমাসের দুদিন আগে নিজেদের রোবট নিয়ে হাজির হয়ে গেল ওরা। হর্টেন্সের মতোই ঝকমকে রোবটটা আর চেহারাটাও মনিবনীর মতোই কঠিন। ওটার চোখ ঠিকরানো দ্যুতির কাছে আমাদের রডনিকে নিতান্তই ম্লান লাগল। হর্টেন্সের রোবট (আমি নিশ্চিত রোবটটার ডিজাইন সে নিজেই করেছে) একদম নিঃশব্দে চলাফেরা করে। কোনো কারণ ছাড়াই সে আমার পিছনে এসে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুবার ঘুরতে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমার কলজে কেঁপে উঠেছে

যন্ত্রণা বাড়াতে ডিল্যান্সি আমার নাতি, তার আট বছরের ছেলে লিরয়কে সাথে নিয়ে এসেছে এমন ভয়ানক দুষ্টু বাচ্চা দ্বিতীয়টি দেখিনি। লিরয় জানতে চাইল আমরা রডনিকে মেটাল রিক্রেমেশন ইউনিটে এখনো পাঠিয়েছি কিনা। হর্টেন্স মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'যেহেতু আমরা আধুনিক একটি রোবট নিয়ে এসেছি। কাজেই রডনিকে দূরে রাখলেই ভালো হয়।'

আমি কিছু বললাম না। গ্রেসি বলল, 'সত্যি বলতে কী সে ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। রডনিকে ছুটি দিয়েছি।'

'ডিল্যান্ড মুখ বাঁকাল তবে কিছু বলল না। সে তার মাকে ভালো করেই চেনে।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'আমরা র‍্যাম্বোকে ড্রিঙ্ক বানাতে বলি না কেন ? এটা দিয়েই ওর কাজ শুরু হোক। কফি, চা, গরম চকোলেট কিংবা ব্রান্ডি—'

র‍্যাম্বো ওদের রোবটের নাম। জানি না সব রোবটের নাম আর দিয়ে শুরু হয় কেন। হয়তো 'আর' অক্ষর দিয়ে রোবট লেখা হয় সেজন্যে। আর বেশিরভাগ রোবটের নাম হয় রবার্ট। উত্তর পশ্চিম কমপক্ষে কয়েক লাখ রোবট আছে যাদের নাম রবার্ট।

তবে র‍্যাম্বোকে দিয়ে কোনো কাজ হল না। তাকে তৈরি করা হয়েছে ডিল্যান্সি হর্টেন্সের ঘরকন্না করার জন্যে নিজের বাড়িতে র‍্যাম্বোকে ড্রিঙ্ক তৈরি করতে হলে স্রেফ বোতাম টিপলেই চলে। ওখানে সব কিছু চালিত হয় অটোমেটিক পদ্ধতিতে। কিন্তু আমার এখানে সে সুবিধে নেই। তাই র‍্যাম্বো তার মনিবনীর দিকে ফিরে মুখমাখা কণ্ঠে বলল, 'এখানে সরঞ্জামের অভাব রয়েছে, ম্যাডাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল হর্টেন্স 'তার মানে আপনি এখনো রোবোটাইজড্ কিচেন তৈরি করতে পারেননি, দাদু ?' (লিরয় জন্মের আগ পর্যন্ত হর্টেন্স কোনো রকম সম্বোধন করেনি কখনো বাবা বলে ডাকেনি। আমার নাতি আমাকে দাদু বলে। সে-ও বলে।)

আমি বললাম, 'কিচেনে রডনি ঢুকলেই ওটা রোবোটাইজড্ হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি না, দাদু,' বলল হর্টেন্স।

আমি মনে মনে বললাম বিংশ শতাব্দীতে বাস করতে পারলেই ভালো হত। মুখে বললাম, 'র‍্যাম্বোকে দেখিয়ে দিলেই হয় আমাদের কন্ট্রোল কীভাবে কাজ করে। আমার ধারণা, ও যা যা দরকার সব কিছু মেশাতে এবং ঘোরাতে পারবে।'

'আমারও ধারণা পারবে,' বলল হর্টেন্স। 'কিন্তু আমি ওর প্রোগ্রামিং-এ মাথা গলাতে যাব না। তাহলে ওর দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে।'

উদ্বিগ্ন গ্রেসি গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, 'কিন্তু ওর প্রোগ্রামে নাক না গলালেও অন্তত : ওকে কিছু পরামর্শ দেয়া যায়। আস্তে আস্তে ...তবে পরামর্শ কীভাবে দেব বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'রডনি বলতে পারবে।'

গ্রেসি বলল, 'আহ্ হাওয়ার্ড। আমরা রডনিকে ছুটি দিয়েছি।'

'জানি। কিন্তু ওকে কোনো কাজ করতে বলব না। শুধু বলো র‍্যাম্বো এখানে কী করতে এসেছে। তারপর র‍্যাম্বো নিজেই কাজ করতে পারবে।'

র‍্যাম্বো দৃঢ় গলায় বলল, 'ম্যাডাম, আমার প্রোগ্রামিং বা ইন্সট্রাকশনের কোথাও এমন ম্যান্ডেটরি নেই যে অন্য কোনো রোবটের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে পুরানো মহলের কোনো রোবটের।'

(লক্ষ করলাম ডিল্যান্সি একটা কথাও বলছে না। অবাক লাগল ভেবে স্ত্রী পাশে থাকলেও কী সবসময়ই বোবা মেরে যায়।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে আমি রডনিকে বলব পরামর্শ আমাকে দিতে। তারপর র‍্যাম্বোকে সে কথা বলব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

র‍্যাম্বো কিছু বলল না। র‍্যাম্বোও রোবট আইনের দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলতে বাধ্য যে রোবটরা মানুষের নির্দেষ কখনো অমান্য করতে পারে না।

হর্টেন্সের চোখ সরু হয়ে গেল আমার কথা শুনে। বুঝতে পারলাম আমার পরামর্শ পছন্দ হয়নি তার। র‍্যাম্বোর মতো সুন্দর রোবট আমার মতো মানুষের নির্দেশে কাজ করবে এটা মেনে নিতে পারছে না সে। কিন্তু নিছক ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতেও পারছে না।

কিন্তু খুদে লিরয় ভদ্রতার ধার ধারে না। সে বলে উঠল, 'আমি নোংরা রডনিটার চেহারাও দেখতে চাই না। বাজি ধরে বলতে পারি কী করতে হবে বা করা দরকার তার কিছুই জানে না ও। আর জানলেও বুড়ো দাদু ওটা শুবলেট করে ছাড়বে।'

বিচ্ছুটার কথা শুনে জ্বলে গেল গা। ইচ্ছে করল চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিই। ওকে একা পেলে ঠিকই চড়াতাম। কিন্তু হর্টেন্স বোধহয় বুঝে ফেলেছিল আমার মতলব। লিরয়কে কখনোই আমার সাথে একা হতে দেয়নি সে।

কী আর করা, রডনি চিন্তায় বুঁদ হয়ে ছিল (রোবট একা একা চিন্তা করতে পারে কিনা জানি না)। ওকে কাজে লাগিয়ে দিলাম। কাজটা কঠিন। ও একটা কথা বলবে। সেটা আবার ব্যাখ্যা করতে হবে র‍্যাম্বোর কাছে। তারপর র‍্যাম্বো যা বলবে তা আবার জানাতে হবে রডনিকে।

গ্রেসি অবশ্য বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল রডনির ছুটির মজা আমরা নষ্ট করছি। তবে আমি কিছু না বলে চুপ হয়ে রইলাম।

ক্রিসমাস এল। ক্রিসমাস ট্রি হিসেবে লাগানোর প্রস্তাব দেয়া হল অটোমেটিক বাক্সে একটি ইলেকট্রিক গাছ। আমি প্রস্তাব মেনে নিতে পারলাম না। আমাদের পুরানো মডেলের, প্লাস্টিকের সাধারণ ক্রিসমাস দিয়ে ঘর সাজাতে বললাম শুনে নাক সিটকাল হর্টেন্স। গোমড়া মুখ করে চলে গেল। আমি বরং খুশিই হলাম। তারপর রডনির পরামর্শ শুনতে লাগলাম ক্রিসমাস ট্রি কোথায় বসালে ভালো হবে। ওর পরামর্শ বা নির্দেশ তারপর ব্যাখ্যা করতে হল রডনিকে।

কাজ শেষ হলে ঘরের এক কোণে একটা চেয়ার নিয়ে বসে থাকলাম। পা ব্যথা করছিল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। মাত্র জুত করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়ার গা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল লিরয়। অন্ধকার কোণে ছিলাম বলে সে আমাকে লক্ষ করেনি। কিংবা এমনও হতে পারে দেখেও না দেখার ভান করছে। অগ্রাহ্য করছে ঘরে অনাবশ্যক আসবাবপত্র ভেবে।

ক্রিসমাস ট্রির দিকে বিষ দৃষ্টিতে একবার নজর বুলিয়ে র‍্যাম্বোকে জিজ্ঞেস করল লিরয়, 'ক্রিসমাস উপহার কোথায় ? দাদু-দিদিমা আমাকে উপহার হিসেবে কিছু একটা ধরিয়ে দেবে জানি। কিন্তু তার জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।'

র‍্যাম্বো বলল, 'উপহার কোথায় আছে আমি জানি না, ছোটো সাহেব।'

'হাহ্,' বলে রডনির দিকে ঘুরল লিরয়। 'তুমি জান, বুড়ো ভাম ? আমার উপহার কোথায় রাখা হয়েছে ?'

রডনির নাম বুড়ো ভাম নয়। তবু সে রেগে না গিয়ে নরম গলায় বলল, 'জানি ছোটো সাহেব '

'কোথায় রে, বুঢ্ঢা ?'

রডনি বলল, 'সেটা আপনাকে বলে দেয়া সমীচীন হবে না, ছোটো সাহেব। তাহলে গ্রেসি এবং হাওয়ার্ড দুঃখ পাবেন। কারণ তাঁরা কাল সকালে উপহারগুলো আপনাকে দিতে চেয়েছেন।'

'শোনো,' বলল লিরয়। 'কার সঙ্গে কথা বলছ সে খেয়াল আছে, ভোঁতা রোবট ? আমি তোমাকে হুকুম করছি উপহারগুলো এনে দাও।' সে যে সত্যি ছোটো সাহেব তা প্রমাণ করার জন্যে রোবটের পা লক্ষ্য করে লাথি ছুড়ল। লাথিটা গিয়ে লাগল রোবটের শক্ত ক্রোম স্টিলের হাঁটুতে। 'মাগো !' বলে মেঝেয় ছিটকে পড়ল লিরয়। পা থেকে স্লিপার আগেই খসে পড়ার কারণে নরম মাংসে খুব লেগেছে তার। কাঁদতে কাঁদতে ছুটল লিরয় তার মার কাছে।

হর্টেন্স হাউমাউ করে উঠল 'কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?' বলে। নাকের জল, চোখের জল এক করতে করতে লিরয় জানাল, 'ওটা আমাকে মেরেছে। ওই বুড়ো দানব-রোবটটা।'

তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল হর্টেন্স। এমন সময় দেখতে পেল আমাকে। চিৎকার করে বলল, 'আপনাকে ওই রোবটটাকে ধ্বংস করতেই হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, 'শান্ত হও, হর্টেন্স। রোবট কাউকে আঘাত করতে পারে না। তাদের প্রথম আইনে এটা কঠোরভাবে নিষেধ করা আছে।'

'ওটা পুরানো রোবট, ভাঙা রোবট। লিরয় বলেছে—'

'লিরয় মিথ্যা কথা বলেছে। কোনো রোবট, সে পুরানো হোক বা ভাঙা, কাউকে আঘাত করতে সমর্থ নয়।'

'তাহলে দাদু করেছে। দাদু মেরেছে আমাকে।' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল লিরয়।

'মারতে পারলে ভালোই হত,' শান্ত গলায় বললাম আমি।

'কিন্তু রোবট আমাকে সে কাজ করতে দেবে না। নিজেদের রোবটকেই জিজ্ঞেস করে দেখ। র‍্যাম্বোকেই জিজ্ঞেস করো আমি বা রডনি লিরয়কে মারতে গেলে সে চুপ হয়ে রইবে কি না। র‍্যাম্বো!'

র‍্যাম্বো বলল, 'ছোটো সাহেবের কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না, ম্যাডাম। তবে তার মনে কী উদ্দেশ্য ছিল আমি জানি না। উনি রডনির হাঁটুতে খালি পায়ে আঘাত করেছেন, ম্যাডাম।'

হর্টেন্সের চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরুল আগুন, 'করলে বেশ করেছে। নিশ্চয়ই আঘাত করার কোনো কারণ ছিল। কিন্তু আপনাকে আপনার রোবট ধ্বংস করতেই হবে।'

'বলে যাও হর্টেন্স। তোমার রোবটের রিপ্রোগ্রাম করে তাকে যদি মিথ্যা বলাতে শেখাতে পার। তাহলে আমারটাকেও আমি ধ্বংস করব।'

পরদিন সকালে ছেলে এবং স্বামীকে নিয়ে চলে গেল হর্টেন্স। লিরয়-এর পায়ের একটা আঙুল ভেঙে গেছে। আর যাবার সময় আমার ছেলে যথারীতি বোবা হয়ে থাকল। গ্রেসি অনেক অনুরোধ করল ওদের থেকে যেতে। কিন্তু আমি একবারও বললাম না। ওদেরকে চলে যেতে দেখে খুশিই হলাম মনে মনে।

পরে, গ্রেসির অনুপস্থিতিতে রডনিকে বললাম, 'দুঃখিত, রডনি। খুব ভয়াবহ ক্রিসমাস গেছে এবার। এটা হয়েছে তোমাকে ছাড়া ক্রিসমাস করেছি বলে। এমন কাজ জীবনেও করব না। কথা দিলাম।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল রডনি। 'আমার গত দুটো দিনে মনে হয়েছিল রোবোটিক্স আইন বলে কিছু না থাকলে তাহলে খুব ভালো হত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জবাবে মুচকি হাসলাম শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে। কিন্তু সে রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার কেন জানি। দুশ্চিন্তা বোধ গ্রাস করতে লাগল। এমন দুশ্চিন্তা কখনো পেয়ে বসেনি আমাকে।

রডনি তো রোবট। আর রোবটরা তো কখনো কামনা করতে পারে না রোবোটিক্স আইন না থাকুক। পরিস্থিতি যেমনই হোক এমন ইচ্ছে তারা কখনোই প্রকাশ করতে পারে না।

যদি রডনির কথা রিপোর্ট করি তাহলে ওকে সাথে সাথে ধ্বংস করে ফেলা হবে, আর আমাদের নতুন রোবট দেয়া হলে গ্রেসি কোনোদিন ক্ষমা করবে না আমাকে। নতুন রোবট যতই প্রতিভাবান হোক না কেন, রডনির জায়গা সে পূরণ করতে পারবে না। রডনিকে গ্রেসি এতই পছন্দ করে এবং ভালোবাসে।

কিন্তু আমি যদি রিপোর্ট না করি তাহলে এমন এক রোবটের সঙ্গে আমাকে বসবাস করতে হবে যে রোবোটিক্স আইনের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। রডনি যদি কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন কী হবে ?

এখন আমি কী করি ? কী করা উচিত ? কী করা উচিত আমার এখন ?

অনুবাদ : অপু রায়হান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

গ্রীন প্যাচেস

মহাকাশযানের ভেতর পিছলে ঢুকে পড়ল সে। ওরা ডজনখানেকের মতো অ্যানার্জি ব্যারিয়ারের অপেক্ষা করছিল, বোঝা যাচ্ছিল বাইরে অপেক্ষা করে লাভ নেই। এরপরেই দুই মিনিটের জন্য ব্যারিয়ার সরিয়ে নেয়া হল। এটাই দেখাল যে খণ্ডিত জীবনের তুলনায় সম্পূর্ণ জীবন উন্নত। এবং সে ঢুকে পড়ল।

অন্যরা এই সুবিধাটুকু এত দ্রুততার সাথে কাজে লাগাতে পারত না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে একাই যথেষ্ট। অন্যদের প্রয়োজন নেই।

চিন্তাটা সন্তুষ্টি থেকে মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে একাকীত্বের মাঝে অবস্থান নিতে শুরু করল। সম্পূর্ণ জীবনের বাইরে খণ্ডিত জীবন মানে হল অস্বাভাবিক এবং অসুখী জীবন। অথচ বাইরের ওই ভিনগ্রহীরা খণ্ডিত থাকে কী করে ?

ওই সব ভিনগ্রহীদের জন্য তার সহানুভূতি জাগল। এখন সে খণ্ডিত জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারছে, সে বুঝতে পারছে একাকিত্বই তাদেরকে এতটাই ভীত করে তুলেছে। তাদের কাজের ভেতর একাকিত্বের ভয়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাই কি এরা মহাকাশযান নামার আগে প্রায় এক মাইল বৃত্ত জুড়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ? এমনকি দশ ফুট মাটির নিচের জীবনও ধ্বংস হয়েছে তাই বিস্ফোরণে।

সে গ্রাহকযন্ত্র চালু করল, শুনতে লাগল ভিনগ্রহীদের কথা মনোযোগ দিয়ে। সে আনন্দিত হচ্ছিল তার বোধের ওপর জীবনের স্পর্শে। তাকে এই আনন্দের লাগাম ধরতে হবে। নিজেকে ভুললে চলবে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু এদের চিন্তাধারা শুনতে তার কোনো ক্ষতি করবে না। মহাকাশযানের কিছু খণ্ডিত জীবের চিন্তাধারা খুবই পরিষ্কার, সম্ভবত এরা আদিম যুগের অসম্পূর্ণ জীব. তাদের চিন্তাধারা আবার ছোটো ছোটো বেলের মতো।

রজার ওল্ডেন বলল, 'আমি সংক্রামিত বোধ করছি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি ? আমি বারবার আমার হাত দুটো ধুচ্ছি কিন্তু তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না।'

জেরি থর্ন নটুকেপনাকে ঘৃণা করে আর সেই কারণেই সে চোখ তুলে তাকাল না। তারা তখনো সেব্রুক গ্রহের বায়ু স্তরে কাজ করে যাচ্ছিল এবং সে প্যানেল ডায়ালগুলোতে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'সংক্রামিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিছুই হয়নি।'

'আমার তা মনে হয় না', ওল্ডেন বলল। 'অন্তত তাদের সকল ফিল্ডম্যানরা ঢোকার আগে এয়ারলকে স্প্যাসস্যুট খুলে রেখে জীবাণুমুক্ত হয়ে আসছে। বাইরে থেকে আসার পর তারা প্রত্যেকের জীবাণুমুক্তির জন্য একটা রেডিয়েশন বাথ দিচ্ছে। আমার মনে হয় কিছু হবে না।'

'তাহলে এত ভয় কেন ?'

'আমি জানি না। আমার মনে হয় ব্যারিয়ারটা ভেঙে পড়েনি।'

'কেউ জানে না। ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি', ওল্ডেন যেন উদ্দীপ্ত। 'যখন ব্যাপারটা ঘটে, তখন আমি এখানে ছিলাম। আমার শিফট ছিল তখন। পাওয়ার লাইন ওভারলোড হবার কোনো কারণ দেখছি না আমি। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক মতোই লাগান ছিল এবং কোনো কাজ হচ্ছিল না এর কাছে ! কোনো কাজ নয় !'

'বুঝেছি। মানুষগুলো বোকা।'

'অতটা বোকা নয়, বুড়োটা যখন চেক করছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম। কারো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা ছিল না। আর্মর বেকিং সার্কিট যার ভেতর দিয়ে প্রায় দু'হাজার ওয়াট বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেটা ছিল ব্যারিয়ার লাইনের পাশেই। দুর্ঘটনার জন্যে তারা দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা করে রেখেছিল সপ্তাহের জন্যে। এবার কেন বাখা হয়নি ? তারা কোনো কারণ দেখাতে পারেনি।'

www.BanglaBook.org

'তুমি কি পারবে ?'

ওল্ডেন ততক্ষণাৎ বলে উঠল, 'না, আমি অবাক হচ্ছি যে মানুষ কি'–সঠিক শব্দের জন্য হাতড়াতে লাগল–'সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ওই সব বাইরের জিনিসগুলো দ্বারা।'

থর্ন চোখ তুলে তাকাল। 'আমি এ কথাটা আর কাউকে বলব না। ব্যারিয়ার নামান ছিল দুই মিনিটের জন্যে। এর ভেতর যদি কিছু ঘটে থাকে, এমনকি কোনো ঘাসের পাতা ঢুকে পড়ে তাহলে আধঘণ্টার ভেতর আমাদের ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষায় পাঠান হবে মাছি ভ্যানড্যানানি কলোনিতে। আর ফেরার আগে দেখা হবে খরগোসদের মধ্যে এবং ছাগলদের মাঝে। এটা মাথায় ঢোকাও, ওল্ডেন, তাতে কিছুই হবে না। কিচ্ছু না।'

ওল্ডেন ঘুরে দাঁড়াল এবং ফিরে চলে গেল। ফিরে যাবার সময় ওর পা ওটার কাছ থেকে মাত্র দুই ফিট দূরে ছিল। জিনিসটা ছিল ঘরের এক কোণে। ও জিনিসটাকে দেখতে পায়নি।

সে তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় করে তুলল এবং চিন্তাগুলো দূরে সরিয়ে দিল। এই খণ্ডিত জীবন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ, এগুলো জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে না। এমনকি এরা খণ্ডিত জীবনেও সম্পূর্ণ নয়।

অন্যান্য খণ্ডিত জীবন আবার অন্য রকমের। সে এদের সম্পর্কে সতর্ক। আকর্ষণটা যদিও মহান, তারপরেও কোনোভাবেই এই মহাকাশযানে জানান দেয়া চলবে না যে সে এখন ভেতরে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজ গ্রহে অবতরণ করছে।

দৃষ্টি ফেরাল মহাকাশযানের অন্য অংশের দিকে, বিচিত্র জীবন দেখে সে পুলকিত হল। প্রতিটা জিনিস, সেটা যত ছোটোই হোক না কেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজেকে চাপ সৃষ্টি করল এ ব্যাপারে ভেবে দেখার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষণ্নতা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

বেশিরভাগ চিন্তা সে অনুভব করল ছোটো খণ্ডিত জীবন থেকে তাহল অস্পষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী, অবশ্য এটাই আশা করা হয়েছিল। এর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না তাদের কাছ থেকে, তবে এটা প্রমাণ করে যে সম্পূর্ণতা প্রয়োজন এদের বেশি। এই ব্যাপারটাই তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল।

একটি খণ্ডিত জীবন গুটিসুটি মেরে ওটার উরুর মাংসের ওপর বসে আছে পাশের তারের জালে আঙুল স্পর্শ করে। ওটার চিন্তা পরিষ্কার তবে অপ্রতুল। প্রধানত ওর চিন্তা সীমাবদ্ধ রেখেছে অন্য আরেকটি খণ্ডিত জীবনের দিকে যে হলুদ একটি ফল খাচ্ছে। হলুদ ওই ফলটি সে গভীরভাবে চাচ্ছে। শুধুমাত্র তারের জাল ওটাকে আলাদা করে রেখেছে বলেই জোরপূর্বক ফলটাকে নিজের কব্জায় নিতে পারছে না।

এক মুহূর্তের জন্য সে তার চিন্তা বন্ধ করে দিল চমকের ফলে। এক খণ্ডিত জীবন কী খাবারের জন্য প্রতিযোগিতা করে !

তার বাড়ির শান্তি এবং সৌহার্দ্যের কথা ভাবল। কিন্তু ঘর তো তখন অনেক দূরে। সে তখন হাতের কাছে ধরতে পারবে শুধু অনস্তিত্ব যা তাকে আলাদা করে রেখেছে স্থিরতা থেকে।

মহাকাশযান এবং ব্যারিয়ারের মাঝখানে মৃত জমিকে সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করল। গতকাল রাতেও সে ওটার ওপর হামাগুড়ি দিয়েছে। না কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই সেখানে, তারপরেও নিজের গ্রহের মাটির মতো ওটা এবং ব্যারিয়ারের ওপাশে স্বস্তিকর ও সুশৃঙ্খল জীবন রয়েছে।

মহাকাশযানে কীভাবে এল সেটা তার মনে পড়ল। এয়ারলক খোলা পর্যন্ত সে সাকশেন গ্রিপটা ধরে রেখেছিল। ভেতরে ঢুকল, সাবধানে চলাফেরা করল। ভেতরে একটা ইমার লক ছিল এবং সে সেটা পেরিয়ে এসেছে পরে। এখন সে এখানে শুয়ে আছে, একটা খণ্ডিত জীবন হিসেবে ; অনড় এবং অসতর্কভাবে।

সতর্কতার সাথে আবার আগের দিকে নজর দিল। তারের জালের ভেতর খণ্ডিত জীবটা পাগল হয়ে উঠছে। ওটা অন্যের জন্য আরো খাবার চাচ্ছে, যদিও অন্য দুটোর চাইতে এটা কম ক্ষুধার্ত।

লারসেন বলল, 'ওকে খাবার দিয়ো না। ওটা ক্ষুধার্ত নয় ; ওটা কষ্ট পাচ্ছে কারণ টিলির খেয়ে ফেলার মতো সময় আছে এবং তার পেট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে থেকে ভরা একটি আকুল আকাঙ্ক্ষী বানর। আমি আশা করি আমরা বাড়ি ফিরে যাব এবং আমি কখনোই আর একটিও প্রাণীর মুখ দেখব না।'

সে ভ্রুকুটি করে মেয়ে শিম্পাঞ্জিটির দিকে তাকিয়ে দেখল এবং শিম্পাঞ্জিটি খুব ভেংচাল তাকে তারপর কিচমিচ আওয়াজ তুলল একবার সামনে আবার পিছনে চলে গিয়ে।

রিযো বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখানে তাহলে পড়ে আছি কেন ? খাওয়ানোর সময় চলে গেছে। চল বেরিয়ে পড়ি।'

ওরা তারপর ছাগলের খোঁয়াড়ে গেল, খরগোসের খাঁচায় গেল, ধেড়ে ইঁদুরের খাঁচায় গেল ওগুলোকে দেখতে।

লারসেন বলল, তিক্ত গলায়, 'তুমি একটা মারাত্মক অভিযানে অংশ নিয়েছ। তুমি একজন হিরো। ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা বক্তব্য দিয়ে–এবং তুমি একজন চিড়িয়াখানার রক্ষক।'

'ওরা তোমাকে দ্বিগুণ দিচ্ছে।'

'দিচ্ছে কিন্তু তাকে কী ? আমি টাকার জন্যে স্বাক্ষর করিনি। ব্রিফিং-এর সময় ওরা বলেছিল যে আমরা ফিরে নাও আসতে পারি আমাদের ভাগ্য সেক্রুকের মতোও হতে পারে। আমি স্বাক্ষর করেছিলাম কারণ আমি জরুরি একটা কিছু করতে চাই।'

'উজ্জ্বল হিরো তাই না', রিযো বলল।

'আমি পশু নার্স নই।'

রিযো এক মুহূর্ত থেমে ধেড়ে ইঁদুরের খাঁচা থেকে একটা ইঁদুর তুলে নিয়ে ওটার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। 'হেই, সে বলল, 'তুমি কী কখনো ভেবেছ যে এই ইঁদুরগুলোর কোনো একটা বাচ্চা হবে, মানে মাত্র শুরু হয়েছে ?'

'বিচক্ষণ ! প্রতিদিন ওদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' ও ছোটো প্রাণীটির মুখে কিছু একটা চেপে ধরল, ওটা তার দিকে কম্পিত নাক বাড়িয়ে শোঁকার চেষ্টা করছিল। 'কিন্তু এটা ধরো তুমি একদিন সকালে এসে দেখলে নতুন জন্মান প্রাণীগুলো ঘরের ভেতর। নতুন জন্মান ছোট ছোট ইঁদুরগুলো তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যাদের চোখের বদলে দেখলে সেখানে রয়েছে সবুজ ফার্নের তাঞ্চি।'

'চুপ করো,' লারসেন চিৎকার করে বলল।

'ছোট্ট নরম উজ্জ্বল সবুজ ফার্নের তাঞ্চ,' রিয়ো বলল, এবং হাতের ইঁদুরটাকে নামিয়ে রাখল প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে

সে আবার গ্রহণ করতে শুরু করল। এবার তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়েছে। তার গ্রহে এমন কোনো অসাধারণ খণ্ডিত জীবন নেই যার সাথে তুলনা করা যাবে মহাকাশযানে যেগুলো আছে।

বিভিন্ন আকৃতির প্রাণী আছে, কিছু কিছু সাঁতার কাটে, কিছু কিছু উড়ন্ত, সেগুলো বেশ বড় বড় এবং অল্প অল্প চিন্তাও করতে পারে। অন্যগুলো ছোট, স্বচ্ছ পাখার প্রাণী। শেষেরগুলোর অবশ্য অনুভূতি আছে, তবে ঠিক অনুভূতিটা নেই। নেই কোনো বুদ্ধিবৃত্তি।

আর আছে চলৎশক্তিহীন প্রাণী, অনেকটা নিজের গ্রহের চলৎশক্তিহীনদের মতো। ওগুলো সবুজ এবং বেঁচে থাকে বাতাস, পানি এবং মাটির ওপর। এদের কোনো মন নেই। এরা জানে শুধু অস্পষ্ট, অস্পষ্ট আলো, জলীয় বাষ্প এবং মাধ্যাকর্ষণ।

এবং প্রতি খণ্ডিত জীবনের, চলৎশক্তি এবং চলৎশক্তিহীন অনুকরণ আছে। এখন পর্যন্ত না। এখন পর্যন্ত না...

সে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকল। এর আগে, এই খণ্ডিত জীবনগুলো এল, কোনো কাজ হয়নি। এবার তাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

এই খণ্ডিত জীবগুলো অবশ্য তাকে খুঁজে পায় না।

তারা এখনো পারেনি। তারা এখনো তাকে পাইলট রুমের কোনায় শুয়ে আছে সেটা দেখতে পায়নি। কেউ তাকে এখন পর্যন্ত দেখতে পায়নি এবং ছুড়ে ফেলে দেয়নি। আগে, এটার মানে হল সে নড়াচড়া করছে না। কেউ একজন ইঞ্চি ছয়েক লম্বা পোকার মতো জিনিসটাকে দেখে ফেলবে। প্রথমে দেখবে, তারপর চেঁচামেচি এবং তারপর সব শেষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু এখন, হয়তো তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। টেক অফের অনেক দেরি আছে। কন্ট্রোল রুম লক করা ; পাইলটের রুমও খালি।

বেশিক্ষণ লাগল না খুঁজে পেতে একটা বর্মের মধ্যে ফল্টল সেই ফল্টলের ভেতর বেশ কিছু তার ছিল। তারগুলো অবশ্য বিদ্যুৎহীন।

তার শরীরের সামনে উখার মতো জিনিসটা দিয়ে সঠিক বৃত্তে কেটে ফেলা হল দুটো তার। তারপর, ছয় ইঞ্চি পর আবার কেটে ফেলা হল। তারপর সেটাকে তার সামনে তারের স্তূপ থেকে সরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় কোনাটায় সরিয়ে দেয়া হল। ওটার বাইরেরটা বাদামি ইলাস্টিক দিয়ে মোড়া এবং ওটার ভেতরটা চকচকে লাল। সে নিজে ভেতরটা তৈরি করেনি, অবশ্যই তার প্রয়োজনও নেই। আর যথেষ্ট পরিমাণে পাতলা চামড়ার ঝিল্লি দিয়ে তারটাকে মুড়ে দেয়া আছে। এবার সে ফিরে তাকাল তার পেছনে রাখা কাটা তারটির দিকে এবং সেটাকে আঁকড়ে ধরল। শক্ত করে চেপে ধরল এবং তার সাকসেশন ডিস্ক কাজ করতে শুরু করল।

এবার তাকে ওরা খুঁজে পাবে না। কেউ ওর দিকে সরাসরি তাকালেও ভাববে সেও তারেরই অংশ।

অবশ্য ওরা খুব কাছ থেকে দেখলে ওদের চোখ পড়বে কতগুলো তারের ছাপ। চোখ পড়বে নরম দুটো ছোট ছোট তালি গায়ে উজ্জ্বল রোঁয়া।

'সত্যি এটা অভূতপূর্ব,' ড. ওয়েইস বললেন, 'এই ছোট সবুজ চুলগুলো অনেক কিছু করতে পারে।'

ক্যাপ্টেন লরিং ব্রান্ডি চালছিলেন খুব সাবধানে। এবার এটাকে সজ্ঞানে উৎসবই বলা যায়। দুই ঘণ্টার ভেতর ওরা হাইপার স্পেস জাম্পের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এবং তারপর দুই দিনের ভেতর পৃথিবীতে ফিরে যাবে।

'তুমি তাহলে বলছ, যে এই সবুজ রোঁয়াগুলো সংবেদনশীল অঙ্গ ?' জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ভাই,' ওয়েইস বললেন। ব্রান্ডি তাকে একটু একটু ধরেছে, তারপরেও উৎসবের মেজাজটা ঠিক রাখার চেষ্টা করছেন। 'একটু অসুবিধের ভেতর পরীক্ষাগুলো করতে হয়েছে, তারপরেও ওগুলো নির্ভরযোগ্য।'

ক্যাপ্টেন, শক্তভাবে হাসলেন, "একটু অসুবিধা" মধ্যে কথাটার কোনো মানে নেই। আপনি যেভাবে সুযোগটা নিয়েছেন, আমি হলে ওটা করতাম না।'

'কী সব বোকার মতো বলছেন। আমরা সবাই এই জাহাজের লোক, সকলে স্বেচ্ছাসেবক। আপনি তো এখানে আসার সুযোগটা নিয়েছেন।'

'আপনিই প্রথম ব্যারিয়ারের বাইরে গেছেন।'

'এতে কোনো আশংকা নেই', ওয়েইস বললেন।

'সামনে এগুনোর সময় জায়গাটা পুড়িয়ে নিয়েছি তারপর এগিয়েছি। এটা ঠিক যে আমার সাথে কোনো পর্টেবল ব্যারিয়ার ছিল না যা আমাকে ঘিরে রাখবে রক্ষকবচ হিসেবে। যাক, ওসব বাদ দিন, ক্যাপ্টেন। ফিরে গিয়ে আমরা সকলেই মেডেল পাচ্ছি। শ্রেণীবিভাগের দরকার নেই। আর আমি একজন পুরুষ।'

'কিন্তু আপনি এখানে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ভরে ফেলেছেন।' ক্যাপ্টেনের হাতটা দ্রুত তার মাথার তিন ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে গেল। 'একজন মেয়ে যা করে থাকে, আপনি তাই-ই করছেন।'

ওরা পান করার জন্য একটু থামলেন।

'দেব ?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, ধন্যবাদ। আমি আমার কোটা ছাড়িয়ে গেছি।'

'তাহলে শেষ একটা হয়ে যাক মহাকাশ পথের উদ্দেশ্যে।' নিজের গ্লাসটা তুলে ধরলেন সেক্রুক গ্রহের দিকে। গ্রহটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, তবে ওটার সূর্যটাকে একটা তারার মতো দেখাচ্ছে ভিজিপ্লেটে। 'ছোট সবুজ রোঁয়ার উদ্দেশ্যে যা সেক্রুককে বিখ্যাত করেছে।'

ওয়েইজ মাথা নেড়ে বললেন, 'একটা ভাগ্যবান জিনিস। আমরা গ্রহটাকে অবশ্যই আলাদা করে ফেলব। নিষিদ্ধ করে ফেলব।'

www.BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন বললেন, 'এতে যথেষ্ট হবে না। একদিন হয়তো কোনো মহাকাশযান দুর্ঘটনায় পড়ে এখানে এসে নেমে পড়বে যারা সেক্রুকের কোনো তথ্য জানত না। যার ফলে সে বা তারা সেক্রুকের মতো মহাকাশযানটা ধ্বংস করবে না। তার বদলে ফিরে আসবে কোনো বসতিপূর্ণ গ্রহে।'

ক্যাপ্টেন বিষণ্ন গলায় বললেন, 'ওরা কি আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ করতে পারবে ?'

'মনে হয় না। প্রমাণ নেই, অবশ্য। কারণটা হল ওদের গন্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের পুরো জীবনে কোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। যতদূর পর্যন্ত আমরা জানি, একটা পাথরের কুড়াল পর্যন্ত গ্রহে নেই।'

'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। ও, হ্যাঁ, ওয়েইজ আপনি কি ড্রেকের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন ?'

'গ্যালকটিক প্রেসের লোকটা ?'

'হ্যাঁ। আমরা ফিরে যাবার পর সেক্রুক গ্রহের গল্প জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। এবং আমি মনে করি না এটাকে বেশিমাত্রায় স্পর্শকাতর করা ঠিক হবে। আমি ড্রেককে বলে দেব গল্পটা লেখার সময় আপনার সঙ্গে আলাপ করে নিতে আপনি একজন জীববিজ্ঞানী এবং তাকে বোঝাতে আপনি যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারবেন। পারবেন না ?'

'অবশ্যই পারব।'

ক্যাপ্টেন চোখ বন্ধ করে মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে দিল।

'মাথা ব্যথা করছে, ক্যাপ্টেন ?'

'না, বেচারা সেক্রুকের কথা ভাবছিলাম।'

মহাকাশযানটি সম্পর্কে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। অল্পক্ষণ আগেও তার ভেতরে একটা বেশ ভালো অনুভূতি ছিল, এবং সেটা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু একটা বিব্রত করতে চাইছে। এটা সতর্কতামূলক, এবং সে ব্যাখ্যার জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান প্রাণীগুলো খুঁজে দেখল মহাকাশযানটি একটি শূন্য মহাকাশের ভেতর দিয়ে ছুটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলেছে যাকে ওরা 'হাইপার স্পেস' হিসেবে চেনে। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান প্রাণীগুলো সত্যিই বুদ্ধিমান

কিন্তু–সে মহাকাশযান সম্পর্কে ক্লান্ত। এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তবে এই খণ্ডিত জীবগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ, অবশ্য এটা ওদের অসুখী জীবনের একটা অংশ মাত্র। এরা শুধু মেশিন তৈরি এবং মহাকাশে খুঁজে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায়...

এই জীবগুলো, সে কখনোই জানে না যে তারা কী খুঁজে বেড়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সময়টা সে অন্য কাউকে দেবে। সে ভাবতে লাগল।

সম্পূর্ণতা !

এই খণ্ডিত জীবগুলোর সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। 'সম্পূর্ণতা' একটি দুর্বল শব্দ।

তাদের এই মূর্খতার জন্য তারা এর বিপক্ষে লড়াই করে। এর আগে এখানে আর একটি মহাকাশযান এসেছিল। প্রথম মহাকাশযানে বহু তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন খণ্ডিত জীব ছিল। ওগুলো ছিল দুধরনের, এক ধরনের ছিল জীবন ধারণে সক্ষম অন্য ধরনটি ছিল নির্বীজিত। (কতটা আলাদা এই দ্বিতীয় মহাকাশযানটি। তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন সবগুলো প্রাণীই নির্বীজিত, যদিও অন্য জীবগুলো, অস্পষ্ট চিন্তাকারী এবং চিন্তা না করে যে জীব, তারা সবই জীবন ধারণে সম্ভব। পুরোটাই আশ্চর্য ব্যাপার।)

প্রথম মহাকাশযানটি বিপুলভাবে স্বাগত হয়েছিল তাদের গ্রহে। সে এখনো মনে করতে পারে, প্রথম মানসিক ধাক্কাটা পেয়েছিল এই জেনে যে আগন্তুক জীবগুলো সবই ছিল খণ্ডিত এবং কোনোটাই সম্পূর্ণ নয়। ধাক্কাটাই সবাইকে সমব্যথি করে তোলে এবং সেই মতো কাজ করে তারা। এই কোনোভাবেই নিশ্চিত ছিল না এগুলো কীভাবে সমাজে গৃহীত হবে, তবে এর জন্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। প্রতিটি জীবনই ছিল পবিত্র এবং তাদের জন্য যেভাবেই হোক আলাদা করে রুম তৈরি করতেই হবে–সবার জন্য, সেই বড় তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন থেকে শুরু করে ছোট সবগুলো জীবের জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে প্রথমে ওরা হিসেবে গোলমাল করে ফেলেছিল। তারা খণ্ডিত জীবগুলো চিন্তাভাবনাকে ঠিকমতো এনালাইজ করতে পারেনি। তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্নগুলো সতর্ক হয়ে গেল কী করা হচ্ছে তাদেরকে নিয়ে এবং ক্ষুব্ধ করেছে তাদের। অবশ্যই তারা ভয় পেয়েছিল ; অথচ তারা সেটা বুঝতে পারেনি।

তারা প্রথমে ব্যারিয়ার উন্নত করল তারপর নিজেদের ধ্বংস করে ফেলল মহাকাশযানগুলোকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অণুতে পরিণত করল।

বেচারা, খণ্ডিত জীব।

এবার, অবশ্য অন্যরকম হবে। এবার তারা রক্ষা পাবে। অবজ্ঞার হাত থেকে। জন ড্রেক কখনোই বেশি কথায় বলেনি, তারপরেও ফোটো-টাইপার হিসেবে নিজেকে নিয়ে সে প্রচণ্ড গর্ব বোধ করে। তার একটা ট্রাভেল-কিড মডেল আছে, যার মাপ সিক্স-বাই-এইট, গাঢ় প্লাস্টিকের পাত, অন্য প্রান্তে সিলিন্ডারের মতো স্ফীত অংশ বেরিয়ে আছে পাতলা কাগজের রোল ধরে রাখার জন্যে। ওটা একটা বাদামি চামড়ার ব্যাগে রাখা আছে যার সাথে একটা বেল্টের মতো দেখতে অদ্ভুত দর্শন একটা যন্ত্র রয়েছে যার মাধ্যমে কোমর এবং ছিপের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা যায়। পুরো জিনিসটার ওজন এক পাউন্ডের কম।

ড্রেক ওটাকে দুহাতেই অপারেট করতে পারে। তার আঙুলগুলো খুব দ্রুত এবং সহজেই নড়েচড়ে বেড়ায়। ঠিক জায়গায় হালকাভাবে চাপ দেয় খালি জায়গায় এবং শব্দহীনভাবে লেখা বের হতে থাকে।

চিন্তিতভাবে সে গল্পের শুরুটার দিকে তাকাল, তারপর সে ড. ওয়েজের দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'কেমন হচ্ছে ডক ?'

'শুরুটা ভালোই হয়েছে।'

ড্রেক মাথা নাড়াল। 'আমি ভেবে দেখছি সেক্রককে দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়। তারা এখনো তার কোনো কাহিনী প্রকাশ করেনি। আমি যদি সেক্রকের আসল রিপোর্টটা পেতাম। কীভাবে সে এটা করল ?'

'আমি এটা বলতে পারি যে, সে এই রাতে সব-ইথারে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে। পাঠানো শেষ হলে পর সে মোর বন্ধ করে সম্পূর্ণ মহাকাশযানটিকে সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতর বাষ্পে পরিণত করেছে। সে নিজে এবং সকল ক্রুসহ।

www.BanglaBook.org

'একটা মানুষের মতো মানুষ। আপনি কী প্রথম থেকেই ছিলেন, ভক ?'

'না, প্রথম থেকে নয়,' শান্তভাবে ওয়েজ সংশোধন করে দিলেন। 'সেক্রুকের রিপোর্ট পাবার পর থেকে।'

পিছনের কথা ভেবে তার কোনো লাভ হল না। রিপোর্টটা পড়ল সে, বুঝতে পারল সেক্রুক যখন গ্রহে পৌছায় তখন ওটা ছিল কলোনি স্থাপনের জন্য উপযোগী জায়গা। অনেকটা পৃথিবীর মতো, পুরো গ্রহটাই তৃণভোজী প্রাণীতে সমৃদ্ধ।

শুধু ছোট সবুজ ফারগুলো ছিল। (সে প্রায়ই তার কথা এবং চিন্তায় ওই উক্তিটি ব্যবহার করে।) বিচিত্র। জীবন্ত কোনো প্রাণী চোখে পড়ল না তার। তার বদলে ছিল ওই ফার। এমনকি গাছপালা, প্রতিটি পাতায়, পাঁপড়িতে, দুটো ঘন সবুজ ছিল।

তারপর সেক্রুক আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে দেখেন যে এই গ্রহে খাদ্যের জন্য কোনো লড়াই নেই। প্রতিটি গাছে নরম উপাঙ্গ গজিয়ে উঠে যা প্রাণীগুলো খেয়ে থাকে। আবার ওগুলো গজিয়ে উঠে একঘণ্টার ভেতর। অন্য কোনো উদ্ভিদ ছোঁয়া হয় না। গাছগুলো প্রাণীদের খাদ্য দেয় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে। এবং গাছগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় জন্মায় না। নিশ্চয়ই এদের চাষ করতে হয়। গাছগুলো জমির উপর যত্রতত্র গজায় এবং সহজে আলাদা করা যায়।

কতটা সময় লেগেছে, ওয়েজ অবাক হলেন ভেবে, সেক্রুক কী এক বিচিত্র নিয়মগুলো দিনের পর দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন ?—আসল কথা হল পতঙ্গগুলো সব সময় নির্দিষ্ট পরিমাণে ছিল তবে কোনো পাখি ওদের খেত না : তীক্ষ্ণ দাঁতাল প্রাণীগুলোর অবস্থাও এক, তারপরেও থামানোর মতো কিছু ছিল না।

এবং তারপরই সাদা ইঁদুরের ব্যাপারটা চোখে পড়ল।

ওয়েইজকে ওটাই খোঁচা দিল। বললেন, 'একটা যোগসূত্র, ড্রেক। হেমস্টারই প্রথম প্রাণী নয়। সাদা ইঁদুরও ছিল।'

'সাদা ইঁদুর,' ড্রেক বলল, তার নোটে সংশোধন করে নিল।

'প্রতিটি কলোনাইজিং শিপে,' ওয়েইজ বললেন, একদল সাদা ইঁদুর নেয়া হয়েছিল ভিন্নজাতের খাবার পরীক্ষার জন্য। ইঁদুর অবশ্যই,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাবার পুষ্টির দিক দিয়ে মানুষের খুব কাছাকাছি আছে। স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী সাদা ইঁদুর নেয়া হয়েছিল

'স্বাভাবিক। এক জাতায় নিয়ে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেই না। মনে করে দেখুন অস্ট্রেলিয়ার খরগোস।'

'পুরুষ ইঁদুর নয় কেন?' ড্রেক জিজ্ঞেস করল।

'স্ত্রী জাতীয়রা খুব সহিষ্ণু,' ওয়েইজ বললেন,

'ঘটনাটা ছিল সবটাই ভাগ্যের ব্যাপার। হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা পাল্টে গেল যে, সবগুলো ইঁদুর গর্ভধারণ করে ফেলল।'

'ঠিক আছে। এবার আমি সোজাসাপ্টা কিছু জানতে চাই। আমার নিজের জন্যে জানতে চাই, ডক, সেক্রুক কীভাবে তথ্যটা বের করলেন?'

'অবশ্যই হঠাৎ করে। খাদ্যের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে, ইঁদুরগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা হত। তাদের অবস্থা জানাটা অবশ্যই জরুরি। কিছু ইঁদুর ব্যবচ্ছেদ করা হল। ফলাফল একই। সবগুলো ইঁদুর বাচ্চা প্রসব করল—কোনো পুরুষ ইঁদুর ছাড়াই।'

'এবং দেখা গেছে প্রতিটি বাচ্চা ইঁদুর চোখের কাছে সবুজ ছোপ নিয়ে জন্মাল।'

'ঠিক তাই। সেক্রুক তাই বলেছিলেন এবং আমরাও তাই সমর্থন করি। ইঁদুরের পর একটা বাচ্চা ছেলের পোষা বিড়ালও আক্রান্ত হল। জন্ম নেয়ার সময় ছানাগুলো চোখের বদলে ছোট সবুজ ফারের ছোপ নিয়ে জন্মেছিল। মহাকাশযানে কোনো পুরুষ বিড়াল ছিল না।'

'এবং তখনই সেক্রুক মহিলাদের পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি অবশ্য তাদের বলেননি কেন পরীক্ষা করছেন। তিনি তাদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছিলেন না। দেখা গেল প্রত্যেকে গর্ভধারণ করে আছেন। সেক্রুক অবশ্য কোনো বাচ্চা জন্মানোর অপেক্ষায় থাকেননি। তিনি জানতেন তাদের কোনো চোখ থাকবে না, বদলে সেখানে থাকবে সবুজ ফারের ছোপ।

'তিনি একটা ব্যাকটেরিয়া প্রস্তুত করেন (সেক্রুক ছিলেন একজন পুরাদস্তুর মানুষ) এবং অণুবীক্ষণের নিচে দেখলেন সব জীবাণুতে সবুজ স্পটে পূর্ণ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড্রেক ব্যগ্র হয়ে উঠল। 'আমাদের ব্রিফিং-এর বাইরে বলি—কিংবা অন্তত যে ব্রিফিংটা আমি পেয়েছি কিন্তু সেক্রুকের গ্রহে সব জীবন একক জীবন হিসেবে বিন্যস্ত, কীভাবে হল এটা ? কীভাবে ?'

'তোমার কোষগুলো কীভাবে একক জীবন হিসেবে বিন্যস্ত ? যে কোনো একটা কোষ এমনকি ব্রেনসেল নিলে কী হবে ? কিছু হবে না। একটা প্রোটোপ্লাজমের দলা মানুষের চেয়ে বরং অ্যামিবার ধারণ ক্ষমতা বেশি। কম ধারণ ক্ষমতা আসলে, বাঁচতে পারবে না। কিন্তু সেলগুলো একত্র করব, দেখবে ওটা একটা স্পেশশিপ কিংবা সিম্ফনি লিখে ফেলবে।'

'এবার আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল ড্রেক।

ওয়াইজ বলে চললেন, 'সেক্রুকের গ্রহে সব জীবনই হল একক জীবন।'

'আরেকভাবে বললে, পৃথিবীর সব জীবনই তাই, তবে এটা লড়াই সাপেক্ষতা, কামড়া কামড়ি নির্ভরতা। ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন তৈরি করে ; উদ্ভিদ তৈরি করেন কার্বন ; জন্তু-জানোয়ার খায় উদ্ভিদ এবং নিজেদের। ব্যাকটেরিয়া আবার সেটা ভাঙে। এইভাব চক্রটা পূর্ণ হয়। প্রত্যেকেই যতটা পারে আঁকড়ে ধরে এবং নিজেরাও ধরে।'

'সেক্রুকের গ্রহে সব প্রাণেরই নিজেদের জায়গা আছে, যেমনটা আমাদের শরীরে প্রতিটা সেলের আছে। ব্যাকটেরিয়া এবং উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করে এর বাড়তিগুলো প্রাণীরা খায়, তার পরিবর্তে দেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন বর্জ্য। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বা কম কিছুই উৎপাদিত হয় না। স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবন বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তন হয়। প্রয়োজনের তুলনায় জীব বেশি বা কম বংশ বিস্তার লাভ করে না, যেমনটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সেল তৈরি হয় না আমাদের দেহে। যদি বেশি তৈরি হয় তাহলে ক্যানসার তৈরি হয়। পৃথিবীর জীবনটা হল এমনই, জৈব সংগঠিত, তুলনা করা যায় সেক্রুকের গ্রহের সাথে। বিশাল এক ক্যান্সার। প্রতিটি প্রজাতি অন্য প্রজাতির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে চায়।'

'আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে সেক্রুকের গ্রহটা আপনার পছন্দ হয়েছে, ডক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একদিক দিয়ে তাই; বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তোমাদের প্রতি ওদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাচ্ছি। ধরো তোমার শরীরের একটা সেল বুঝল মানব শরীরের উপযোগিতা এবং নিজের, এও বুঝতে পারল যে একত্রিত হওয়াতে উচ্চতর প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আরো ধরো, বুঝতে পারল বাইরের ফ্রি লিভিং সেল সম্পর্কে যারা কেবল জীবন ছাড়া বেশি কিছু না; এটা তখন প্রচণ্ডভাবে অনুভব করবে যে বাইরের ওই সেলগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে এতে তার দুঃখবোধ হবে, অনুভব করবে মিশনারি অনুপ্রেরণার মতো। সেক্রুকের গ্রহের জিনিসগুলো-জিনিসটা ; একটা একক হিসেবে ব্যবহার হত-ভাবছে এইভাবেই হয়তো।'

'কুমারী মাতৃত্ব ব্যাপারে কী বলবেন, ডক ? আমি সহজ এ্যাঙ্গেলে বলতে পারি। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে হয়েছে কি ?'

'এতে নোংরামির কিছু নেই, ড্রেক। একশো বছরের আগে থেকে আমরা সজারু জাতীয় প্রাণী, মৌমাছি, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীর ডিম থেকে পুরুষ ছাড়াই বাচ্চা ফুটাচ্ছি। সুচের মতো ছোঁয়া, কিংবা লবণের দ্রবণই যথেষ্ট। সেক্রুকের গ্রহের জিনিসগুলো নিষিক্ত করেছে হয়তো রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে। এই জন্যে শক্তির বাধা থামিয়ে দেয়, বাধা, বুঝেছ, কিংবা নিশ্চল করে দেয়।

'তারা শুধু এই জায়গাটায় উদ্দীপিত করে না তারা অনিষিক্ত ডিমও বৃদ্ধি করে। তারা নিউক্লিওপ্রোটিনের মাধ্যমে নিজেদের চারিত্রিক ছাপ ফেলতে পারে তাই নতুন বাচ্চারা জন্মেছে সবুজ ফারের ছোপ নিয়ে, যেটা এই গ্রহের সংবেদনশীল অরগান এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাচ্চাগুলো নতুন এই প্রজন্ম আলাদা হিসেবে জন্মায়নি, তারা সেক্রুকের গ্রহের জীবনের অংশ হিসেবে জন্মেছে। গ্রহের জিনিসগুলো, প্রাসঙ্গিকভাবে নয়, যে কোনো প্রাণীকে গর্ভবতী করে-গাছ, প্রাণী কিংবা মাইক্রোস্কোপিক প্রাণকেও।'

'শক্তিশালী জিনিস', বিড়বিড় করে বলল ড্রেক। 'বেশ শক্তিশালী,

ড. ওয়েইজ বললেন তীক্ষ্ণ গলায়। 'সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী। যে কোনো একটি অংশই শক্তিশালী। সময় দিলে, সেক্রুকের গ্রহের একটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর সকল জীবনকে একক জীবনে পরিণত করে ফেলতে পারবে। আমরা পরীক্ষা করে এর প্রমাণ দেখাতে পারি।'

ড্রেক বলল অপ্রত্যাশিতভাবে, 'আপনি জানেন আমি সম্ভবত একজন মিলিয়নিয়ার, ডক। আপনি কী গোপন রাখতে পারবেন একটা ব্যাপার ?'

ওয়েইজ মাথা নাড়লেন হতবুদ্ধির মতো।

'আমি সেক্রুকের গ্রহের একটা স্যুভেনির পেয়েছি।'

ড্রেক বলল তাকে দাঁত বের করে। 'ওটা একটা নুড়িপাথর। কিন্তু গ্রহটা যখন প্রচার পাবে, সকল তথ্যসহ, তখন নুড়িটাই মানুষ এই গ্রহের জিনিস হিসেবে দেখতে পায়। কত দামে এটাকে বিক্রি করতে পারব বলেন ?'

ওয়েইজ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। 'একটা নুড়ি ?' তিনি জিনিসটা কেড়ে নিলেন, একটা শক্ত ডিম্বাকৃত বস্তু ! 'তুমি এটা করতে পার না, ড্রেক। এটা একেবারে রীতিবিরুদ্ধ হবে।'

'আমি জানি। তাই তো আমি আপনাকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে বললাম। আপনি যদি একটা অথেন্টিকেশন নোট দিতে পারেন—কী হল, ডক ?'

জবাব দেবার বদলে ওয়েইজ কাঁপতে কাঁপতে দেখালেন। ড্রেক ছুটে গিয়ে নুড়িটার ওপর চোখ রাখল। যেমনটা ছিল তেমনটাই আছে।

শুধু নুড়িটার এক প্রান্তে তীর্যকভাবে আলো পড়াতে দেখা গেল ছোটো দুটো সবুজ ছোপ। কাছে থেকে দেখল ; ছোপ দুটো সবুজ চুলের মতো।

চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। মহাকাশযানের ভেতরে নিশ্চিত বিপদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার উপস্থিতি সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। কীভাবে হল ? সে তো এখনো কিছুই করেনি। তাহলে কি তার গ্রহে অন্য কিছুর উপস্থিতি রয়েছে এখানে ? জানা মতে এটা একেবারেই অসম্ভব, মহাকাশযানের ভেতর তেমন কিছু তো তার চোখে পড়েনি।

এবং তারপর সন্দেহটা হ্রাস পেতে লাগল, কিন্তু একেবারে দূর হল না। তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণীগুলো এখনো চিন্তিত এবং সত্যের খুব কাছেই চলে এসেছে। কতক্ষণে অবতরণ করবে ? তাহলে কী খণ্ডিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জীব একটা গ্রহের জীবনের ঐক্য সম্পর্কে কিছুই জানে না ? সে সমাধানের শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় পেতে লাগল ডিটেকশনের।

৬. ওয়েইজ নিজের রুমে আটকে রাখলেন নিজেকে তারা ইতোমধ্যে সৌরজগতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর মাত্র তিন ঘণ্টার ভেতর ওরা অবতরণ করবে তাকে ভাবতে হবে। তিন ঘণ্টা সময় আছে তার হাতে সিদ্ধান্ত নেবার। ড্রেকের 'নুড়িটা' অবশ্য স্ক্রেকের গ্রহের অর্গানাইজড জীবনের অংশ ছিল, কিন্তু ওটা ছিল মৃত। যখন ওটাকে প্রথম দেখেছিল তখনই মৃত ছিল, আর যদি না হয়েও থাকে এখন ওটার মৃত্যু হয়েছে তাদের হাইপার এটমিক মোটর দিয়ে ওটাকে একখণ্ড তাপে পরিণত করাতে। ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা দেখাচ্ছে সবকিছু স্বাভাবিক যখন ওয়েইজ চিন্তিতভাবে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখলেন।

এটা অবশ্য ওয়েইজকে এখন আর ভাবাচ্ছে না।

এটা অবশ্য একটা নুড়ি সাধারণ জীব নয়, কিন্তু সেটা কি প্রমাণ করে এটা কোনো জীব নয় ? এটা নিশ্চয়ই গ্রহের একক জীব-দেখতে সাধারণ নুড়ির মতো, ক্ষতিকর নয়, সন্দেহাতীত। অন্য কথায় ছদ্মবেশ-একটা ধূর্ত এবং ভয়ঙ্করতম সাফল্যজনক ছদ্মবেশ।

অন্য কোনো প্রাণী কী ছদ্মবেশ ধরে ব্যারিয়ার টপকে মহাকাশযানে ঢুকে পড়েছে আবার সবকিছু ঠিক হবার আগে এরা সুন্দরভাবে মানুষের চিন্তাকে বুঝতে পারে কি ? ওটা কি পেপার ওয়েট রূপে রয়ে যায়নি তো ? ক্যাপ্টেনের চেয়ারের পেতলের কোনো অংশ হয়ে থাকেনি তো ? কীভাবে বের করা যাবে ওটাকে ? তারা কী সবুজ ফারের শত্রুকে খুঁজতে সম্পূর্ণ মহাকাশযানের সকল অংশে খুঁজে দেখবে-এমনকি ব্যক্তিগত মাইক্রোবেও খুঁজে দেখবে ?

ছদ্মবেশ কেন ? তাহলে কি ওটা কিছু সময়ের জন্য লুকিয়ে থাকতে চায় ? কেন ? তার মানে পৃথিবীতে নামার জন্য অপেক্ষা করছে ?

অবতরণের পর কোনো ইনফেকশনকে থামান যাবে না একবার মহাকাশযান ধ্বংস করে। পৃথিবীর ব্যাকটেরিয়া, মাটি, ইস্ট, প্রোটোজোয়াতে আক্রমণ করবে প্রথমে। বছর খানেকের ভেতর এদের সংখ্যা গণনার বাইরে চলে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েইজ চোখ বন্ধ করে নিজেকে বোঝালেন ব্যাপারটা ততটা খারাপ হবে না। অসুখ বলে কিছু থাকবে না, ব্যাকটেরিয়া হোস্টের জীবনে বিস্তার লাভ করবে না, তবে তার পাওনাটা বুঝে নিবে কড়ায় গণ্ডায় জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হবে না ; মানুষ তার খাদ্য সরবরাহের সাথে সংগত রেখে নিজেদের মানিয়ে নিবে। কোনো যুদ্ধ থাকবে না, থাকবে না অপরাধ, থাকবে না হিংসা।

কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থাকবে না কোনো।

মানব জাতি নিরাপত্তা খুঁজে পাবে বাইয়োলজিক্যাল চাকার একটা খাজ হিসেবে। একজন মানুষকে ধরে নেয়া হবে একটা জীবাণু কিংবা লিভারসেল হিসেবে।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ক্যাপ্টেন লোরিং-এর সঙ্গে কথা তাকে বলতেই হবে। তারা তাদের রিপোর্ট পাঠাবে এবং মহাকাশযানটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। যেমনটা সেক্রুক করেছিলেন।

তিনি আবার বসে পড়লেন। সেক্রুকের কাছে প্রমাণ ছিল, আর তার কাছে একটা ভীত মন এবং নুড়ি পাথরে সবুজ ছোপ ভয়ে কাঁপতে থাকা। তিনি কি পারবেন শুধুমাত্র একটা দুর্বল সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে একটা মহাকাশযানের দুশো মানুষকে হত্যা করতে ? তাকে ভাবতে হবে।

সে কাঁপছিল। অপেক্ষা করছে কেন সে ? সে যদি এখনই মহাকাশযানের জীবগুলোকে স্বাগতম জানাতে পারত। এখনই।

তারপরেও তার ভেতরের ঠাণ্ডা, আরো যুক্তিবাদী একটা অংশ জানাল যে সেটা হবার নয়। ছোটো ছোটো জীবগুলো পনেরো মিনিটের ভেতর তাদের নতুন অবস্থা প্রকাশ করল। এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন জীবগুলো সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখল ওগুলোকে। এমনকি নিজেদের গ্রহের এক মাইল দূরে থাকার পরও এটা করা যাবে না, এরা হয়তো নিজেদের ধ্বংস করে ফেলবে এবং মহাকাশযানটাকে মহাকাশে ছিটকে যাবে।

এর থেকে ভালো এয়ারলক খোলার অপেক্ষায় থাকা। গ্রহটার বাতাসে মিলিয়ন মিলিয়ন ছোটো ছোটো জীব আছে। তাদের এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজনকে অনন্ত জীবের অংশে পরিণত করতে পারলেই নতুন জীবনের অধীনে চলে আসবে সম্পূর্ণটা।

তারপর ওটা ঘটবে ! অন্য একটা গ্রহ সংঘবদ্ধ হবে, সম্পূর্ণ হবে !

সে অপেক্ষা করতে লাগল। ইঞ্জিনের ভোঁতা একটা শব্দ ভেসে আসছিল, কাজ করে যাচ্ছিল সাবধানে পৃথিবীতে যেন অবতরণ করতে পারে মহাকাশযানটি ; ঝাঁকুনি দিয়ে গ্রহের জমিতে অবতরণ করল, তারপর—

সে রিসেপশনে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্নদের আনন্দ ধ্বনি শুনতে পেল এবং নিজেও আনন্দ ধ্বনির মাধ্যমে জবাব দিল। খুব শিগগিরই তারা ওর আনন্দ ধ্বনি শুনতে পাবে। হয়তো এই খণ্ডিত জীবগুলো নয় তবে যারা জীবের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সক্ষম তারা পারবে।

প্রধান এয়ার লক খোলা হবে এখনই—

এবং সকল চিন্তা থেমে গেল।

জেরি থর্ন ভাবল, দুত্তর, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।

সে ক্যাপ্টেন লোরিংকে বলল, 'দুঃখিত। পাওয়ার ব্রেকডাউন করছে। লক খুলছে না।'

'তুমি কী নিশ্চিত, থর্ন ? আলো কিন্তু জ্বলছে।'

'জ্বী স্যার, আমরা ইনভেস্টিগেটিং করছি।' সে এয়ার লক ওয়েরিং বক্সের কাছে দাঁড়াল রজার ওল্ডেনের কাছে গেল। 'সমস্যাটা' কোথায় ?'

'একটা সুযোগ দেবে কি ?' ওল্ডেনের হাত ব্যস্তভাবে কাজ করে গেল। তারপর সে বলল, 'বিশ অ্যাম্পিয়ারের তারে ছয় ইঞ্চি তার কাটা।'

'কী ? কীভাবে হল ?'

ওল্ডেন কাটা তারটা তুলে ধরল। কাটা জায়গাটা একেবারে ধারাল।

ড. ওয়েইজ এসে তাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি খোঁচাটে দৃষ্টিতে তাকালেন, নিশ্বাসে ব্রান্ডির গন্ধ।

জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ?'

ওরা সব খুলে বলল। ঘরের এক কোণে হারানো অংশটি পাওয়া গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েইজ নুইয়ে বসলেন. ঘরের মেঝেতে একটা কালো টুকরো পড়েছিল। তিনি অঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করতেই ওটা গুঁড়িয়ে গেল, হাতে ময়লার একটা ছাপ রেখে গেল। অন্যমনস্কভাবে হাতটা মুছে ফেললেন।

সম্ভবত হারান টুকরোটার জায়গায় কিছু একটা ছিল। কিছু একটা যার ছিল প্রাণ, দেখতে তারের মতো, হয়তো উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে সেকেন্ডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট যা নিয়ন্ত্রণ করত এয়ার লক, এতদিন বন্ধ ছিল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাকটেরিয়া কী অবস্থায় আছে?'

একজন ক্রু মেম্বার চেক করার জন্য গেল, ফিরে এসে বলল, 'সব স্বাভাবিক আছে, ডক।'

ইতোমধ্যে তার লাগান হয়েছে এবং এয়ার লক খুলে গেছে, ড. ওয়েইজ অরাজকতাপূর্ণ পৃথিবীর বুকে পা রাখলেন।

'অরাজকতা,' তিনি বললেন, হালকা হাসি মুখে। 'এবং ওই ভাবেই থাকবে।'

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পয়েন্ট অব ভিউ

রজার ওর বাবাকে খুঁজতে এসেছে। আজ রোববার। নিয়ম অনুযায়ী আজ অফিস করার কথা নয় ওর বাবার। তবু এসেছেন তিনি। জরুরি কাজ পড়েছে। আর রজার এসেছে বাবার খোঁজ-খবর নিতে।

রজারের বাবাকে খুঁজে বের করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। সবাই চেনে তাঁকে। আসলে এই অফিসে জায়ান্ট কম্পিউটার মাল্টিভাক নিয়ে যারা কাজ করেন, বাইরে সবাই মিলে বসবাস করেন এক জায়গায়। এবং তাঁদের পরিবার পরিজন মিলে ছোটোখাটো একটা শহর গড়ে তুলেছে এদিকে। এই শহরবাসীরা পৃথিবীর সব বড় বড় সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত।

রোববারের রিসিপশনিস্ট ভালো করেই চেনে রজারকে। মেয়েটা বলল, 'বাবার সাথে দেখা করতে চাইলে নিচের করিডরে চলে যাও। তবে তিনি যা ব্যস্ত, তোমার সাথে আদৌ দেখা করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

হাল ছাড়ল না রজার। বাবাকে খুঁজতে নেমে এল নিচের করিডরে। এখানে বেশ কটি দরজা। এক দরজার ওপাশে নারী-পুরুষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সেই দরজা দিয়ে উঁকি দিল রজার। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতো আজ লোকজন কম বলে সহজেই খুঁজে বের করা যাচ্ছে–কোথায় কোথায় কাজ হচ্ছে অফিসে।

বাবাকে খুব সহজে খুঁজে পেল রজার। বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর। তাঁর চেহারাটা কেমন বিষণ্ন। মোটেও সুখী মনে হল না। নিশ্চয়ই কোথাও গড়বড় হয়েছে অফিসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শোনো রজার,' বললেন বাবা। 'আমি খুব ব্যস্ত। তোমাকে বোধহয় সময় দিতে পারব না।'

পাশেই দাঁড়িয়ে বাবার বস বাবাকে তিনি বললেন, 'কাজটাজ এখনকার মতো বাদ দাও, অ্যাটকিন্স। পাক্কা নয় ঘন্টা ধরে এই কাজটা নিয়ে পড়ে আছ তুমি, কিন্তু লাভ হয়নি একটুও। কাজেই আপাতত বিশ্রাম দরকার তোমার। যাও, ছেলেকে নিয়ে কিছু খাও গে। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে এসো।'

বসের আদেশ বাবার খুব একটা মনঃপূত হয়েছে বলে মনে হল না। বাবার কোঁচকান চেহারা দেখে তাই আন্দাজ করল রজার। অ্যানালাইজার। তবে যন্ত্রটার কাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই রজারের। রজার শুনেছে, গোলমাল শুরু করেছে মাল্টিভাক। বাবা যন্ত্রটা দিয়ে এই ত্রুটি মেরামতেই লেগেছেন কিনা—কে জানে।

'ঠিক আছে,' অ্যানালাইজারটা রেখে ছেলেকে বললেন বাবা। 'চলো, আমরা হ্যামবার্গার খেয়ে আসি। এই ফাঁকে এখানকার এই বুদ্ধির জাহাজেরা বুঝুক, আমি না থাকলে কী হয়।'

মুখহাত ধুয়ে ছেলেকে নিয়ে রওনা হলেন বাবা। কমিস্যারিতে গিয়ে বসে গেলেন বড় বড় দুটো হ্যামবার্গার নিয়ে। সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং সোডা পপও এল দুজনের জন্যে।

খেতে খেতে রজার বলল, 'মাল্টিভাক কি এখনো কথা শুনেছ না, বাবা ?'

বাবা বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'কোনো অগ্রগতি হয়নি কাজে, পরে এ ব্যাপারে বলব তোমাকে।'

'শুনেছিলাম, এখনো নাকি চালু আছে ওটা।'

'ও, হ্যাঁ, কাজ করে যাচ্ছে। তবে সব সময় সঠিক উত্তরটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

রজারের বয়স তেরো। সেই ক্লাস ফোর থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করে আসছে ও। মাঝেমধ্যে কম্পিউটারের ওপর ঘেন্না ধরে যায় ওর। তখন ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই বিংশ শতাব্দীতে, যে সময়ের ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারের কোনো কাজে অভ্যস্ত ছিল না। এ সময়ের রজাররা কিন্তু দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কম্পিউটারকে। কখনো সখনো বাবার সাথে কথা বলার সময় বেশ সহযোগিতা করে থাকে রজারের কম্পিউটার বিদ্যা।

বাবাকে রজার বলল, 'তুমি কীভাবে বলছ যে, সবসময় সঠিক উত্তর দিচ্ছে না মাল্টিভাক ? যদি মাল্টিভাকই একমাত্র উত্তরটা জেনে থাকে, তাহলে সে উত্তরটা বলবে না কেন ?'

ছেলের প্রশ্নে কাঁধ ঝাঁকালেন বাবা। রজারের হঠাৎ মনে হল, ওর প্রশ্নের কোনো জবাব আদৌ পাবে না বাবার কাছ থেকে। ব্যাখ্যা করা কঠিন –বলে এড়িয়ে যাবেন বাবা

কিন্তু বাবা তা করলেন না। ছেলেকে বললেন, 'বাবা রে, মাল্টিভাকের যে ব্রেন, সেটা বিশাল এই কারখানার মতোই জবড়জঙ্গ। কিন্তু এরপরেও এই ব্রেন আমার এই মস্তিষ্কের মতো এতটা জটিল নয়।'

মাথায় টোকা মেরে দেখালেন বাবা। বলে চললেন, 'মাঝেমধ্যে মাল্টিভাক আমাদের এমন এক প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দিয়ে দেয়, সে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষকে পার করতে হয়েছে হাজার বছর। কিন্তু সেই উত্তর নিয়ে যদি কখনো সংশয় দেখা দেয়, তাহলে মাল্টিভাককে আবার জিজ্ঞেস করলে সম্পূর্ণ অন্য উত্তর আসে। এবার বুঝে দেখ, মাল্টিভাক যদি পুরোপুরি ঠিক থাকত, তাহলে একই প্রশ্নের জন্য আমরা সবসময় একই উত্তর পেতাম। এখন যেহেতু একই প্রশ্নের দুটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই একটি ভুল।

'এখন কথা হচ্ছে কি, জান, আমরা কী করে জানব মাল্টিভাককে সবসময় আমরা ঠিকমতো ধরতে পারছি না ? আর কী করেই বা জানব যে, অতীতে মাল্টিভাক আমাদের কিছু প্রশ্নের ভুল উত্তর দেয়নি ? সব মিলিয়ে একটা গোলমেলে পরিস্থিতি। মাল্টিভাকের কিছু উত্তরের ওপর নির্ভর করে হয়তো বা এখন চলতে থাকলাম আমরা, কিন্তু তা যদি ভুল হয়ে থাকে, এবং আমরা তা না জানি, তাহলে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনেশে কিছু ঘটে যেতে পারে। এবং তুমি তো জান, যে কোনো ভুলের পরিণতি মন্দ ফল বয়ে আনে।'

'কিন্তু মাল্টিভাক মন্দ হতে যাবে কেন ?' জিজ্ঞেস করল রজার। বাবা তাঁর হ্যামবার্গার শেষ করে এখন একটা একটা করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাচ্ছেন। চিন্তিত কণ্ঠে ছেলেকে বললেন তিনি, 'আমার ধারণা, মাল্টিভাককে চালাক-চতুর করে গড়ে তোলার পদ্ধতিটাই ছিল ভুল।'

'কেন?'

'দেখ রজার, মাল্টিভাকের যদি ঠিক মানুষের মতো জ্ঞান গম্যি থাকত, আমাদের মতো কথা বলতে পারত, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করে সহজেই ভুলের উৎসটা বের করা যেত–তা মাল্টিভাকের ব্রেন যত জটিলই হোক না কেন আর যদি সে একেবারেই বোবা যন্ত্র হত, তাহলে ধরাবাঁধা কিছু সহজ ভুল করত, আমরা সহজেই তা ধরে ফেলতাম। মানুষের সাথে বিবেচনা করলে বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে মাল্টিভাক হচ্ছে একটা আধা-স্মার্ট যন্ত্র। ইডিয়ট গোছের লোক যেমন হয়ে থাকে আর কি। আবার দেখ, এই বেটা ভুল করার বেলায় ওস্তাদ, নটখটি বাধিয়ে দিতে জুড়ি নেই, অথচ সেই ভুলটা যে শুধরাতে যাব–এই বুদ্ধি বাতলে দেয়ার ক্ষমতা নেই। এখানেই মাল্টিভাকের স্মার্টনেসের ঘাটতি।

বাবাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছে এখন। তিনি বললেন, 'এখন মাল্টিভাক নিয়ে মহাফাঁপরে পড়ে গেছি আমরা। কী করব–বুঝে উঠতে পারছি না। না পারছি ওকে আরো স্মার্ট বানাতে, না পারছি একেবারে বোবা করে দিতে–বিষম সমস্যা; মাঝেমধ্যে পৃথিবীর সমস্যাগুলো এতই জটিল হয়ে ওঠে, তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাই আমরা। তখন মাল্টিভাককে সমস্যাটা জানিয়ে স্ক্রিন থেকে জেনে নিতে হয় উত্তর। কাজেই মাল্টিভাককে বোকা করে দেয়া মানে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা।'

'মাল্টিভাককে বন্ধ করে দিয়ে আবার যদি চালু করা যায়—'

'আমরা তা পারি না, বাবা', বাবা বললেন, 'রাশি রাশি সমস্যা জমে আছে আমাদের কাঁধে। কাজেই রাতদিন প্রতি মুহূর্তে মাল্টিভাককে চালু না রেখে উপায় নেই।'

'কিন্তু বাবা, মাল্টিভাক যদি একের পর এক ভুল করেই চলে, তাহলে ওকে বন্ধ করে দেয়া কি ভালো নয়? সে যা বলছে, তোমরা যদি বিশ্বাস করতে নাই পার, তাহলে—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে,' রজারের চুলগুলো আলতো করে নেড়ে দিলেন বাবা 'আমরা ভেবে দেখব ব্যাপারটা. তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, বুড়ো।'

কিন্তু বাবাকে চিন্তিত দেখাল। তাঁর চোখের বিষণ্ন দৃষ্টি বদলায়নি একটুও। রজারকে তিনি তাড়া দিয়ে বললেন, 'এবার খেয়ে নাও তো চটপট। তারপর চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'শোনো, বাবা' বলল রজার। 'আমার একটা কথা শোনো আগে। তোমার কথা মতো মাল্টিভাক যদি আধা-স্মার্ট হয়, তাহলে সে ইডিয়ট হতে যাবে কেন?'

'মাল্টিভাককে নিয়ে আমাদের ভোগান্তি যদি একবার দেখতে, তাহলে আর একথা বলতে না, ছেলে।'

'আমার কথাও তো তাই, বাবা। তাকে বলা হচ্ছে একটা, আর সে করছে আরেকটা। এবং তাকে দেখা হচ্ছে অন্যভাবে। এই যেমন আমার কথাই ধরো না। আমি কিন্তু মোটেও তোমার মতো বুদ্ধিমান নই। তুমি যা জান, বলতে গেলে তার কিছুই জানি না আমি। তাই বলে তো আমি ইডিয়ট নই। যে রকম মাল্টিভাকও হয়তো বা ইডিয়ট নয়, বলতে পারো আমার মতো একজন কিশোর।'

হো হো করে হেসে উঠলেন বাবা। বলল, 'খুব মজার কথা বলেছ তো। তা-ইডিয়ট না হলে মাল্টিভাক যদি তোমার মতো একটা কিশোর হয়, তাতে কি কোনো পার্থক্য ধরা পড়বে?'

'প্রচুর পার্থক্য ধরা পড়বে,' বলল রজার। 'যেমন তুমি ইডিয়ট নও বলে জান না-একটা ইডিয়টের মন কেমন। কিন্তু আমি একটা কিশোর বলে আরেকটা কিশোরের মন-মানসিকতা বুঝতে পারি।'

'তাই? তাহলে বলো তো শুনি-একটা কিশোরের মন কেমন?'

'বেশ শোনো, তুমি বলেছ যে, মাল্টিভাককে রাতদিন ব্যস্ত রাখ তোমরা। একটা মেশিন এটা পাবে। কিন্তু তুমি যদি আমার মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হোমওয়ার্ক করতে বলো, তাহলে একসময় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে সে এবং হাঁপ ধরার ফলে একের পর এক ভুল করতে থাকবে। ফলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। কাজেই মাল্টিভাককে রোজ দু-এক ঘণ্টা বিশ্রাম দেয়া উচিত। এ সময় কোনো

www.BanglaBook.org

সমস্যা সমাধান থেকে বিরত থাকবে সে। মগ্ন হবে চিত্ত বিনোদনে। যেভাবে খুশি এই সময়টা আনন্দ ফুর্তিতে কাটাবে মাল্টিভাক।'

চেহারাটা শক্ত হয়ে গেল বাবার। যেন রজাবের কথাগুলো গভীরভাবে তলিয়ে দেখছেন তিনি। পকেট কম্পিউটারটা বের করে কী সব হিসেব মেলাতে লেগে গেলেন বাবা। বেশ কিছুক্ষণ পকেট কম্পিউটারটা টেপাটেপি করে বললেন, 'তুমি যা বললে, রজার, তা যদি কাজে পরিণত করা যায়, সেটা একটা অনুভূতির ব্যাপার হবে বটে, কিন্তু মাল্টিভাককে চব্বিশ ঘণ্টার বাইশ ঘণ্টা ব্যস্ত রাখলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে–এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াটা হবে মস্ত এক ভুল।'

কথা শেষ করে আবার পকেট কম্পিউটারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাবা। এক সময় হতাশভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। যেন হিসেবটা মিলছে না তার। হঠাৎ পকেট কম্পিউটার থেকে চোখ তুলে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'এইমাত্র যা বললে, এ ব্যাপারে কী তুমি নিশ্চিত, রজার ?'

যেন রজার সত্যিই একজন মাল্টিভাক বিশেষজ্ঞ।

রজার মাথা ঝাঁকিয়ে বিজ্ঞের মতো বলল, 'হ্যাঁ বাবা, বাচ্চাদের তো খেলাধুলোও করতে হয়।'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG